"বাঙ্গালি নামের অর্থ কি ?"

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(ব্রহ্মাবর্ত্ত বা মানভূম

ও

যজ্ঞদেশ বা দ্রবিড়)

তিনখানি চিত্রসহ।

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি, এ

প্রণীত

ঢাকা হাটখোলা রোড, ভবানীকুটীর হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩৪

মূল্য ১৲

বাঁধাই ১।০

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান

১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

২। আশুতোষ লাইব্রেরী পটুয়াটুলী ঢাকা।

৩। আলবার্ট লাইব্রেরী নবাবপুর ঢাকা।

Printed by S. A. Gunny

At the Alexandra S. M Press, Dacca.

বাং

বিষয় সুচী

চিত্র সূচী

মুখবন্ধ।

১। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা পাইয়াছি বাঙ্গালি অনার্য্য বা আংশিক আর্য্য নহে বাঙ্গালিই প্রকৃত আর্য্য। এই খণ্ডে পাইব বাঙ্গালির আদিম নিবাসস্থান দ্রবিড় দেশ। একদল লোক আছেন তাঁহারা মাথা ও নাক মাপিয়া আর্য্য কে তাহা স্থির করিতে চাহেন। কেবল মাথা ও নাক মাপিয়া বংশ স্থির করা যায় একথা আমি স্বীকার করিনা। এক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায় ভাইয়ের ছেলের মাথা গোলাকার বোনের ছেলের মাথা লম্বা, ভাইয়ের নাক মোটা বোনের নাক মিহি। আমাদের দেশের Astrology অন্যত্র এখনও Science বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, পশ্চিম দেশের Phrenology র কথাও তাহাই। সূর্য্যোক্ত কাল চিহ্নের সংখ্যার উপর কোন Science এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনাকে * Science বলিয়া স্বীকার করিতে আমি বাধ্য নই। মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতের বংশ নির্ণয় করিবার যতটুকু দাবী আছে, হাতের নীচের দিকের ছোট হাড়† ও উপর দিকের হাড়ের ‡ দৈর্ঘ্যের অনুপাতের যে তাহা অপেক্ষা ঐ বিষয়ে অল্প দাবী কেন হইবে তাহা আমি বুঝিনা; কারণ—শুনিয়াছি যে সব জীব অনবরত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে

---

* Craniology. † Radius. ‡ Humerus.

গমন করে তাহাদের হাতের নীচের দিক নাকি অন্য জীবের তুলনায় অধিক লম্বা। প্রথমোক্ত অনুপাতের নাম Cephalic Index. শেষোক্ত অনুপাতের নাম আমি দিতে চাই Radio-Humeral Index. Whether the Radio-Humeral Index is a Scientific test of racial affinity or not? এই প্রশ্নের যত দিন সম্যক্ আলোচনা ও মীমাংসা হইবে ততদিন আমি আমার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। তবে নিতান্তই যদি মাথা ও নাক মাপিয়া আর্য্য ও অনার্য্য ঠিক করিতে হয়, তবে সে বিষয়ে—আমি আপোষে এইরূপ *ad interim* নিষ্পত্তি করিতে চাই:—যদি কোন জাতির লোকের মাথার মাপ, নাকের মাপ ও রং বাঙ্গালির মাথার মাপ নাকের মাপ ও রঙের সহিত মিলিয়া যায় এবং সেই জাতির লোকের বঙ্গ দেশ হইতে যাইয়া তাহাদের নিজদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আমার ঐ জাতির লোক দিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি থাকিবে না।

২। তারপর ভাষার কথা। বড় বড় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্ প্রভৃতি দ্রবিড় দেশীয় ভাষা ও বাঙ্গালা হিন্দি ও উড়িয়া প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ভাষার মধ্যে নাকি এককালে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহারাই আবার একথা স্বীকার করেন যে পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষা হইতে; অনেক কথা, ধাতু, এবং বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণ

পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছে এবং দ্রাবিড় ভাষাও এই ব্যবহারের যথাসম্ভব প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই ; এমনকি ঐ ভাষাগুলির মধ্যে দুইটী ভাষার নাম যে "তামিল" ও "তেলেগু" ইহাও নাকি সংস্কৃত "দ্রাবিড়" ও "ত্রিকলিঙ্গ" কথার অপভ্রংশ। 'মলয়াল' কথা যে সংস্কৃত তাহা পণ্ডিতের বলিতে হয় না আমার মত মূর্খেও বুঝিতে পারে।

ছেলে বেলায় গল্প শুনিয়াছিলাম—এক রাজার এক শয্যাবিলাস মোশাহেব ছিল! একদিন তক্তপোষের উপর এক গাছি চুল পড়িয়াছিল—তাহার উপর গদী ও তাহার উপর তোষক ও চাদর পাতিয়া তাহাকে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন সকাল বেলায় রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে রাজা দেখিলেন সে বড় বিমর্ষভাবাপন্ন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "মহারাজের চাকরগুলো যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আমি এ রাজ বাড়ীতে যে আর অধিক দিন থাকিতে পারিব এমন বোধ হয় না ; কাল রাত্রিতে বিছানার নীচে কি যেন একটা মোটা লম্বা জিনিস ছিল তাহাতে সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।" বিছানা উঠাইয়া দেখা গেল বাস্তবিকই গদীর নীচে এক গাছি লম্বা চুল। সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষার পার্থক্য ও এইরূপ শয্যাবিলাসেরাই নির্ণয় করিয়া থাকিবেন। গ্রিয়ার্সন সাহেবের Linguistic Survey নামক গ্রন্থে দ্রবিড় দেশীয় ভাষা সমূহের যে সব নমুনা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি তো বলিতে চাই, উত্তর ভারতের ভাষাসমূহও যেরূপ

সংস্কৃতের প্রাকৃত দ্রবিড় দেশীয় ভাষা সমূহও তেমনই সংস্কৃতের প্রাকৃত।

৩। এই সব শয্যাবিলাস দিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই তামিল ও তেলেগু যদি মৌলিক ভাষাই হইবে তবে তামিল তেলেগুর দেশের বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত নদী প্রভৃতির নাম গুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইল কিরূপে? সংস্কৃতভাষীরা কি চুরি করিয়া দ্রবিড় দেশের নদীর নাম কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, পর্ব্বতের নাম শেষাচল, উদয়াচল, রৈবতক, অস্তগিরি রাখিয়াছে নাকি? কেহ যেন মনে না করেন মাথার চুলের 'আলবার্ট ফ্যাসানের' ও দাড়ির 'ফ্রেঞ্চ কাটের' নামের মত দক্ষিণ দেশের পর্ব্বত ও নদী গুলির নাম আধুনিক। দেশের সুধীবর্গ যদি জানিতে চাহেন তবে দেখাইব শেষাচলের "শেষাচল" এই নাম হইয়াছে ২৮০০০ বৎসরেরও বহুপূর্ব্বে এবং দ্রবিড় দেশের "দ্রবিড়" এই সংস্কৃত নাম হইয়াছে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ২৫৯০১ বৎসর পূর্ব্বে। তবে সুধীবর্গ কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন এ সৌভাগ্য আমার নাও ঘটিতে পারে; সেই জন্য আমি নিজেই একটী প্রশ্ন করি। শ্রীযুক্ত হরিদাস দেবশর্ম্মার নাম পূর্ব্বে "আব্দুল হামিদ" ছিল একথা যে বলে, একথার প্রমাণের ভার ও তাহার উপরে কিনা এবং যদি সে প্রমাণ না দিতে পারে তবে তাহার কথা মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে কিনা? যদি হয় তবে কৃষ্ণা, কাবেরী, কিম্বা গোদাবরীর পূর্ব্বে কোন অসংস্কৃত নাম ছিল একথা যে বলে একথার প্রমাণের ভার ও তাহারই উপরে এবং ইহার প্রমাণ যে

পর্য্যন্ত উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত একথা মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হওয়াই উচিত।

৪। আমি অভিনব একটী hypothesis লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। উহার সমর্থনকারী নূতন প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া যাইতেছে। একবারেই সকল কথা বলা সম্ভবপর নহে; কতক কথা না বলিলেও নয়। তাই নিম্নে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা গেল এবং পরিশিষ্টেও দুই চারিটী নূতন প্রমাণ আলোচিত হইল।

৫। অল্পদিন হইল দেবতত্ত্বের আলোচনায় পাইয়াছি গ্রীস দেশের Euhemeros প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন—পূর্ব্ব সমুদ্রের "পঞ্চাইয়া"—অর্থাৎ পঞ্চালিয়া—পঞ্চাল নামক দ্বীপই গ্রীক দেবগণের আদিম স্থান, ক্রীটের পুরোহিতগণ পঞ্চাইয়া দেশের পুরোহিতগণের বংশধর, পঞ্চাইয়ার বর্ণমালাই ইজিপ্ট ও গ্রীস দেশে প্রচলিত ছিল, পরম দেবতার (Zeus) নামধারী পঞ্চাইয়ার এক অতি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ক্রীট দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইউরোপ সহ সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মনু (Minos) তাঁহার পর তাঁহার ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে পাই পরমদেবতা বিবস্বৎ * এর নাম ধারা এক দ্রবিড়-পতি—সম্রাট্‌ ছিলেন, তাঁহার পুত্র বৈবস্বত সমগ্র পঞ্চালের অর্থাৎ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়া

* নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্‌ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং দিগ্বিজয় করিয়া সসাগরা (সাগরপর্য্যন্ত বিস্তৃতা) সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হয়েন এবং মনু নাম গ্রহণ করেন। যদি ধরা যায় যে পিতা জীবিত থাকিতেই পিতার পক্ষ হইতে বৈবস্বত মনু দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়াছিলেন তবে গ্রীস দেশের পণ্ডিত গণের কথার সহিত ঋগ্বেদের ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের কথা মিলিয়া যায়। Euhemeros বর্ণিত Panchaia যে পাঞ্চাল ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহা ঐ দেশের লোকের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। "The inhabitants of the island (Panchaia) were divided into Priests, Warriors and Cultivators. The duty of the priests was to sing the praises of the gods, and to act as judges and magistrates : a doube share of everything fell to them. The task of the military class was to defend the island against the incursions of pirates, to which it was exposed. The garments of all were of the finest and whitest wool, and they wore rich ornaments of gold. The priests were distinguished by their raiment of pure white linen and their bonnets of gold tissue. (See page 22. Classical Mythology. By Keightley)

এই মন্ত্রে বিবস্বান্ যে সৃষ্টিকারী পরম দেবতার নাম তাহা পাওয়া যাইতেছে। আর Zeus হইতেছেন "Father of men and gods"—অতএব সৃষ্টিকারী পরম দেবতা।

বঙ্গদেশই যে পঞ্চালদেশ তাহার প্রমাণ পরিশিষ্টে পাইবেন। বঙ্গদেশ যে সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপস্বরূপে উঠিয়াছিল একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আর ঐ সমুদ্র যে গ্রীসদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে ছিল এ বিষয়ে ও সন্দেহ নাই। অতএব গ্রীক পণ্ডিতগণের "পঞ্চাইয়া" বঙ্গদেশ হইতেছে এবং সপ্তম মন্বন্তরাধিপ বঙ্গীয় সম্রাট্ বৈবস্বত মনু ইউরোপসহ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতেছেন।

৬। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি মহানন্দা ও তিস্তার মধ্যবর্ত্তী সলিলপরিবেষ্টিত ভূমি ক্ষুদ্র আর্য্যাবর্ত্ত আর পূর্ব্বে চীন সমুদ্রও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তরে হিমালয়, এলবর্জ্জ, আরারাত, এলবুরুজ (ককেসস) এই সকল নাম যুক্ত "আর্য্যাবর্ত্ত পর্ব্বত" এবং দক্ষিনে বিন্ধ্যগিরি, ইহার মধ্যে বৃহত্তর আর্য্যাবর্ত্ত। অল্পদিন হইল পাইয়াছি কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের পশ্চিমের অংশের নাম Erz Gebirge. ইহাও আর্য্যবর্ত্ত কথারই অপভ্রংশ আর ঐ পর্ব্বতও বৃহত্তর হিমালয় বা Caucasus পর্ব্বতেরই সমরেখ, অতএব এক অংশ (continuation)। ভারতবর্ষে নর্ম্মদা নদীর উত্তরে যে বিন্ধ্য পর্ব্বত তাহাকে "অবন্তি" অর্থাৎ মালব দেশের পর্ব্বত ও বলা হয় এবং নর্ম্মদার দক্ষিণে যে বিন্ধ্য পর্ব্বত তাহার এক অংশের নাম "মহাদেও" অতএব "রুদ্র" এবং "বীরেশ্বর" অর্থাৎ বীরাচারীদিগের পূজিত দেব, অপর অংশের নাম "মাইকল"—মহাকালী—অতএব "বীরেশ্বরী" "বীরপত্নী"। এখন মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে পারস্থ দেশের দক্ষিণের পর্ব্বতের নাম পাইবেন "কোহরুদ"—রুদ্র পর্ব্বত, গ্রীস দেশের পর্ব্বতের

নাম পাইবেন Pindus—বিন্ধ্য, ইটালীর পর্ব্বতের নাম পাইবেন Aventine—"অবন্তি" পর্ব্বত, স্পেনের উত্তরের পর্ব্বতের নাম পাইবেন Pyrenees—রৈবত্তী। তবেই আমরা বৃহত্তম আর্য্যাবর্ত্ত পাইয়াছি—ইহার পূর্ব্ব সীমা প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর, উত্তর সীমা বৃহত্তম হিমালয় বা বৃহত্তম আর্য্যাবর্ত্ত পর্ব্বত এবং দক্ষিন সীমা বৃহত্তম বিন্ধ্য পর্ব্বত।

৭। কেহ হয়ত বলিবেন "মনুসংহিতায় মুন্সীয়ানার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের চৌহদ্দি লেখা হইয়াছিল :—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

কিন্তু কেবল চৌহদ্দি মিলাইলেই তো মোকদ্দমার ডিক্রী হইবে না, দখলের প্রমাণ কিছু আছে কি ?" আমি বলিতে চাই দখলের প্রামাণও যথেষ্ট আছে ; অদ্য তাহার দুইটী মাত্র উল্লেখ করিব।

(১) এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অষ্ট্রিয়া নামক একটী দেশ আছে। Aust (ri) a কথা বৈবস্বত কথার অপভ্রংশ। যদি না মানেন তবে জিজ্ঞাসা করিব লাটিন ভাষায় Bor—Boreas বলিতে উত্তর এবং Aust—Auster বলিতে দক্ষিণ বুঝায় কেন ? যে কোন অভিধানেই "দিক্‌পাল" শব্দ দেখিলে পাইবেন বুধ উত্তরের দিক্‌পাল এবং বৈবস্বত অর্থাৎ যম দক্ষিণের দিক্‌পাল। Bor কথা Budh (বুধ) কথার অপভ্রংশ এবং Aust কথা Vaivaswata (বৈবস্বত) কথার অপভ্রংশ। অষ্ট্রিয়া

ইটালীর দক্ষিণে নহে অতএব যে বৈবস্বতের নামে অষ্ট্রিয়ার অষ্ট্রিয়া নাম হইয়াছে তিনি যম বৈবস্বত নহেন মনু বৈবস্বত। ক্রীটের রাজা Asterias অর্থাৎ "বৈবস্বত" ই যে ইউরোপের প্রথম রক্ত মাংসের শরীরধারী আর্য্য রাজা তাহা যে কোন Classical Dictionaryতে Europa শব্দ দেখিলেও পাইবেন। অতএব তাঁহারই নামে যে ইউরোপের মধ্য ভাগের নাম অষ্ট্রিয়া হইয়াছে ইহা বোঝা যাইতেছে।

(২) অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম Vienna—বইআন্না। ইহা পইআন্ন—প্রতিষ্ঠান—কথার অপভ্রংশ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বৈবস্বত মনু দিগ্বিজয় করিয়া বিজিত রাজ্যে নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম দিয়াছিলেন "প্রতিষ্ঠান"। এখন যদি তাঁহার দিগ্বিজয় স্বদেশ (United Provinces) এর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল ধরিয়া লই তবে তাঁহার—পশ্চিম দিকে সাগর পর্য্যন্ত—পৃথিবী জয়ের চিহ্ন "প্রতিষ্ঠান" নগরও তাঁহার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যার দক্ষিণে এলাহাবাদে আসিবে। আর যদি প্রকৃতই তিনি পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিজয় করিয়া কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত পর্ব্বত" (Erz Gebirge) দিয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নগরও ঐ Erz Gebirge এর দক্ষিণে Vienna নগরে যাইবে। আর বৈবস্বত মনু যদি কোন ক্রমে একবার Europe এর দ্বারভূত Dardanelles ("দ্বারাবতীন") প্রণালী পার হইয়া থাকেন তবে তাঁহার রাজ্য আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল

একথাই বা অবিশ্বাস করিব কেন ? ঐ মনুর রাজ্যাভিষেক, খুব সম্ভব, ৫১০১ খৃ পূ অব্দে হইয়াছিল। ঐ সময়ে যে ইউরোপের সর্ব্বত্রই "Round barrow" "Long barrow" "Kitchen midden" দ্বারা পরিচিত গুহানিবাসী আমমাংসাদ বর্ব্বরের আবাস ছিল ইহা ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পুথিতেই পাই ; Isaac Taylor, M. A Litt. D., Hon. L. L. D. মহাশয়ের Origin of the Aryans নামক গ্রন্থ হইতে কিছু২ নমুনা উদ্ধার করিতেছি :—

"The Celts must have lived in huts or *pit dwellings*, on the model of which *round barrows* were constructed. In the *long barrows metal is absent*" (See page 79).

"From distant parts of Europe where the remains of the *Iberian race* are found there is evidence that they were occasionally addicted to *cannibalism*." (See page 101.)

"The French anthropologists are inclined to believe that the *ancestors of the Scandinavian race* may be traced still further back, and be identified with the *savages* who peopled Northern Europe in the palæolithic age" (See page 105.)

"In the *kitchen middens of Denmark* we find the refuse of the feast of the *rudest savages* ignorant of agriculture, subsisting mainly upon

shellfish and possessing no domesticated animal except the dog." (See page 131). *

এই বর্ব্বর দিগের মধ্যে কে দিগ্বিজয়ী বৈবস্বত মনুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়াছিল ? যদি পাইতাম ইউরোপে ঐ সময়ে ইজিপ্টের Pharaoh (পৌরব) কিংবা বাবিলনের রাজার মত কোন রাজা ছিলেন তবে তিনি বৈবস্বত মনুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন একথা ধরিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু ইউরোপে কেন ইজিপ্ট ও বাবিলনেও বৈবস্বত মনুর সময়ে

* I owe an apology to Europeans for quoting these remarks. They do not represent my opinion. The Doctor apparently made these remarks in a spirit which in an author of less distinction would be called bravado. In an attempt to do away with the "whilom tyranny of the Sanskritists" (See page 339) he hastily assumes that because the proportion of the breadths to the lengths of the skulls of modern inhabitants of any portion of Europe agrees or almost agrees with that of the skulls of savage people who dwelt in that place in pre-historic times, the latter must be the ancestors of the former. Will any one be justified in holding that an officer of the Convict Settlement in the Andaman Islands is a descendant of the primitive savage who dwelt in those islands, because the cephalic index of the former agrees with the cephatic index of the latter. Will any one hold that an inhabitant of America, speaking one of the European languages, is a descendant of the Red Indian

(৫১০১ খৃ পূ অব্দে) কোন রাজা ছিল না। ইজিপ্টের প্রথম —স্থানীয়—রাজা Pharaoh Narmerza (পৌরব নার্ম্মদেশ) বা Aha (আহ) এবং বাবিলনের প্রথম—স্থানীয়—রাজা A-anni-padda (ঔত্তানপদ্ম) ও খৃ পূ ৬৬০০ অব্দের পূর্ব্বে

---

because the cephalic index of the one agress or nearly agress with that of the other. The principle of 'the survival of the fittest' applies to the human world as well as to the animal world. Savage people, when their number is not considerable, wlll hide themselves in mountain caves or remote forests, on the approach of civilized people and then die a natural death. What the author probably understood and what he ought to have said, is that the countries now inhabited by the races speaking Scandinavian, Iberian and Celtic languages were inhabited by savage people before their advent to those countries. The Ancient History of the Near East by Dr. Hall makes Xisuthros (Vaivaswata Manu of the Rig Veda and the Puranas) the first king of Babylon after the deluge and says "Berossos' mention of the Deluge is not derived from Hebrew sources, as used naturally, to be thought, but is a faithful record of the ancient tradition of his own people, on which the Hebrew legend was founded." (See page 177). So Noa alias Xisuthros was an Emperor and when the Bible says "These are the three sons of Noa and of them was the whole Earth overspread." "These, are the families of the sons of Noa after their generations in their nations : and by these were the nations divided

প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই। অতএব বৈবস্বত মনুর সময়ে পশ্চিম আসিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপ ইহার কুত্রাপি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এমন কোন রাজা ছিলনা।

---

in the Earth after the flood."—we are to understand that Noa, his sons and people conquered and occupied the whole Earth including Elisha or (U) Russia (Eastern Europe) and Western and Central Europe and the islands near Europe—"the Isles of the gentiles." The presence of the mountain and river called Ural on the boundary of Russia shows that Russia, Ural and Elisha are different corruptions of the same name উরার্য্যা (Ur*a*ry*a*) which again was a corruption of the Sanskrit name উদার্য্যা (Ud*a*ry*a*) which meant Northern Aryan land. The Bible also says that when the people of Noa came from the East and conquered Babylon "the whole Earth was of one language and of one speech." "The East" certainly included Persia and India and therefore the "one speech" was Aryan speech. So we are bound to hold that the forefathers of the people speaking the Aryan languages namely Celtic, Iberian, Scandinavian, Teutoinc, Slavonic, Greek and Latin all came over to Europe from the land of the highest peak of the Himalaya or Aryavartha (Ararat) mountain, to which the ark of Xisnthros—Noa—is said to have stuck, and which, as a matter of fact, is directly to the East of Babylon, with the conquering army of Xisuthros-Noa *i. e.* Vaivaswata Manu who, according to the testimony of the Rig Veda and other Sanskrit works, performed

৮। বাবিলনের Cuneiform Tablets এ লিখিত ইতিহাসে পাওয়া গিয়াছে—জলপ্লাবন (Deluge) এর পরের

the Aswamedha sacrifice after conquering the whole world. I do not want to make the peoples of Europe who speak Aryan languages, the descendants of savages whose places of burial and other haunts have been discovered in Europe, as proposed by Dr. Isaac Taylor. I believe they are, like the Bengalis, the descendants of people who from the earliest times lived in the land between the Mahanadi and the Godavari and who even in the age of Granite *i. e.* more than 28000 years ago, at the lowest computation, were Monotheistic Vedantists who could explain the Nebular Theory of the Universe in three couplets, could build sea-going vessels and could and did survey and draw up accurate maps of their country which they revised after every important Geological event. The country in which they lived was called Div, and the very names Teuton, Dutch, Deutsch [of the Divya (k) ata or Land of the Divyas] show that the people bearing those names had brought with them the tradition that their early fore fathers belonged to the Div *i. e.* the land between the Mahanadi and the Godavari—the earthly Paradise. I am not responsible for tracing the descent of the Europeans from savages and cannibals. The credit of doing that is due to European followers of the false science of Craniology whose activities are like those of a man who being envious of the splendid linen of his neighbour, goes to

বাবিলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্রাটের নাম যিসুথঃ * (Xisuthros) ইবেকু (Evechous) ও খমঃ বিরষ (Khomasbelos)। পুরাণে পাওয়া যায় জলপ্লাবনের পরের উত্তর ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্রাট্ বৈবস্বত (মনু), ইক্ষ্বাকু ও অম্বরীষ ; অতএব পাওয়া যাইতেছে :—

যিযুথ, ইবেকু ও খমঃবিরষই
বৈবস্বত, ইক্ষ্বাকু ও অম্বরীষ

এবং বৈবস্বত মনু দিগ্বিজয় করিয়া যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন বাবিলন তাহার মধ্যে একটী। বাবিলনের ঐতিহাসিক *Berossos* বলেন পূর্ব্বোক্ত যিসুথের সময়েই জলপ্লাবন বা Deluge হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক Dr Hall বলেন বাইবেলের জল প্লাবনের কথা বাবিলেনর প্রবাদ হইতে সংগৃহীত এবং যিসুথ ও নু বা নোয়া একই ব্যক্তি। তবেই

---

the workshop of the washerman who washes the clothes of that neighbour and of himself and his friends and deliberately throws sulphuric acid on the heap of clothes in the workshop, with the object of doing injury to that neighbour, ragardless of the harm that he will cause to himself and his own friends. My humble opinion is that *Craniology is not science.*

* বৈবস্বত কথা সহজেই বৈঅস্বত—যিস্বত—যিসুথ হইতে পারে। তারপর যেমন মন্দাকিনী মন্দ্রাকিনী হয়েন তেমনি যিসুথঃ ও Xisuthros হইয়াছেন।

বাইবেলের নোয়া Patriarch বা দলপতির শ্রেণী হইতে সম্রাটের শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছেন এবং তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে—বৈবস্বত (ম)নু। * আর বাইবেলে যে লেখা আছে—নোয়া এবং তাঁহার বংশধরগণ আরারাত পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকটে নৌকা হইতে বাহির বাহির হয়েন এবং ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া বাবিলনে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তথা হইতে যাইয়া মিজরেইম (ইজিপ্ট) কানান (প্যালেষ্টাইন) ইলাইসা [(উ) রাসিয়া—উরার্য্যা—উদার্য্যা অর্থাৎ পূর্ব্ব ইউরোপ] এবং জেন্টাইল (ইন্দুআর্য্য) গণের নিবাস ভূমি ইউরোপের দ্বীপ সকলে উপনিবেশ স্থাপন করেন—ইহার অর্থ সম্রাট্ নোয়া বা বৈবস্বত মনু উত্তর বঙ্গ হইতে যাইয়া সমস্ত পশ্চিম আসিয়া উত্তর আফ্রিকা এবং দ্বীপসহ সমগ্র ইউরোপ জয় করিয়া তথায় নিজের প্রজা ইন্দু (হিন্দু) গণকে স্থাপিত করেন।

৯। উত্তর ভারতের পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিকেই সোমেশ্বর, শিবালিক বা চন্দ্রগিরি নামক আধুনিক পর্ব্বত †

* যাঁহারা আরবী ও পার্সী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন আরবী বর্ণমালায় লিখিলে—নু এবং মনুর মধ্যে তফাৎ বড় কম। পিপীলিকার পদের ন্যায় সূক্ষ্ম প্রথম অক্ষরটীতে একটু কালী বেশী পড়িলেই ভূমি কর্ষণকারী "নু" মহাপরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী রাজবংশের আদি রাজা "মনুতে" পরিণত হয়েন।

† চলন বিলের নদের নাম "হরসাগর-নদ" (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ), রাজপুতনার মরুভূমির নাম "থর (হর) মরুভূমি" (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ), উত্তর পশ্চিম

(Tertiary Rock)—সলমন্ (হরবন্ধ) পর্ব্বত, হিমালয় এবং ত্রৈপুর পর্ব্বতের পাদদেশে বর্ত্তমান আছে। চন্দ্রনাথ পর্ব্বত ইহারই এক অংশ। বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার অংশ বিশেষের নাম সোমতট বা চান্দ্‌পুর এই "সোম" বা "চন্দ্র" পর্ব্বত হইতে হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই পর্ব্বতকে সমুদ্র হইতে উঠিতে দেখিয়াছিলেন। তখন উহা ভিজা ও ক্লেদযুক্ত ছিল তাই উহার নাম দিয়াছিলেন ইন্দু। ইন্দুশব্দ উন্দ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ঐ ধাতুর অর্থ ক্লেদযুক্ত ও ভিজা। হিন্দুস্থানী ভাষার "ওদা" শব্দ এই উন্দ ধাতু হইতে হইয়াছে। ইন্দু পর্ব্বত উত্তর ভারতের তিন দিক দিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল তাই উহার নাম চন্দ্রগিরি বা সোমেশ্বর। এই ইন্দু বা সোমেশ্বর পর্ব্বতের দেশে যাহাদের বাস তাহারা ইন্দু; এই কথার স্বদেশীয় অপভ্রংশ "হিন্দু," স্পেইন দেশের অপভ্রংশ ই (অ) ন্দু—য়ন্তু— "যেন্তু," হিব্রু অপভ্রংশ "জেন্তু"। শেষোক্ত কথার সহিত আর্য্য কথার অপভ্রংশ আলি কথা জুড়িয়া

প্রদেশের আধুনিককালে সমুদ্র হইতে উত্থিত পর্ব্বতের নাম "শিবালিক"—শিব সমুদ্রের আলি (boundary ridge), তাহা হইতে পূর্ব্বে উত্থিত গান্ধার দেশের পর্ব্বতের নাম সলমন্—সরবন্—"হরবন্ধ" অতএব—প্রমথেশ-বন্ধ Binding rock of Prometheus, শিবালিকের গিরিবর্ত্মের নাম "হরদ্বার" এবং আসামের প্রদেশ বিশেষের নাম "শিবসাগর" প্রমাণ দিতেছে যে উত্তর ভারতের সমুদ্রের নাম ছিল "হরসাগর" বা "শিবসাগর"। সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র উঠিয়া শিবের মস্তক-ভূষণ হওয়ার কথার অর্থ ভৌসঙ্কোচিক (Geological) ব্যাপারে শিবসাগরের মাথায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ইন্দু বা শিবালিক পর্ব্বত উঠা।

হিব্রু "জেন্তাইল" (Gentile) কথা হইয়াছে। আবার ঐ gentile কথার পর man শব্দ জুড়িয়া ইংরাজি gentleman কথা এবং Latin ভাষার homo শব্দ জুড়িয়া ফরাসি Gentil-homme কথা হইয়াছে। প্রথম কথার man শব্দ মানভূমে বাসের চিহ্ন। দ্বিতীয় কথার মনুষ্যার্থক homme—homo শব্দ উপনিষদের "সৌম্য" শব্দের অপভ্রংশ, উহার অর্থ সোমেশ্বর পর্ব্বতের দেশের লোক। ইন্দু দেশের লোক যেমন "ইন্দু" তেমনি "ঐন্দব"। ঐ ঐন্দব গ্রীক ভাষায় Anthropos হইয়াছে, ঐ কথার অর্থ ও মানুষ। Homo, homme এবং anthropos কথা প্রমাণ দিতেছে ইটালীর লোক ফ্রান্সের লোক এবং গ্রীসের লোক পূর্ব্বে সোমেশ্বর পর্ব্বতের দেশে—উত্তর ভারতে বাস করিতেন। Gentleman কথা প্রমাণ দিতেছে ঐ কথা ব্যবহারকারী ভদ্রলোকদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইন্দুর (হিন্দুর) দেশে আর্য্যা নদীর তীরে এবং তাহার পূর্ব্বে মানভূমে বাস করিতেন। Gentilhomme কথা প্রমাণ দিতেছে ঐ কথা ব্যবহারকারীর পূর্ব্বপুরুষও ইন্দুর দেশে আর্য্যা নদীর তীরে সোমেশ্বর পর্ব্বতের পাদদেশে বাস করিতেন।

১০। বাবিলন বিজেতা Sumerian গণ যে ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছেন এ বিষয়ের প্রমাণ এই খণ্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাবের ৮ পারাতে উল্লিখিত হইয়াছে। Sumerian গণের "সুমেরিয়ান" এই নাম কেন হইল? উত্তর অতি সহজ। সুমেরিয়ানগণ জল প্লাবন ও মৎস্যাবতার (Oannes—Vonnes—Vihne—Vishnu)র কথা লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে গিয়াছিলেন অতএব

তাঁহারা দ্রবিড় অথবা মানভূম হইতে সোজাসুজি বাবিলনে যান নাই—জল প্লাবনের দেশ উত্তর ভারত হইয়া (via Northern India) গিয়াছেন। অতএব সুমেরিয়—সৌমার্-ই-অ অর্থ সৌম্যার্য্য—সোমেশ্বর পর্ব্বতের দেশের আর্য্যা নদীর তীরবাসী। বাবিলনের ঐতিহাসিক Berossos স্বয়ং বলিয়াছেন Oannes বা Manfish এর আবির্ভাবের স্থান Indian sea এবং তথা হইতেই বলিলেন সভ্যতা গিয়াছে। অতএব বাবিলনে যাহারা সভ্যতা লইয়া গিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই সৌম্য এবং আর্য্য। যে সৌম্য সেই চান্দ্র (Chaldean).

১১। পুরাণে পাই বৈবস্বত মনুর নৌকা "নিখিলজীব-নিকেতকায়" "ক্ষৌণীময়মৎস্য" অর্থাৎ জীব সমূহের আশ্রয়ভূত মাটীর মাছ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৭।১২) বা "মহীময়ীনৌঃ" অর্থাৎ মাটির "নৌকা" (শ্রীমদ্ভাগতবত ১।৩।১৫)। উহা হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকটে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রের মধ্যে সহসা প্রাদুর্ভূত প্রকাণ্ড মাটীর নৌকা বা দেশব্যাপী মাটীর মৎস্য—Geological action এ উত্থিত দ্বীপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবেই বাইবেলের কথায় এবং পুরাণের কথায় মিলিয়া যাইতেছে এবং বৈবস্বত মনু হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকটস্থ জল-পইগুড়ী জেলায় একটী স্বতঃ পরিবর্দ্ধমান দ্বীপে উঠিয়া সমস্ত দেশব্যাপী জল প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—সাব্যস্ত হইতেছে। বাইবেল ও বাবিলনের ইতিহাসের মতে তিনিই দিগ্বিজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আমি

বলি ইক্ষাকুর পিতা দিগ্বিজয়কারী সম্রাটের নাম ও বৈবস্বত মনু, কিন্তু তিনি ঐ নামের দ্বিতীয় ব্যক্তি। জলপ্লাবন এবং প্রথম বৈবস্বত মনুর আত্মরক্ষা ৫৫০১ খৃ পূ অব্দে হইয়াছিল—ইহাই আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক পাদ্রী মহাশয় দিগের কথিত বরাহ কল্পে বিশ্ব সৃষ্টি বা Creation of the world এর তারিখ। এই "world" অন্য কোন world নহে হিমালয়ের পাদদেশস্থিত মৎস্যদেশ বা জলপইগুড়ী জেলা—* ক্ষৌণীময় নিখিলজীবনিকেতকায় মৎস্য। ইহার সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠাই ঐদেশের বিশ্বসৃষ্টি। এইটী ত্রেতা যুগের অন্ত অতএব দ্বাপর যুগের প্রারম্ভের কথা। ইক্ষ্বাকুর পিতা দ্বিতীয়, বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব সন্ধ্যাবিবর্জ্জিত দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ পাওয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার রাজ্যাভিষেক ও বিশ্ববিজয়ের আরম্ভের কাল ৫১০১ খৃ পূ অব্দ ধরিয়া লইয়াছি।

১২। বাবিলনের ইতিহাসে পাই ঐ দেশের প্রাচীনতম নগরের নাম Ur। এই কথা Ourh হইতে পৃথক্ নহে। আমাদের অযোধ্যার সংক্ষেপ নাম Oudh ও Ourh একই কথা। সম্ভবতঃ ইক্ষ্বাকু কিংবা তাঁহার পিতা নিজের প্রাচীন রাজধানী

---

* এই জলপইগুড়ী জেলাই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কোচবিহার জেলা হইয়াছে। তাই Quarterly Oriental Magazine (December 1824) Vol II, p 190, fist foot note এ পাওয়া যায় ঐ তিন জেলাই মৎস্য দেশ। See Wilson's Vishnu Purana Vol II page 157 fn 6.

অযোধ্যার নাম দিয়া এই Oudh অর্থাৎ Ur নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। মিশরে Bubastis নামে একটী নগরী আছে। অভিধানে সম্ভবত ইহারই উল্লেখ আছে "বিবস্বতী—সূর্য্যনগরী"। বৈবস্বত মনু বা মু মিশর জয় করিয়াছিলেন একথা বাইবেল হইতে পাইতেছি। সম্ভবত তিনি নিজের পিতার নাম দিয়া এই নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর মেম্‌ফিস্ (মানবী) নগরী মনু কর্ত্তৃক স্থাপিত এ কথা ইজিপ্টের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

১৩। Euhemeros এর কথা, বাবিলনের ইতিহাস ও বাইবেল মিলাইয়া যখন পাইতেছি সম্রাট্ যিস্থুথ বা মু অর্থাৎ বৈবস্বত মনু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদে ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও যখন পাইতেছি বৈবস্বত মনু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন তখন ভিয়েনা নগর বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক স্থাপিত একথা উড়িয়া যাইবে কেন?

১৪। অপর পক্ষের হাতে কি তাস আছে তাহা যখন টের পাইয়াছি তখন আর ফিক্রুর তাড়ায় ভুলিব না। এই খণ্ডের প্রথম প্রস্তাবে পাইবেন Cambridge History of India যে প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া Hungary হইতে আর্য্যদিগকে ভারতবর্ষে আনিতে চাহেন তাহা দ্বারা সর্পকেও চতুষ্পদ সাব্যস্ত করা যায়। আমি সেইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়াও দেখাইতে পারিব শুধু Vienna র নাম প্রতিষ্ঠান নহে, Berlin এর প্রকৃত নাম "বয়ালিয়ান"—"নব-বামা-আর্য্যা" পুরী, রাইণ

নদীর তীরস্থ Cologne ওরফে Deitz এর নাম "দিব্যকটপুর", Dover নগরের নাম "দ্বারপালপুর", Switzerland এর Bern নগরের নাম "বৈশালীন" "নব বৈশালী" এবং Neuchatel হ্রদের তীরের নগরের নাম "নবকুশস্থলী"। শেষোক্ত নগরদ্বয় ইন্দুস্থানের কোন রাজা কোন তারিখে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও আমি বলিয়া দিতে পারিব।

১৫। তারপর পুনরায় ভাষার কথা। বাইবেল বলেন বৈবস্বত মনু বা নু যখন পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া বাবিলন বিজয় করেন তখন "পৃথিবীর" সমস্ত অধিবাসী এক ভাষায় কথা কহিত। পূর্ব্বদিকের এই "পৃথিবী" পারস্য দেশ ও ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব বাইবেল বর্ণিত "এক ভাষা" আর্য্য ভাষা। Tigris ও Euphrates নদীর মধ্যে ভাষার পার্থক্যের জন্য বিভ্রাট উপস্থিত হয় এবং Noaর লোকজন বাবিলন হইতে যাইয়া মিজরেইম (ইজিপ্ট) ইলাইসা (রুসিয়া) এবং জেন্তাইল বা ইন্দু আর্য্যগণের নিবাসভূত ইউরোপের দ্বীপ সমূহ অধিকার করেন। ঐ দ্বীপ সমুহের নাম হইতেছে:—

(১) ক্রীট (Candia-স্কন্দিয়া),
রোড্‌স (Rhodes—Rhea devi—
আর্য্যাদেবী),
সাইপ্রাস (Cyprus—Kamapriya—
কামপ্রিয়া),

(২) স্কান্দিনেবিয়া (স্কন্দনবীয়),
নরওয়ে (নব আর্য্যা),
নবজেমলা Nava Zymri—Nava Cymri—
Nava Cambria (নবকামপ্রিয়া),

(৩) স্কটলণ্ড (স্কন্দলণ্ড),
আয়ারলণ্ড (আর্য্যালণ্ড),
ইংলণ্ড সহ ওয়েলস বা ক্যামব্রিয়া (কামপ্রিয়া)

(৪) সার্দিনিয়া (স্কন্দনব),
বালিয়ারিক (বালা আর্য্যা),
এতনা (রতিনব) পর্ব্বত সমন্বিত সিসিলী,

(৫) বালকান (উপ) দ্বীপ—(বালস্কন্দ),
আর্য্যাণক—রাইণ † লণ্ড (আর্য্যানব), ** •
ফিন্‌লণ্ড—ভিন্না (Venus) লণ্ড (পরিত্যক্তা
কামপ্রিয়া)।

† যে কোন Etymological Dictionary তে পাইবেন Rhine ও Rhone এই নাম তুইটি "আর্য্যা" শব্দের ন্যায় সংস্কৃত ঋ (to flow) এই ধাতু হইতে হইয়াছে। Rhine এর নামান্তর Aare—আর্য্যা।

** ইহার পূর্ব্ব ভাগের নাম প্র-আর্য্যণ Pomerania, প্র-আর্য্যা—Prussia. রাজ তরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এই "আর্য্যাণক" দেশের উল্লেখ আছে। Rhine ও Rhone অর্থাৎ তুইটি "আর্য্যাণ" নদীর দেশের নাম সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদস্তম্ভলিপিতে—"আর্জ্জুনায়ন"

বাইবেলে এই পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের নাম Isles of the Gentiles এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের নাম "পঞ্চ কর্পট।" কর্পট কথা বিক্ষেপার্থক কৃ ধাতু হইতে হইয়াছে। উহার অর্থ দ্বীপ। মধ্য ইউরোপের পর্ব্বতের Carpat (h) ian—"কার্পট" এই নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং ইহার অর্থ—দ্বীপের পর্ব্বত। ইউরোপের অধিকাংশই যে দ্বীপ ছিল একথা Herodotus শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারেন নাই (Bk IV, 45)। যিনি ঐ পর্ব্বতের, রাইণ ও রোণ নদীর, এবং ইউরোপের মধ্য ও পার্শ্বস্থ দ্বীপ সমূহের নামকরণ করিয়াছিলেন তিনি যে সংস্কৃত ভাষী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর তিনি যে বঙ্গদেশের দেবতা স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) আর্য্যা (দুর্গা বা গৌরী) এবং কামপ্রিয়া (কামাখ্যা) দেবীর পূজক ছিলেন তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই।*

—আর্য্যাণায়ন। ঐ শিলালিপিতে Prussia বা Pomeraniaর নাম "প্রার্জ্জুন" অর্থাৎ প্রার্য্যাণ। Schmitzএর History of Rome এ পাইবেন (৭ পৃষ্ঠা) Rhone নদীর পূর্ব্বদিকে Tiber হইতে Raetian Alps পর্য্যন্ত বিস্তৃত Etruscan দিগের দেশের নাম "Rasena", ইহাও "আর্য্যাণ" কথার অপভ্রংশ।

* পরবর্ত্তীকালে গ্রীস, ইটালি ও মধ্য ইউরোপ অর্থাৎ Scythiaতে (Herodotus BK IV, 59 দ্রষ্টব্য) এই তিন দেবতার পূজা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও আমার কথাই সমর্থিত হইতেছে। স্কন্দের পরবর্ত্তী নাম Attis (আত্তিঃ)। অত্তা এবং আর্য্যা কথা একার্থবোধক। অত্তার

বাইবেলের Noaর বংশধরগণের Mizraim, Canaan প্রভৃতি অধিকাংশ নামই যে দেশের নাম ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার তিন পুত্রের নাম ঃ—

Shem, Japhet ও Ham.

Shem কথা Schemd—Skand—"স্কন্দ" কথার অপভ্রংশ। "কৃষ্ণ চরিত্র বা Science of Religion" গ্রন্থে দেখাইয়াছি—রাজশাহী জেলার ও মালদহ জেলার কতক অংশ "স্কন্দদ্বীপ" নামে অভিহিত হইত। Shem কথা তবে ঐ দ্বীপের নাম। Japhet কথা জলপতি কথার অপভ্রংশ। জলপাইগুড়ী জেলা "জলপতি গৌরী" * দ্বীপের স্থলবর্ত্তী। তবেই Japhet ঐ দ্বীপের নাম। Ham (হাম) কথা 'কাম' কথার রূপান্তর উহা কামরূপ দ্বীপের নামের অপভ্রংশ। Euhemeros বলিতেন Panchaia দেশ পূর্ব্ব সমুদ্রের তিনটি দ্বীপের সমষ্টি; বঙ্গদেশের যে তিনটি দ্বীপের নামে ইউরোপের পঞ্চদ্বীপপুঞ্জের নাম হইয়াছে তাহা-দিগকেও পাওয়া গিয়াছে। এখন বোধ হয় সমগ্র বঙ্গদেশের

পুত্রই আত্তি। আর্য্যার পরবর্ত্তী নাম Rhea এবং কাম প্রিয়ার পরবর্ত্তী নাম Aphrodite (অপরাজিতা) বা Venus (ভিন্না—পরিত্যক্তা)। মৎপ্রণীত Science of Religion Part II তে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

* জল পঞ্চভূতের একভূত। উহাকে মন্থন করা যায় অতএব উহা প্রমথ। অতএব জলপতি = ভূতপতি = প্রমথেশ = শিব।

(আর্য্যাচক্রের) অধীশ্বর বৈবস্বত মনুই যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া দ্বীপসহ সমগ্র ইউরোপ বিজয় করিয়া নিজের দেশের তিনটি দ্বীপের নাম অনুসারে ইউরোপের দ্বীপসমূহের নামকরণ করিয়াছিলেন একথা কেহ হটাৎ ফেলিয়া দিতে চাহিবেন না। কারণ বাইবেলেও যে কথা, ঋগ্বেদে ও পুরাণেও সেই কথা, স্থানীয় তদন্তেও সেই কথা—পাওয়া যাইতেছে এবং Euhemeros ও সেই কথারই সমর্থন করিতেছেন।

১৬। Dr Hall এর ইতিহাসে পাই Sumerian গণ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস নদীর দোয়াবের মধ্যে নিরক্ষর, প্রস্তরাস্ত্রব্যবহারকারী, গৃহহীন, অসভ্য, সেমিটিক ভাষাভাষী বর্ব্বরগণকে দেখিতে পান। Sumerian গণ তাঁহাদের ভারতবর্ষ হইতে আনীত ভাষা ও বর্ণমালার সাহায্যে সেমাইট দিগকে একটু সভ্য করার পর ঐ সেমাইটগণ স্থমেরীয়গণের আনীত বর্ণমালার অনুকরণে সেমিটিক ভাষার উপযোগী বর্ণমালার প্রবর্ত্তন করে। তাহার কয়েক শতাব্দী পরে দেখা যায় স্থমেরীয়দিগের উপনিবেশের উত্তরে Accad (বশাতি *) নামক সেমিটিক ভাষাভাষী লোক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহারই নাম Assyrian Empire.

১৭। আরও আমরা পাই মিজরেইম (মিসরের) একমাত্র নদীর নাম "নীল," প্রচুর গ্রাণাইট পাথরের প্রাপ্তিস্থানের নাম

* বশাতি কথা সংস্কৃত, উহার অর্থ স্বাধীন—আরবী আজাদ।

"অশ্মন্", স্থানীয় প্রথম রাজার উপাধি—মন্নু (Mena) এবং নার্ম্মদেশ (Narmerza), নাম—"আহ" (Aha—the Striker)। ইলাইসা (Elisha—Russia) কথা সংস্কৃত "উদার্য্যা"কথার অপভ্রংশ এবং ইউরোপের দ্বীপগুলির নাম বঙ্গদেশে পূজিত (১) স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় (২) আর্য্যা বা দুর্গা এবং (৩) কামাখ্যা বা কামপ্রিয়া দেবীর সংস্কৃত নাম। তবেই বুঝিতে হইবে বাবিলনে ভাষা বিভ্রাট বা Confusion of tonguesএর অর্থ আর্য্যভাষাভাষীর বিজাতীয় ভাষাভাষীর সহিত প্রথম বিরক্তি-কর সংঘর্ষ, এবং বাবিলন বা বাবেল কথা যে "বাবরু" কথা হইতে হইয়াছে তাহা "বাবদূক" (কুৎসিত ভাষাভাষী) কথার অপভ্রংশ, এবং Land of Babel অর্থ কুৎসিত সেমিটিকভাষা-ভাষীর দেশ। বাইবেলের কথা হইতে কেহই হয়ত নির্দ্ধারণ করেন নাই যে নোয়া বা Xisuthros রাজার লোকজন ইউফ্রেটীস নদীর তীরে আসিয়া মাতৃভাষা ভুলিয়া বিজাতীয় ভাষায় আবোল তাবোল বকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাগল ও যে আবোল তাবোল বলে তাহাও তো মাতৃভাষাতেই বলে। তবেই নোয়ার লোকজন যে ভাষা লইয়া ইউফ্রেটীস নদীর তীরে আসিয়াছিল তাহাও আর্য্যভাষা, যে ভাষা লইয়া ইউরোপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে গিয়াছিল তাহাও আর্য্য ভাষা। সেই ভাষার প্রাকৃত সকল এখনও ঐ সব দেশে কথিত হয়। তবে আর্য্য ভাষা ইউরোপে কোথা হইতে আসিল তাহা লইয়া এত জল্পনা কল্পনা কেন? আর ইজিপ্টের প্রথম উপনিবেশস্থাপনকারী গণ

এবং প্রথম, স্থানীয়, রাজা যে আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন তাহাও ঐ দেশের নদীর "নীল" এই সংস্কৃত নাম, প্রস্তরপ্রাপ্তিস্থানের 'অশ্মন্' এই সংস্কৃত নাম এবং রাজার "মনু নার্ম্মদেশ" উপাধিযুক্ত "আহ" এই সংস্কৃত নাম হইতে পাইয়াছেন। তবে "ইজিপ্ট" (আগুপ্তঃ—সমন্তাৎ রক্ষিতঃ) এই সংস্কৃত নামযুক্ত দেশ—গৃহহীন নিরক্ষর প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহারকারী বর্ব্বর,—আর্য্যভাষাভাষী সুমেরীয়গণপ্রযুক্ত "বাবদূক" * [বাবিলন] নাম এখনও যাহাদের পরবর্ত্তী কালের গৌরবের রাজধানীর গায়ে লেখা আছে—সেই Semites হইতে তাহার সভ্যতা পাইয়াছে না যাহাদের বংশধরেরা ঐতিহাসিকগণের স্বীকার উক্তি মতেই এখনও "backwater of barbarism" এ আছে (See Ancient History of the Near East by Dr. Hall. Page 95) এবং আর্য্যভাষাভাষী মিশর বিজয় কারী গণের প্রদত্ত "ম্লেচ্ছ" †—Melukhkha (See A. H. Page 187) নাম এখনও যাহাদের পরিচয় দেয় সেই Nubian দিগের নিকট তাহার সভ্যতা পাইয়াছে ?—এই প্রশ্ন গম্ভীর ভাবে আলো চিত হয় কেন ? বাইবেল তো স্পষ্টই বলিয়াছেন নোয়া বা রাজা

* "বাবদূক—Talking much, gabbling, prattling," Wilson's Dictionary.

† "ম্লেচ্ছ"—of "indistinct or barbarous speech." From the root "ম্লেচ্ছ to speak inarticulately." Wilson's Dictionary.

Xisuthros এর সময়ে পৃথিবীতে একটী* মাত্র ভাষা ছিল তাহা East অর্থাৎ Persia ও ভারতবর্ষের ভাষা এবং সেই ভাষাভাষী লোকই মিশর জয় করিয়াছিল। আসল কথা হইতেছে কোন লোক যদি বদ্ধমূল একটা সংস্কার লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে তবে অনেক অদ্ভুত তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারে, কেবল পারে না প্রকৃত তত্ত্বটী উদ্ধার করিতে। ট এ আকার দিলে টা হয় ইহাও সে জানে ক এ আকার দিলে কা হয় ইহাও সে জানে কিন্তু ঐ দুইটী একত্র রাখিলে যে "টেহা" হয় ইহা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না।

১৮। তার পর বর্ণ মালার কথা। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ছবি আঁকা হইতে বর্ণ মালা উদ্ভাবিত হইয়াছে—এই ধারণা কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং জল্পনা চলিতেছে—ক অক্ষর কি কুঠারের ছবি না কুণ্ডলী পাকান কৃমির ছবি? খ কি খড়্গের ছবি না আকাশের ছবি? ইত্যাদি! আপনারা যদি বিরক্ত না হন তবে আমি একটা গল্প বলিব—পাড়াগেঁয়ে দুই বন্ধু সহরে আসিয়া প্রথম দোতালা তেতালা পাকা বাড়ী দেখিলেন। তেতালার কানিশের নীচের কারুকার্য্য ও চিত্র দেখিয়া তাঁহাদের বড়ই বিস্ময় উপস্থিত হইল—এত উর্দ্ধে ঐ কারুকার্য্য কিরূপে করা হইয়াছে? একবন্ধু বলিলেন বাড়ীটাকে নীচে নামাইয়া কারুকার্য্য

* অলিখিত ভাষা ভাষাই নহে উহা "prattling," "gabbling" or "inarticulate noise, তাই বাইবেলে নোয়ার সময়ের Semitic ভাষা ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

করিয়া তবে উহা পুনরায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ? অপর বন্ধু বলিলেন তাহা নয়, নীচে থাকিতেই কারুকার্য্য শেষ করিয়া একে বারে বাড়ীটাকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদা বাড়ী তৈয়ারী হইতে দেখে তাহাদের এইরূপ কোন মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের লোক সর্ব্বদাই নূতন নূতন বর্ণমালা উদ্ভাবিত হইতে দেখে অতএব তাহাদের নিকট কুঠার ও কৃমির এবং খড়্গ ও আকাশের বিবাদ হাস্যজনক। প্রত্যেক সহরেই দেখি এক ধোপা বহু লোকের কাপড় কাচে। একজন কামিনী বাবুর কাপড়ে।, খগেন্দ্র বাবুর কাপড়ে :, এবং গণেশ বাবুর কাপড়ে ॥, এইরূপ চিহ্ন দেয়। অপর একজন কৈলাস বাবুর কাপড়ে ×, খড়্গেশ্বর বাবুর কাপড়ে ।০, এবং গিরীন্দ্রবাবুর কাপড়ে △, এইরূপ চিহ্ন দেয়—অর্থাৎ প্রত্যেক ধোপা ই তাহার নিজের সুবিধামত এক একটী Conventional Alphabet বা বর্ণমালা সৃষ্টি করে। এই সব চিহ্নে কামিনী বাবুর কিংবা গিরীন্দ্র বাবুর চেহারার কোনই পরিচয় পাইবার আশা নাই। ২৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা Nebular Theory of the Universe তিনটী মাত্র শ্লোকে লিখিয়া দিতে পারিত তাহারা যে সহরের প্রত্যেক ধোপা যাহা করিতে পারে তাহা করিতে পারে নাই এই রূপ কল্পনাকে আমি পূর্ব্বোক্ত পাড়াগেঁয়ে বন্ধুদ্বয়ের কল্পনার সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিতে চাই।

১৯। প্রশ্ন হইবে যদি সুমেরীয়গণ সৌম্য দেশের আর্য্যা-তীর অর্থাৎ ইন্দুস্থান হইতে বহুসংযুক্তবর্ণসম্বলিত লিখন প্রণালী

লইয়া পশ্চিম আসিয়ায় গিয়া থাকেন * এবং ইজিপ্টে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন কারীগণ ও যদি সেই সুমেরীয়গণ হইতে অভিন্ন হয়েন † এবং তাঁহারাও যদি ইন্দুস্থান হইতেই বর্ণ লিখন প্রণালী ইজিপ্টে লইয়া গিয়া থাকেন তবে ইজিপ্টে "হাই এ রোগ্লিফ" বা "ছবি দ্বারা লিখন প্রণালীর" এত প্রসার হইল কিরূপে ? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই লিখন সকল সময়েই মনোভাব প্রকাশ করিবার উপায় নহে, কখনও কখনও উহা মনোভাব গোপন করিবার উপায়। বর্ত্তমান সময়ে Cipher Code দ্বারা লিখন ইহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাঁহারা মসজিদের দ্বারের উপরের আরবী ভাষার শিলালিপি পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ঐ লিপি যাহাতে সাধারণ লোক না পড়িতে পারে তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইত। সাধারণ লোকের নিকট উহা ছবির মত দেখায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা উহা হইতে মসজিদ নির্ম্মাণকারীর নাম, মসজিদ নির্ম্মাণের তারিখ এবং সেই সময়কার রাজার নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। আর উহার মধ্যে লেখা থাকে "মর্ত্ত্যলোকে যে শ্রীভগবানের উপাসনার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবে পরলোকে

---

* "When we first meet with them in the 4th Millenium B C., they (the Sumeriaus) are already a metal-using people living in great populous cities and possessing a complicated system of writing" Page 172 Ancient History of the Near East by Dr. Hall "It was in the Indian home"..........that "their writing may have been invented" Page 174 A. H. by Dr. Hall.

† বাইবেল হইতেই পাই উহারা অভিন্ন।

শ্রীভগবান তাহার জন্য ৭০টা গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।"
ইহাই আরবী শিলালিপি পড়িবার Cipher code

২০। আরবী ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃতে আসি। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে একটী শিব মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভের গোড়ায় একটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপিটা এই (শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ রায় বাহাদুর প্রণীত "গৌড়রাজমালা" ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য):—

দুর্ব্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবিযস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

"আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমণীয়শত্রু-দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘটা বর্ষে ইন্দুমৌলির এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন"।

শিলালিপি দেখিয়া প্রথমে জানা যাইবে রাজার নাম আর জানা যাইবে তারিখ। কৈ আপনারা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই শ্লোক এবং তাহার বঙ্গানুবাদ হইতে জানিতে পারিলেন কি রাজার নাম কি ছিল এবং মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ কি? চন্দ মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন "কুঞ্জরঘটার" পরিবর্ত্তে ৮৮৮ পড়িতে হইবে। কেন? শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত এই

সুললিত শ্লোকের রচনাকারী কি ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক কয়টীও লিখিতে জানিতেন না? জানিতেন নিশ্চয়—তবে ৮৮৮ লিখিলে রাস্তার মুটে মজুরও পড়িতে পারিত। কবির উদ্দেশ্য—পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ তাঁহার কথা না বোঝে। অতএব আপনাদিগকে একটী Cipher code এর আশ্রয় তিনি লইতে বলিয়াছেন—

চন্দ্র বলিলে ১ বুঝিতে হইবে,

পক্ষ বলিলে ২ বুঝিতে হইবে,

গজ বা কুঞ্জর বলিলে ৮ বুঝিতে হইবে ইত্যাদি। তেমনি ইজিপ্টে ও Cipher code প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে কোন ছবি দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে তাহা লেখা ছিল। যে সেই Cipher code জানিত সে হাইএরোগ্লিফ লেখা পড়িতে পারিত যে জানিত না সে পড়িতে পারিত না। রাস্তার মুটে মজুব লেখা পড়িয়া বুঝিতে না পারিল তো কি ক্ষতি হইল?

২১। বোধ হয় আপনারা বলিবেন "একে চন্দ্র দুইএ পক্ষ" এতো সহজেই ধরা যায়, ইজিপ্টের হাইএরোগ্লিফ এতই জটিল যে নিতান্ত নাচার না হইলে ঐরূপ জটিলতার মধ্যে কেহ যাইত না। আচ্ছা, আমি যে শ্লোকের কথা বলিতেছি তাহার মধ্যেই যদি হাইএরোগ্লিফ হইতেও অধিক জটিলতা দেখাইতে পারি? হাইএ-রোগ্লিফ তো প্রায় সবই পড়া সম্ভব এবং পড়া গিয়াছে। কিন্তু যে Cipher এ বাণগড় লিপিতে রাজার নাম লেখা হইয়াছে তাহা তো এখনও ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় ও ধরা পড়ে নাই। গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায়

পাই "৮৮৮ শকাব্দায় বরেন্দ্র মণ্ডলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকারী" "কাম্বোজান্বয়জ গৌড় পতির" "নাম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে"। আমি নামটা বাহির করিয়া দিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই "কলাম্বাসের ডিমের" গল্প আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কলাম্বাস আমেরিকা অবিষ্কার করার পর নাকি তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার অসাক্ষাতে বলিয়াছিলেন—'ও আর কি বেশী কথা হইল আমরাও জাহাজে চড়িয়া ক্রমাগত পশ্চিম দিকে গেলে আমেরিকায় পঁহুছিতে পারিতাম।' কলাম্বাস এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন বন্ধুদিগকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ও একটা ডিম হাতে লইয়া বলিলেন "আপনাদের মধ্যে কেহ কি এই ডিমটাকে খাড়াভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে পারেন?" সকলেই চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই পারিলেন না। তখন কলাম্বাস এক টোকা দিয়া ডিমকটীকে খাড়া ভাবে টেবিলের উপরে রাখিয়া দিলেন। বন্ধুগণ বিরক্তি প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন ডিম ভাঙ্গিতে পারিবেন না একথা তো আমি বলি নাই, আপনারা ইচ্ছা করিলেই আমার মত ডিমটী ভাঙ্গিয়া খাড়া করিয়া রাখিতে পারিতেন। এ অতি সোজা কাজ কিন্তু কেহ তো তাহা করেন নাই"।

২২। শ্লোকটী আরম্ভ হইয়াছে "দুর্ব্বারারি" কথা লইয়া। পৃথিবীতে যত অরি আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বার কে? কাম দেব। তাঁহার "প্রমথন" করিয়াছেন কে? শিবঠাকুর। 'মার্গণ' কথার যাচক ভিন্ন অন্য কোন অর্থ আছে? হাঁ মার্গণ অর্থ বাণ।

গুণ কথার— দোষ নহে—এই অর্থ ভিন্ন আর কোন অর্থ আছে ? হাঁ আছে গুণ অর্থ ধনুগু´ণ, গুণ অর্থ "সংসার" বা "ভবযন্ত্রনা" দায়ক সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এখন দেব দেবীর ধ্যানমালা নামক Cipher code খুলুন। তাহার মধ্যে বাণেশ্বরের ধ্যান এইরূপ আছে ঃ—প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভুং।

কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং।

শৃঙ্গারাদিরসোল্লাঘং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরং ॥

"সদানন্দময়, শক্তিযুক্ত, মহাদীপ্তিশালী, কামবধার্থ বাণযুক্ত, (গুণত্রয়জাত) সংসারবন্ধনকে দহন করিতে সক্ষম (অর্থাৎ মুক্তিদাতা), শৃঙ্গারাদি রসবিমুক্ত পরেমেশ্বর বাণ নামক দেবকে ধ্যান করিবে।" ইহাতে পাইলাম বাণেশ্বর শিব বাণ ও ধনুগু´ণ হাতে করিয়া—দুর্ব্বাররিপু যে কাম তাহাকে বিনাশ করেন এবং তাঁহার নিকট যে মুক্তির নিমিত্ত যাচক হয় তাহার সত্ব, রজঃ ও তমো গুণকে গ্রাস করিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। এই দুই কথাই বাণগড় লিপির প্রথম চরণে আছে। অতএব প্রথম চরণ "বাণেশ্বরকে" বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় চরণে তেন কথার পরে "(বাণেশ্বরেণ)" পড়ুন শ্লোকটীতে পাইবেন—

ঐ মন্দির নির্ম্মাণকারী রাজা বাণেশ্বর
মহা যোদ্ধা, শিব ঠাকুরের মত তাঁহার
যশ, তাঁহারই মত তিনি দাতা।

অতএব বাণগড় শিলালিপিতে রাজার নাম আছে সে নাম ঃ—

"বাণেশ্বর"

২৩। পালরাজাদের ইতিহাস মিলাইয়া দেখা গিয়াছে এই বাণেশ্বর প্রথম মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত নরপতি ৯৬৬ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব এই ৮৮৮ অঙ্ক শকাব্দ না হইয়া পারে না। শকাব্দায় তারিখ দেওয়া শিলালিপি Cambodia (কাম্বোডিয়া) তে অনেক পাওয়া গিয়াছে। চীন দেশের ইতিহাস (Ency : Brit : 9th Edition. Art Camboja দ্রষ্টব্য) আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে—৭৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে শ্যামদেশ বা অন্য কোথাও হইতে এক রাজা আসিয়া Cambodia অধিকার করেন, তিনি এক নূতন রাজবংশের স্থাপয়িতা (তিনিই তবে নূতন শাক প্রবর্ত্তন করেন B), তাঁহার চতুর্থ বংশধর দিগ্বিজয় করিয়া "দ্বীপপতি" অর্থাৎ সপ্তদ্বীপপতি হয়েন। অতএব পাইতেছি ঃ—

শালিবাহন

কাম্বোডিয়ার রাজা এবং তাঁহার চতুর্থ বংশধরই সম্ভবত ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া শালিবাহনাব্দ এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। রাজা বাণেশ্বর কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া কাম্বোডিয়া দেশের শালিবাহনাব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,অতএব বাণেশ্বরের দেশ ফরাসী পণ্ডিত ফুসে কথিত তিব্বত বা কালিদাস কর্ত্তৃক উল্লিখিত

কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমের কাম্বোজ নহে ; উহা যে চীন দেশের দক্ষিণস্থ কাম্বোডিয়া বা মহাচম্পা এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

২৪। এতদিন—শালিবাহন কে—এবং কোথায় তাঁহার বাস ছিল—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া—কুষাণ দলপতি কনিষ্ক কিংবা তাঁহার বংশধরদিগের অধিকার যদিও মথুরার পূর্ব্ব দিকে আইসে নাই তথাপি শকাব্দা ঐ কুষাণ দলপতিরই প্রবর্ত্তিত এবং যবদ্বীপ বাসীরা wireless telegraphy তে তাঁহার প্রভুত্বের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের দেশের রাজা স্বীকার করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিল—এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছিলাম। এখন পাইতেছি শালিবাহন কাল্পনিক নরপতি নহেন ; কাম্বোডিয়ার নূতনরাজবংশ প্রবর্ত্তক পরাক্রান্ত রাজা।

২৫। ইহাতেও একটু গোল থাকিয়া গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দে সম্বৎ প্রবর্ত্তন করেন ; তাহার পূর্ব্বে নাকি উজ্জয়িনীতেও "শক" রাজার রাজত্ব ছিল। বিক্রমাদিত্যকে না হয় উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা ফাক আছে তাহা কিরূপে পূরণ করা যাইবে ? এই সমস্যাও বাণেশ্বর রাজার Cipher code দ্বারা পূরণ হইবে। শব্দকল্পদ্রুমে "শাক" কথার অর্থ দেখুন পাইবেন :—

শাকঃ — যুধিষ্ঠিরবিক্রমাদিত্যশালিবাহনাদিশকনরপতীনাম তীতাব্দঃ। ইহাতে পাওয়া গেল ভারতবর্ষে যে চারিজন প্রসিদ্ধ রাজার অব্দ প্রচলিত ছিল তাঁহাদের নাম (১) যুধিষ্ঠির (২) বিক্রমাদিত্য (৩) শালিবাহন (৪) আদিশক।

আদিশকের "আদি" কথার "প্রভৃতি" অর্থ ধরিলে যুধিষ্ঠির ও বিক্রমাদিত্যও কনিষ্কের ন্যায় 'শক' বা Scythian হইয়া যান। অতএব—

আদিশক

পৃথক্ শাক প্রবর্ত্তক রাজা। যবদ্বীপের ইতিহাসে পাই এই আদিশক "কলিঙ্গ" দেশের রাজা। তিনি যবদ্বীপ (Java) জয় করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের ৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে (২৯৩৯ খৃ পূ অব্দে) শাক প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৫৩ অধ্যায়ে পাই পঞ্চাল (বঙ্গদেশ) ও কামরূপের পূর্ব্বে এবং বৎসদেশ (শ্রীহট্ট) এবং ত্রিপুরারও পূর্ব্বে এক কলিঙ্গ দেশ ছিল এবং তাহা

কর্ণের

রাজ্যের অধীন ছিল। যবদ্বীপের ইতিহাসে ও কর্ণকে যবদ্বীপের রাজা বলে। Cambodia র দক্ষিণ অংশে একটী স্থান আছে তাহার নাম Cholon. ইহাই তবে কর্ণের অধিকৃত কলিঙ্গ এবং এই কলিঙ্গ হইতেই তবে আদিশক যবদ্বীপ অধিকার করিয়া তাহারও নাম দিয়াছিলেন "কলিঙ্গ"; কারণ আমরা History of Indian Shipping নামক গ্রন্থে যবদ্বীপের "কলিঙ্গ" নাম পাইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশে—উড়িষ্যার দক্ষিণে—কোন দিগ্বিজয়ী "শক" নরপতির রাজত্ব ছিল একথা

সেই দেশের ইতিহাস কিংবা tradition এ নাই। তবেই সাব্যস্ত হইতেছে আদিশক Cholon বা Cambodia র সম্রাট্ ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণই ভারতবর্ষ জয় করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের ফাঁক (gap) "শকাধিকার কাল" পূরণ করিয়াছিলেন। আদিশক আর্য্য সভ্যতাবহির্ভূত কোন বর্ব্বর নরপতি ছিলেন না। তাঁহার অধিকৃত কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশসমূহই ইন্দুস্থানের চন্দ্র বংশীয় সম্রাট্ যযাতির পুত্র, ৩৯০০ খৃঃ পূ অব্দে আবির্ভূত, ঋগ্বেদোক্ত (ঋ ৭।১৮।১৪)—

অনুর

রাষ্ট্র "মণ্ডল"—যাহা তাঁহার বংশধর বলির পুত্র অঙ্গ হইতে "পূর্ব্বঅঙ্গ",* এবং অঙ্গের বংশধর চম্প হইতে যাহার রাজধানী "মহাচম্পা"† নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহা বৈবস্বত মনুর সমসাময়িক, ঋগ্বেদোক্ত (ঋ ১০।৬২।৯,১১)

* "পূর্ব্ব অঙ্গ"ই Chinese chronicles এর "Funan" এবং আধুনিক মানচিত্রের Annam (অঙ্গম্)। Chinese chronicles এ বাকি আছে এই দেশ চন্দ্র বংশীয় নরপতিগণের অধিকারে ছিল।

† "মহাচম্পা"—Hieun Tsang চন্দ্র বংশীয় রোমপাদ দশরথের প্রপৌত্র চম্প কর্তৃক স্থাপিত এই "মহাচম্পা" এবং সূর্য্য বংশীয় হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রাচীন অঙ্গ দেশ বা ভাগলপুরের "চম্পা" এই উভয় চম্পারই উল্লেখ করিয়াছেন। Cambridge History অথর্ব্ববেদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন 'অঙ্গদেশ' অতএব 'ভাগলপুর'ই আর্য্য সভ্যতার পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে এবং

সাবর্ণি মনুর

অধিকারে থাকিয়া খৃষ্টের জন্মের ৫১০০ পাঁচ হাজার একশত বৎসর পূর্ব্বে নিজের উত্তরকালের Farther India নামের সূত্রপাত করিয়াছিল।

২৬। শক কথার মৌলিক অর্থ সমর্থ। উহার ব্যাবহারিক দুইটী অর্থ আছে। একটী—"কাম্বোডিয়ার রাজা" অতএব কাম্বোডিয়ার লোক, দ্বিতীয়টী উত্তর আসিয়া হইতে ভারত প্রান্তে আগত Yeuchi নামক পাঁচটী যাযাবর দল। কনিষ্কের "কুষাণ" এই ৫ দলের অন্যতম। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে আছে ঃ—

শকারি বিক্রমাদিত্য

"পঞ্চ নব শকের" বিনাশকারী। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন বিক্রমাদিত্য ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ জন অর্থাৎ অসংখ্য শকের বিনাশকারী। আমি বলি ঐ কথার দুইটী অর্থ আছে—ঐ সম্রাট্ কাম্বোডিয়ার অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়াছিলেন এবং কুষাণ প্রভৃতি ৫টী নূতন শকের দলেরও বিনাশ অর্থাৎ শাসন করিয়াছিলেন।

২৭। বাণেশ্বরের অর্থাৎ "বাণরাজার" cipher code হইতে এত কথা উদ্ধার করিলাম এখন "কলম্বাসের ডিমের"

বঙ্গদেশ আর্য্যসভ্যতার বহির্ভূত। ইহা ছেলে ভুলাইয়া মোয়া কাড়িয়া খাইবার চেষ্টার মত হাস্যজনক। রাজধানীর নাম হইতে উত্তরকালে পূর্ব্ব অঙ্গদেশেরও নাম হইয়াছিল "চম্পা"। উহার "শ্যাম" এই নাম ঐ চম্পা (চম—চ্যাম) কথারই অপভ্রংশ।

কথা কেন বলিয়াছিলাম তাহা বলি। উত্তর বঙ্গের অনেক জেলার লোকই জানে ঐ দেশে "বাণরাজা" নামে শিবভক্ত এক রাজা ছিলেন ঃ "বাণগড়ে" অর্থাৎ বাণরাজার দুর্গে, শিবমন্দিরে, শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে ঃ অতএব তাহা ঐ বাণরাজার শিলালিপি ঃ আর তিনি বলেন "আমি কাম্বোজ রাজের বংশধর"ঃ আর Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে Cambodia র Camboja ("কাম্বোজ") ভিন্ন অন্য নাম নাই ঃ অতএব "বাণগড়ের শিবমন্দির নির্ম্মাণকারী—কাম্বোডিয়ার রাজপুত্র বাণেশ্বর" ইহা বলা তো একটী ডিমকে ঠুকিয়া খাড়া করিয়া রাখিবার মত সহজ। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ও তো কেহ এ পর্য্যন্ত তাহা বলেন নাই। বলা দূরে থাকুক মৃতবৎসা জননীর বন্ধুগণ যেমন তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্রকে, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে, "ফেলানিয়া" কিংবা "কুড়ানিয়া" নামে ডাকিয়া কুলোকের দৃষ্টিবহিভূ্ত রাখিবার চেষ্টার সহায়তা করে তেমনি বঙ্গদেশের কোনও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Asiatic Society র পত্রিকাতে পালরাজাদের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া ঐ দেশে, স্বস্থানে (*in situ*) প্রাপ্ত, তারিখযুক্ত, তাৎকালিক একমাত্র শিলালিপির অধিকারীকে লোকের কুদৃষ্টির বহিভূ্ত রাখিবার জন্য গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যাভিষেকের তারিখই লিখিয়াছেন—৯৭০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ৮৮৮ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়দেশে শিবমন্দিরনির্ম্মাণকারী, প্রথম মহীপালের "পিতৃরাজ্যের বিলোপকারী", "অনধিকৃত", এই "কাম্বোজান্বয়জ

গৌড়পতিকে" গোপন করার জন্য বঙ্গমাতা যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিষাছেন।

২৮। আমরা পাইয়াছি লেখা মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া গোপন করে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইজিপ্টের হাই-এরোগ্লিফ ও তাহারই একটী দৃষ্টান্ত। হাইএরোগ্লিফে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন অনেক হাইএরোগ্লিফ আছে যাহা alphabet ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং হাইএরোগ্লিফের অন্ততঃ পরবর্ত্তী লেখকগণ alphabetic writing জানিতেন। Euhemeros এর কথাতেও পাই Egypt এর পুরোহিতগণ পঞ্চাল দেশের বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন।

২৯। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে ইউরোপের alphabet গুলি কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে? একটা গল্প আছে—এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। তাহারা একই ঘরের ভিতরে বেড়া দিয়া দুই ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিত। একজন বড় বদ্‌রাগী, সে একদিন সতীনকে বৃষ্টিতে ভিজাইবার অভিপ্রায়ে ঘর খানির চাল কাটিয়া উহাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। নিজের যে ভিজিতে হইবে একথা খেয়াল নাই সতীনকে জব্দ করিতেই হইবে। এইরূপ mentality র ফলে—ইউরোপের সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতে যায় নাই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ইউরোপবাসীকে খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যাহারা আমমাংসাদ, নরমাংসভোজী, বর্ব্বর ছিল তাহাদের বংশধর সাব্যস্ত করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। তেমনি যদিও Dr hall প্রভৃতি

ঐতিহাসিক সাব্যস্ত করিয়াছেন যে সুমেরীয়গণ ভারতবর্ষ হইতে বহুসংযুক্তাক্ষরসম্বলিত বর্ণমালা (Complicated system of writing) * লইয়া পশ্চিম আসিয়াতে আসিয়া Semite দিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়া Semitic সভ্যতার ভিত্তি পত্তন † করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আইসার পূর্ব্বে Semite গণ নিরক্ষর, প্রস্তরাস্ত্রব্যবহারকারী, গৃহহীন, যাযাবর, বর্ব্বর ছিল ‡; তথাপি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা পণ্ডিতগণের সমবেত চেষ্টার ফল Cambridge History of India তে পাই Semitic বর্ণমালাই পৃথিবীর আদিম বর্ণমালা এবং ইউরোপের সকল বর্ণমালাই Semitic বর্ণমালা হইতে গৃহীত হইয়াছে আর Semitic বর্ণমালা হইতে জাত ফিনিসীয়ার বর্ণমালাই ভারতবর্ষীয় বর্ণমালার জন্মদাত্রী। বাইবেলের মতে Noaর সময়ে Semitic

---

* Page 172. Ancient History of the Near Eats by Dr Hall.

† "The later culture of Semitic Babylonia and Assyria is based almost entirely upon foundations laid by a non-Semitic people, the Sumerians......To them was due the invention of the Cuneiform script, the outward mark and inward bond of Mesoptoamian (and so of all early Semitic) culture; and our knowledge of this has shown us that the language which it was originally devised to express was not Semitic but an agglutinative tongue". See Page 171. A. H. By Dr Hall.

‡ See Page 175 A. H. by Dr Hall.

ভাষা ভাষার মধ্যেই গণ্য ছিল না ; পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ Persia ও Indiaর ভাষাই বাবিলনে এবং তথা হইতে ইজিপ্টে এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র গিয়াছিল। কিন্তু বর্ণমালা নাকি সভ্যতার চিহ্ন তাই উহা ভাষার সহিত এক গাড়ীতে travel করা উচিত বিবেচনা করে নাই, চালাকি করিয়া forward journeyর টিকেটের বলে backward journey সারিয়া লইয়াছে। পরিশিষ্টে পাইবেন—Noa বা বৈবস্বত মনুর পিতা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৩ সূক্তের রচনাকারী এবং ঐ সূক্তে বর্ণমালার উল্লেখ আছে—আর ঋগ্বেদেই পাওয়া যায় ভারতবর্ষের চিরন্তন tradition হইতেছে এই যে এ দেশ নীহারিকা (Nebula) হইতে সৃষ্ট হইবার পর হইতেই এ দেশের লোক ছন্দোযুক্তমন্ত্রসম্বলিত লিখিত পূজাপদ্ধতি ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং ইউ-রোপের বর্ণমালা কোথা হইতে ইউরোপে গিয়াছে তাহার বিচার আপনারাই করুন। Cambridge এর পণ্ডিতগণের নির্দ্ধারণের অভিপ্রায় (mentality) হইতেছে এইরূপ—আমরা কামারের বাড়ীতে দইএর ফরমায়েশ (order) দিয়া দই প্রস্তুত করাইয়া নিজেরাও খাইব গোয়ালাকেও খাওয়াইব, দুষ্ট গোয়ালাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দিব না।

৩০। কথা বাড়িয়া গেল। কিন্তু প্রুফ সংশোধনের কার্য্য বড় বিরক্তিকর এবং উহাতে অন্য কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হয় ; সেইজন্য ঐ কার্য্য হইতে আমার কিছুদিনের জন্য অগত্যাই অবসর লইতে হইবে। সুতরাং ১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীজ ভাল

দেখায় না জানিয়াও এই মুখবন্ধে, আমার কি বলিবার আছে তাহার একটু আভাস দিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা কথা হইত "বাঙ্গালির মত নগণ্য জাতির জন্মস্থান মানভূমে হউক, দ্রবিড় দেশে হউক কি Honolula তে হউক তাহাতে সুসভ্য লোকদিগের কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইবে? দুটো টকো কুল পাইবার জন্য সায়ণাচার্য্য-যাস্ক-পরিরক্ষিত ঋগ্বেদনামক প্রকাণ্ড ভূধরকে কে নাড়িতে যায়? উহা যদি Nightmare এর মত গ্রন্থকারের বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকে তবে তিনি ঘরে বসিয়া উহা নামাইতে চেষ্টা করিতে পারেন। আমাদিগকে বিনা কারণে বিরক্ত করা কেন?" আর যাঁহারা সহরে ও মফঃস্বলে রীতিমত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত"ডাক্তারের" "বৈজ্ঞানিক"ব্যবস্থা পাইতে পারেন ও পাইতেছেন তাঁহারাইবা দু কথা না বলিলে, আমার মত হাতুড়ে কবিরাজের শাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন কেন? আমি বলিতে চাই :—

বর্ণ লিখন বলুন, পদার্থ বিজ্ঞান বলুন, মনোবিজ্ঞান বলুন, ব্রহ্মবিদ্যা বলুন,* একেশ্বরবাদ বলুন,* গণিতশাস্ত্র

* The Babylonian God Marduk from whom the title deeds of the gods (Vedas) had been stolen i. e. ব্রহ্মা the Creator, Ea the god of the waters—নারায়ণ and Ba'al—বাণ —the great Lord (মহেশ্বর) were all identified with Enlil—the Great Spirit or পরমাত্মা। (See hages 175, 176, 207, 208 and 209 Ancient History of the Near East by Dr Hall).

বলুন, জ্যোতিষশাস্ত্র বলুন, লৌহ ও তাম্রের এবং অন্যান্য ধাতু দ্রব্যের খনি হইতে উদ্ধার এবং তাহাদের

"Egypt had in fact two religions. It may be that some portions of the esoteric doctrine were revealed to Pythagoras and to Plato......In the Egyptian papyri we read the secrets of Egyptian theology. Even Herodotus had learnt that amidst the system of Polytheism the Egyptians of Thebes *recognised one supreme God* who had no beginning (অনাদি) and who would have no end (অনন্ত), and Jamblichus quotes from the old Hermetic books the statement :—"Before all the things that actually exist, and before all beginnings, there is one God, prior even to the first god and king, remaining unmoved in the singleness of his own unity. And now if, like the Prophet on his mission to Egypt, we ask by what name we shall announce this God, the sacred books of Egypt give the very same answer, an answer which the initiated took with them to the grave, inscribed on a scroll as their confession of faith "Nuk pu Nuk" "I am that I am (সোঽহং—সোঽহং) । Other papyri tell us "that he is the sole generator in heaven and on earth and that he is not engendered—that he is verily the sole living god who has engendered himself (স্বয়ম্ভূ), He who is from the beginning (নিত্য), He who created all but is himself uncreated (অজ)" (See page 170 Ancient History of the East by P. Smith).

তবেই বাবিলনে ও মিশরে বেদান্তমত ও একেশ্বরবাদ উভয়ই পাওয়া যাইতেছে। ইহা প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহারকারী বাবদুক (Semite) বা অন্ত

ব্যবহার বলুন, Blast furnace বলুন, Potter's wheel বলুন, অর্ণবপোত নির্ম্মাণ বলুন, চক্রযুক্ত রথের ব্যবহার বলুন, সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ বা নিদর্শন সমস্তই দ্রবিড় দেশ হইতে মানভূম এবং তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে এবং বঙ্গদেশ হইতে বাবিলন, ইজিপ্ট, আসিয়া মাইনর, ক্রীট এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে।

৩১। Dr Hall তাঁহার Ancieut History of the Near East নামক গ্রন্থের First edition এ এই কথা লিখিয়াছিলেন :—There can be no doubt that India was one of the earliest centres of human civilization. পণ্ডিতম্মন্য বন্ধুদিগের প্ররোচনাতেই, বোধ হয়, তিনি ঐ গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে এই কথাটী তুলিয়া দিয়াছেন। আমি বলিতে চাই—There can be no doubt that *India was positively the earliest centre of human civilization* and the civilizations of Babylon, Egypt, Asia Minor, Phoenicia, Crete, Greece, Italy and other parts of Europe were offshoots of that civilization ; and

---

পর্য্যন্ত backwater of barbarisim এ স্থিত ম্লেচ্ছ (Nubian) এর নিকট হইতে ঐ দুই দেশে যায় নাই—বাবিলনের পূর্ব্বদিকের ইন্দুস্থান হইতে আর্য্য ভাষার সহিত ঐ দুই দেশে গিয়াছে ; এবং ঐ একই সূত্রে Old Testamentএ ও বেদান্তমত (Exodus III, 14) ও একেশ্বরবাদ প্রবেশ করিয়াছে।

this *Indian civilization was carried to the remotest corners of Asia, Europe and North Africa*—not by commerce, private migration or loan but *by conquest.* I am prepared to show that *this hypothesis is amply supported by evidence and explains all known facts.* Let any of my opponents show that the same may be said about their hypothesis.

ভারতবর্ষই সভ্যতার আদিম স্থান, ভারতবর্ষ হইতেই সমগ্র আসিয়া সমগ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকাতে দিগ্বিজয় সূত্রে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে আর সেই দিগ্বিজয় বৈবস্বত মনু এবং তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টের জন্মের ৫০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে সংসাধিত হইয়াছিল। আমাদের পুরাণে সেই বংশের প্রথম ১২১ পুরুষ এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য নরপতিগণের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আছে। যিনি মনুষ্যের সমস্ত প্রচেষ্টার নিয়ামক তাঁহার অনুগ্রহ হইলে সেই ইতিহাস আপনাদের নিকট একদিন প্রকাশিত হইবে।

৩২। এখন কেবল পশ্চিম দেশীয় বিচারকের সহায়তা করিতে বসিয়া যাঁহারা 'হুজুরের রায়ই আমার রায়' বলেন তাঁহাদের নিকট আমি ইন্দুস্থানের সম্রাট্‌গণ মধ্যে কাহারও কাহারও রাজ্য বিস্তৃতির "দাবীর" পরিমাণের উল্লেখ করিতে চাই। মোকদ্দমা হইতেছে আসিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ (Continent)এর স্বত্ব (Title) লইয়া।

এত বড় Title Suit, Prof. Rhys Davids এর মত "mere royal rhodomontade" ("রাজকীয় অতিশয়োক্তি মাত্র") বলিয়া Summarily reject করা অর্থাৎ বিনা বিচারে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

সম্রাট্ বৈবস্বত মনু বলেন তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া সমগ্র বসুন্ধরার অধিপতি হইয়াছিলেন। শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি তাঁহার ভ্রাতা সাবর্ণি মনুর শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু যে পশ্চিম আ(মু)র বা Oxus নদী হইতে পূর্ব্ব আ(মু)র বা Okhotosk পর্য্যন্ত দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা ঐ নদীদ্বয়ের নামেই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অপর পুত্র নাভাগ যে ইউরোপীয় Russia র শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা ঐ দেশের রাজধানী Nava-(g) gorod এর নাম হইতে প্রকাশ পাইতেছে, এবং অপর পুত্র করুষ যে Red Sea র পূর্ব্বপারের দেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন তাহা ঐ দেশের লোকের "কোরেষ" এই নাম হইতে প্রকাশ পাইতেছে। অষ্ট্রিয়ার ঐ নাম (বৈবস্বতীয়) তাঁহারই নিজ নাম হইতে হইয়াছে। উহার অপর নাম "মানব" দ্বীপ অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর দ্বীপ। ঐ স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠান (Vienna) নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার কন্যা সুদ্যুম্না বা সুরূপা (Europa) কে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের শাসনকর্ত্রী করেন। গ্রীসের পণ্ডিত দিগের কথায় বোঝা যায় তিনি ক্রীটে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া গ্রীস ও

ইউরোপের দক্ষিণের আরও কোন কোন দেশ ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ শাসন করিতেন। দ্রবিড় দেশ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য দেশ সমূহ তাঁহার পিতৃরাজ্য। পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা মালদহ জেলার গৌড় (পুর) তাঁহার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। অযোধ্যাও তাঁহার একটি রাজধানী। ইজিপ্টের Memphis (মানবী) ও Bubastis (বিবস্বতী) এবং বাবিলনিয়ার Ur—Oudh তাঁহারই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

সম্রাট্ ইক্ষ্বাকু তাঁহার পিতার অধিকৃত তিন মহাদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরই তাঁহার ভ্রাতা নাভানেদিষ্টের পৌত্র অম্বরীষ তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত তিন রাজা যে বাবিলনিয়ার সম্রাট্ ছিলেন তাহা বাবিলনিয়ার ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

সম্রাট্ অম্বরীষ বলেন তিনি ষষ্ঠী (Ister) সরস্বতী বা দেবসেনা অর্থাৎ দানবহা (Danube)* নদীর স্রোতের

* "Danube"—উত্তর বঙ্গের 'স্কন্দের' নদীরূপিনী সহচরী (শক্তি) কৌমারী বা কুমারী (দক্ষিণ বঙ্গের 'কুমার') ইউরোপে গিয়া বালস্কন্দ (বালকান) এর সহচরীরূপে নাম পাইয়াছিলেন ষষ্ঠী (Ister) সরস্বতী বা দেবসেনা—দানবহা Danube, আর এখনও তিনি তাঁহার ইউরোপীয় নামেই বঙ্গের ঘরে ঘরে পূজিতা হইতেছেন। "ষষ্ঠী" পূজা বঙ্গ দেশের Universal worship. ইউরোপ যে বঙ্গদেশের সম্রাট্ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া "বৃহত্তম বঙ্গ" বা "বৃহত্তম আর্য্যাবর্ত্তের" অংশ হইয়াছিল ইহা অপেক্ষা তাহার উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে। ইউরোপ—Danube

বিপরীতদিকে মরু * প্রদেশে বা মরুভূমিতে অর্থাৎ Moravia তে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপপতি অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন।

ইক্ষ্বাকুর বংশধর সম্রাট্ মান্ধাতা বলেন তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্তমহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমির অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে যে যে দেশের লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছিল সেই সব দেশের নামের মধ্যে পশ্চিমে Franconia (পুলিন্দ) Roumania (রামঠ), Greece (যবন), Barbary (বর্ব্বর), উত্তরে Turkesthan (তুষার) এবং পূর্ব্বে China (চীন) ও Cambodia (কাম্বোজ) এর নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কথায় পাওয়া যায় Europe এর Dacia প্রভৃতি দেশে যে সব আচারভ্রষ্ট লোক (দস্যু)—মান্ধাতার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি খুব কড়া শাসন করিয়াছিলেন। ইউরোপের ভাষা সমূহে 'Mandate' 'Mandhatra' ("অবশ্যপালনীয় আদেশ") এই কথা এখনও ইউরোপে মান্ধাতার কড়া শাসনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে।

নদীর তীরের প্রধান দেবতা Hestia (ষষ্ঠী)র পূজার লুপ্ত ইতিহাস ও ঐ নামের গুপ্ত ব্যুৎপত্তি বঙ্গদেশ হইতে পাইবে এবং বঙ্গদেশ তাহার স্কন্দশক্তির 'ষষ্ঠী' এই সংখ্যামূলক নামের ইতিহাস ইউরোপ হইতে পাইবে।

* এস্থলে মরু অর্থ পর্ব্বত। Moravia প্রকৃতই পর্ব্বত পরিবেষ্টিত দেশ।

মান্ধাতার বংশধর, চন্দ্র বংশীয় **পুরূরবার** * সমসাময়িক, বাহুর পুত্র **সম্রাট্ সগর** বলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করার অপরাধে সগর কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের দেশের নামের মধ্যে Greece (যবন) ও Cambodia (কাম্বোজ) এর নাম পাওয়া যায়।

সম্রাট্ যুধিষ্ঠির বলেন পশ্চিমে দ্বারপালের দেশ (Dover) অর্থাৎ England এবং পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য দেশ অর্থাৎ France,Spain ও Portugal (প্রতীচ্যাঃ), Dutch দিগের দেশ (দিব্যকট), Germany (গ্রামণীয়াঃ), Sweden (উত্তর জ্যোতিষ), Italy (পশ্চিম মালব), Greece (যবন), Barbary (বর্ব্বর),

---

* 'চন্দ্রবংশীয় পুরূরব'— ইঁহার পুত্র আয়ু বৈবস্বত মনুর ৫০ নম্বরের বংশধর বাহুর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব এই পুরূরবা বৈবস্বত মনুর দৌহিত্র পুরূরবা হইতে ভিন্ন। কোন কোনও পুরাণকার চন্দ্রবংশের মহিমা বাড়াইবার জন্য এই দুই **পুরূরবাকে এক** করিয়াছেন, এবং Wilson সাহেবের বিষ্ণুপুরাণে পুরূরবার বৈবাহিক "**বাহুর**" নামের পরিবর্ত্তে "**রাহু**" লেখা হইয়াছে। এই দুই কারণে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহার কথা চাপা পড়িয়াছে এবং ছিদ্রান্বেষী Research Scholar দের কৃপায় বৈবস্বত মনুর ১২০ নম্বরের বংশধর **বৃহদ্বলের** সমসাময়িক, পুরূরবার ৫৬ নম্বরের বংশধর, **সমগ্র বিশ্ববিজয়ী যুধিষ্ঠিরের** উজ্জ্বল ইতিহাস রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় উপকথার দলে মিশিয়া গিয়াছে।

হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে China (চীন), Manchuria (উলূত,—'Olut' of modern maps), Saghalien Island (শাকল), Japan (দর্শাহ´), Cambodia (কাম্বোজ) এবং Java (কলিঙ্গ) পর্য্যন্ত সকল দেশই তাঁহার করদ ছিল এবং Mesopotamia র রাজা নগ্নজিৎ উত্তানমুণ্ড (Lugal Anna Munda) এবং ইজিপ্টের IXth Dynastyর প্রবর্ত্তক রাজর্ষি আক্রোশ (Akthoes) তাঁহার সামন্ত (vassal) ছিলেন।

সম্রাট্ অশোক বলেন—পশ্চিমে Pyrenees (পিটে-নিক) পর্ব্বতের নিকটস্থ অপরান্তের দেশসমূহ (France, Spain ও Portugal), Franconia বা Bavaria (পুলিন্দ), Prussia (বিশ্ববজ্রি) ও Russia (নাভাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে Cambodia (কাম্বোজ), Java (কলিঙ্গ*) এবং Sumatra (প্রাচী) পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ছিল এবং Syria, Macedon,Epirus, Egypt এবং Cyrene এর গ্রীক রাজা Antiochus, Antigonus Gonatas, Alexander, Ptolemy Philadelphus ও Magas তাঁহার সামন্ত (vassal) ছিলেন।

সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত বলেন পশ্চিমে Rhine ও Rhone

---

* "কলিঙ্গ"—অশোক যে "কলিঙ্গ" বিজয় করিয়াছিলেন তাহা যবদ্বীপ। অশোক অনুশাসনে (R. E. XIII) ভারতবর্ষের কলিঙ্গের নাম "নাভ-পংক্তি"—নাভিরদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত যাহাকে "অজনাভ" বলেন।

নদীর তীরস্থ দেশ সমূহ (আর্জ্জুনায়ন—আর্য্যাণায়ন) এবং Prussia (প্রার্জ্জুন—প্রার্য্যাণ), Germany (যৌধেয়), Poland (কাক, Cracow) হইতে পূর্ব্বে ত্রিপুরা (সমতট), শ্রীহট্ট (ডবাক) এবং কামরূপ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ছিল এবং পশ্চিম মালব অর্থাৎ Rome এর সম্রাট্‌গণ (Licinus, Constantine I) এবং "শাহানুশাহী" অর্থাৎ Persiaর সম্রাট্ (Sahpur II) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন এবং মদ্র (Numidia), মুরুণ্ড (Moors), ও "দৈবপুত্রাঃ" (Tartars) ও তাঁহার অধীনে ছিল।

সম্রাট্ ধর্ম্মপাল বলেন—পূর্ব্বে Curile Islands (কুরু) ও Japan (যদু) হইতে পশ্চিমে Italy (পশ্চিম অবন্তি) এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও দ্বীপ সমূহ (কীর*—পঞ্চ কর্পট্), Numidia (মদ্র) and other Saracenic Countries (যবন †) পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁহার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল এবং রোমের অধিপতিগণ (Constantine

* কীর—কীর কথাও কর্পট কথার ন্যায় বিক্ষেপার্থক কৃধাতু হইতে হইয়াছে। উহার অর্থও দ্বীপ। সংস্কৃত কীর ও কর্পট, পার্শী সাহিত্যের কীরমাণ্ ও মিশরের ইতিহাসের Keftiu একার্থবোধক। ঐ সব কথারই অর্থ "দ্বীপসহ ইউরোপ"।

† যবন—Alexander ও তৎপরবর্ত্তী যবন (অর্থাৎ গ্রীক) নৃপতিগণের অধিকৃত দেশ সকল "যবন দেশ"। Moor বা Saracen গণ সেই সব দেশ জয় করিয়া "যাবন্দ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

V, Irene, Nicephorus I) এবং যবনরাজগণ (Harun Al Rashid, Al Amin) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

সম্রাট দেবপাল বলেন—উত্তরে হিমালয়,এলবর্জ্জ, ককেশস, Carpathian ও Erzgebrige পর্ব্বত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য, Koh Rud, Pindus, Aventine ও Pyrenees পর্ব্বত, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর ইহার মধ্যস্থ সমগ্র ভূমিভাগ তাঁহার অধীন ছিল এবং Taurus পর্ব্বতের নিকটস্থ Saracen গণ (তরিক), Gaul(গৌড়)এর অধিপতিগণ (Charlemagne, Louis the Pious, Louis II) ও Rome (মালব)এর অধিপতিগণ (Leo V, Michael II, Theophilus, Michael III) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব রুশিয়ার অধিবাসী Cossackগণ (খশ), Tartars (হূণ) ও Celts (কুলিক) গণ তাঁহার অধীন ছিল। তিনি ধর্ম্ম দ্বেষী Saracen রাজা (Al Mamun) কে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার ৪০টি দুর্গ নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং Cambodia (কাম্বোজ), Java (কলিঙ্গ) ও Sumatra (পূর্ব্ব বরেন্দ্র) তাঁহার অধীনে ছিল।

Alexander ও Darius এর দিগ্বিজয়ের কাহিনীতে এতদিন কান ঝালাপালা হইতেছিল এখন বৈবস্বত মনু ও ইক্ষ্বাকু, অম্বরীষ ও মান্ধাতা, সগর ও যুধিষ্ঠির, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের দিগ্বিজয়ের কল্পিত কাহিনীই না হয় বাঙ্গালি সুধীবর্গ কিছুদিন আলোচনা করুন। খোস খবরের ঝুটাওতো ভাল।

ইন্দু স্থানের এই সব সম্রাট্ যে রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন তাহার তুলনায় Alexander ও Darius এর রাজ্য তো সাগরের তুলনায় পুকুর। আর গ্রীক ভাষায় লিখিত Alexander এর দিগ্বিজয় কাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, তবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইন্দুস্থানের সম্রাট্গণের দিগ্বিজয় কাহিনীই বা, বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে, কাল্পনিক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কেন?

৩৩। পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে আর্য্যা নদীর যে পাঁচটী করিয়া শাখা বঙ্গদেশকে পঞ্চাল নাম দিয়াছিল তাহাদের বিবরণ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। বঙ্গদেশ ও পঞ্চালদেশ যে অভিন্ন সে বিষয়ের প্রমাণ পরিশিষ্টে পাইবেন।

পূর্ব্ব—

(১) তিস্তা করতোয়া বা বাঙ্গাগৌড়ী—ইহারই পারে বগুড়া নগর অবস্থিত।

(২) আলাই (আর্য্যা) বা বাঙ্গালি—রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলা।

(৩) গুড়িআলি বা গৌরী আর্য্যা—ময়মনসিংহ জেলা। ইহার পারে গৌরীপুর অবস্থিত।

(৪) মগুড়া—মধ্যমা গৌরী—ময়মনসিংহ জেলা।

(৫) গোড়া উত্তরা—উত্তরা গৌরী—ময়মনসিংহ জেলা।

পশ্চিম—

(১) মহানন্দা বা আরিয়া (আর্য্যা)—ইহার পারে মালদহ জেলার আরিয়াডাঙ্গা অবস্থিত।

(২) বালেশ্বরী—পূর্ণিয়া জেলা। বরিশাল জেলার পিরোজ পুর সবডিভিসনে ইঁহার নাম বালেশ্বর হইয়া গিয়াছে। মানচিত্রের প্রতি মনোযেগে করিলে পাইবেন একই "জয়া" নদীর পারে দিনাজপুর জেলার "জয়গঞ্জ", রাজশাহী জেলার "জয়াসিন্ধু" (জিয়াসিন্ধু) পরগণা ও ২৪ পরগণার "জয়নগর" অবস্থিত ছিল এবং উহা ত্রিস্রোতা বা "রঙ্গিত" নদীর শাখা এই হেতুতে নদীয়া জেলায় উহার নাম হইয়াছিল "জলঙ্গি"—"জয়া রঙ্গিত"। এই জয়া নদী এবং বালেশ্বরী নদীর মধ্যস্থিত দেশের পূর্ব্বনাম ছিল "জয়েশ্বরী" বা জয়েশ্বর—"জশর"; সম্রাট্‌ প্রতাপাদিত্যের পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উহার নাম হয় "যশোহর"।

(৩) গন্ধেশ্বরী আর্য্যা বা গোন্ধরাইল—দিনাজপুর জেলা। সম্রাট্‌ রামপালদেবের সময়ে এই নদী রামাবতী বা গৌড়পুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। তাঁহার পুত্র মদনপালদেবের সময়ে ঐ নদীর ভিতর দিয়া গঙ্গার স্রোত চলিয়া যাওয়ায় রামাবতীর "অমিত অপচিতি" ঘটিয়াছিল। গৌড়পুরের অন্তর্গত নরেন্দ্রপুরের নিকটে উহার বর্ত্তমান নাম গোন্ধরাইল বিল।

(৪) মধ্যালি বা মালিকা—মালদহ জেলা। ইহার কথা গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে।

(৫) বুলাই—বা আল্যা—বামা আর্য্যা। রাজশাহী জেলায় ইহার নাম বাল্লাই বা বারলই। ইহার এককালে নামান্তর ছিল "ব্রমণা"এবং তাহা হইতে Bay of Bengalএর নাম হইয়াছিল "রামণ সাগর" আর সেইজন্য আরাকানের নাম হইয়াছিল "রামণ

দেশ" এবং মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণের অন্তরীপের নাম হইয়াছিল "রামণ অন্তরীপ"।

৩৪। এই গ্রন্থে ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহের যে সমস্ত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার সকলই পরলোকগত শ্রদ্ধেয় মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সানুবাদ ঋগ্বেদসংহিতা হইতে গৃহীত। যে স্থানে আমি নূতন অর্থ করিতে চাই সেইস্থানে দত্ত মহাশয়ের অনুবাদের নীচে লাইন টানিয়া আমার অনুবাদ লিখিয়া দিয়াছি। যে স্থানে সংক্ষেপ করিবার জন্য কেবল আমার অনুবাদ দিয়াছি সেই স্থানে B এই অক্ষর সংযোগ করিয়াছি। দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে বাঙ্গালির কি উপকার করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ঢাকা

২৮শে শ্রাবণ

দ্বাপরাব্দ বা বরাহকল্পে বিশ্বসৃষ্ট্যব্দ

(Creation of the world, Alexandria)

৭৪২৭

১৩ই আগষ্ট ১৯২৬

বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার

বাঙ্গালি নামের অর্থ কি ?

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম প্রস্তাব।

বাঙ্গালি কোন্‌ জাতীয় ?

বঙ্গদেশের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালি কোথায় ছিল ?

১। ফিজিদ্বীপ হইতে বাঙ্গালি এ দেশে আসিয়াছে এ মতটা বড়ই আধুনিক ; আর ইহা বালিকামনস্তত্ত্বের* উপরে নির্ভর করে। সুতরাং এসম্বন্ধে ভাল করিয়া ভাবিবার† অবসর ঘটে নাই। আর একটা মত আছে—বাঙ্গালির অধিকাংশ মঙ্গোলিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের উত্তরে বিস্তৃত গোবি-মরু-ভূমি, তাহার উত্তরে মঙ্গোলিয়া। ঐ স্থান হইতে কোন সময়ে কোন গলিপথ দিয়া বাঙ্গালিরা এদেশে আসিল তাহার কোন ও

* Girl mentality. † Serious Consideration.

বিবরণ নাই। এটি অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ফেলা ছিল, আমি বুড়ামানুষ খুজিয়া বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবনা। পূর্ব্বে নাকি একটা মত ছিল—আরমেনিয়া হইতে বহুস্থানে সভ্যতা রপ্তানি হইয়াছে। সে মত এখন আর কেহ অবলম্বন করেন না। ইহার কথা আর শুনিনা, সুতরাং ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। প্রায় এক শতাব্দী যে মত চলিয়া আসিতেছে তাহা এই :—মধ্য আসিয়ার আরাল হ্রদের পার্শ্বে সিরদরিয়া ও আমুদরিয়ার নিকট কোনও স্থানে সভ্য মানুষের আদিম নিবাস ছিল ইহা নাকি ইউরোপের ও ভারতবর্ষের বহুভাষা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। এই সিরদরিয়ার লোকই নাকি ইউরোপে গিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন নাকি বাঙ্গালাদেশেও কোন ক্রমে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। এ মতটা পণ্ডিতগণের দপ্তরে, কলেজে, স্কুলে, পাঠশালায়, এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায়, নবেলে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, এমন কি কবিতায় এতই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে মনে করিয়াছিলাম ইহার মৌরশী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু গত তিন বৎসরের মধ্যে এই মতটা বিচার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা হইয়াছে। একে তো আদালতের রীতিমত বিচারের রায় সময় মত আপীল না করিলে উল্টায় না ; আর আপীলের মালমসল্লাও আমার কাছে কিছু নাই। কি প্রমাণের উপর এতদিন এইমত দাঁড়াইয়া ছিল তাহাই এ পর্য্যন্ত আমি খুজিয়া পাই নাই। সুতরাং দুঃখের সহিত ঐ মতের আলোচনা পরিত্যাগ করিতে হইল। ঐ মতের পরিবর্ত্তে যে মত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এই (Cambridge History of India

দ্রষ্টব্য) :—ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত হাঙ্গেরী (Hungary) এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে সভ্য মানুষের আদিম বাসস্থান ছিল। তথা হইতে তাহারা ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এবং আসিয়ার কোথাও কোথাও আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের কতক লোকও নাকি ঐ দেশ হইতে আসিয়াছে। আর ঐ হাঙ্গেরীর অধিবাসিগণই নাকি প্রকৃত আর্য্য। এখন কথা হইতেছে আর্য্য কথাটা লইয়াই সর্ব্ব প্রথমে। আমি কথাটার একটা অর্থ বলিয়াছি—"আর্য্যা অর্থাৎ মহানন্দা নদীর নিকট যাহারা বাস করে।" আপনারা বলিবেন 'বাঙ্গালের মার দুনিয়ার বার! তুলিল এক মোটা লাঠি, দিল কশে এক ঘা—যুক্তিও নাই প্রমাণ ও নাই'। মাফ্ করিবেন, আমি বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে তলোয়ার ভাজিতেও প্রস্তুত। প্রথমে অপর পক্ষের যুক্তি বলিব, তারপর আমার উত্তর দিব। "আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ নহে, কারণ অনেক দেশের আর্য্যের ভাষা মিলাইয়া দেখা গিয়াছে তাহারা সকলেই ওকগাছ, বীচ গাছ ও উইলো গাছের একই নাম জানে, অতএব তাহাদের আদিম নিবাস স্থানে ঐ তিন প্রকারের গাছ বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে ঐরূপ কোন গাছ নাই। অতএব ভারতবর্ষ আর্য্যদের আদিম নিবাসভূমি নহে।" আমার কথা—উত্তর চীন মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া প্রভৃতি দেশের ৭টা বৌদ্ধ জাতি চীন দেশীয় বৃহৎ দেওয়ালের একই নাম জানে। ভারতবর্ষে কোন ও বৃহৎ দেওয়াল নাই, অতএব ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের জন্ম হয় নাই। এই গেল পরমত নিরসন। এখন স্বমত স্থাপন।

"আর্য্যদের ভাষা হইতে বোঝা যায় তাহাদের আদিম নিবাস স্থানে গোচারণের মাঠ ও শস্যক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল। হাঙ্গেরীতেও আছে। অতএব হাঙ্গেরী আর্য্যদিগের আদিম নিবাস স্থান"। ধরুন আমি চতুষ্পদ কথার অর্থ জানি না—পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল গরু ভেড়া প্রভৃতি যত জীবকে চতুষ্পদ বলিয়া আমি জানি সকলেই দাঁত দিয়া কামড়ায় ও একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে। সাপও দাঁত দিয়া কামড়ায় ও একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইতে পারে, অতএব প্রমাণ হইল সাপ চতুষ্পদ। আপনারা মনে করিবেন না ইহা অপেক্ষা অধিকতর শাণিত অস্ত্র অপর পক্ষের আছে, আমি অকর্ম্মণ্য পরিত্যক্ত তলোয়ার তাঁহাদের হাতে দিয়া বাজি জিতিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। বাস্তবিক তাহা নাই। আপনারা এই বিষয়ের গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবেন।

২। এসব গোলযোগের মূল কারণ হইতেছে সংজ্ঞা বা Definiton এর অভাব। আর্য্য কাহাকে বলে তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। চতুষ্পদ অর্থ কি তাহা না জানিলে সাপ চতুষ্পদ কিনা তাহা স্থির করিব কিরূপে? আমি যে আর্য্যের সংজ্ঞা বা Definiton দিয়াছি—"মহানন্দা নদীর পারের লোক" তাহা হঠাৎ গ্রহণ করিতে অপর পক্ষ বাধ্য নহেন। সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটা সংজ্ঞা স্থির করিতে হইবে। আসিয়া মাইনরের বোঘাজকোই নামক স্থানে একখানি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে "মিতানি" নামক এক জাতির

উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যদ্বয়ের পূজা করিত এবং তাহাদের ভাষা ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতের সহিত মিলে। এই দুই কারণে তাহাদিগকে আর্য্য স্থির করা হইয়াছে। এই প্রাচীন লিপির তারিখ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ। এই জন্য ঐ তারিখের পূর্ব্বে আসিয়া মাইনরে আর্য্যের আবাস ছিল একথা স্থির হইয়াছে। যে ৪ দেবতার নাম বলিলাম তন্মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান। অতএব আর্য্যের—অন্ততঃ আসিয়াখণ্ডের আর্য্যের আমি সংজ্ঞা করিতে চাই "ইন্দ্রপূজক সংস্কৃতভাষী ব্যক্তি"। ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবেনা।

৩। ভাগলপুর জেলায়, রাজমহলপর্ব্বতের এক অংশে একটি পাথরের টিলার গায়ে একটি সর্প অঙ্কিত আছে এবং সেইস্থানের লোকেরা বলে ঐ পর্ব্বতের নাম মন্দরপর্ব্বত এবং উহাদ্বারা সমুদ্রমন্থন করা হইয়াছিল। সেই জন্যই উহার গায়ে ঐ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। পাইলাম একটি শিলালিপি, তাহাতে এই বোঝা গেল এই পর্ব্বত বরাহকল্পের ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্রের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। এইকথা ঐ স্থানের লোকেরা বিশ্বাস করে। আমি অবশ্য সমগ্র রাজমহল পর্ব্বতের কথাই বলিতেছি, একটি টিলার কথা বলিতেছিনা। যে কোন মানচিত্রেই এই "মন্দরগিরি" দেখিতে পাইবেন। রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে, উহার তলদেশ পর্য্যন্ত, অল্প কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বেই সমুদ্র ছিল একথা ভূতত্ত্ববিৎ ও অন্যান্য সকলেই স্বীকার করেন এবং ইহাও স্বীকৃত যে রাজমহল পর্ব্বতের পশ্চিমের দেশ গ্রাণাইট

পাথরের, উহা কখনই সমুদ্রের নীচে ছিল না। কালিদাসের রঘুবংশে, রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা উপলক্ষে, লিখিত আছে ক্ষীরোদসমুদ্রের ঢেউ এককালে মন্দরপর্ব্বতের গায়ে আসিয়া লাগিত। তবেই রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকের সমুদ্রের একটি নামও পাইলাম। বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত আছে মন্দর পর্ব্বতের একনাম "ইন্দ্রকীল"। কীলকথার অর্থ বাঁধ। আর উহা যেমন তেমন বাঁধ নয়—জলের বাঁধ, কারণ কীলাল অর্থ জল, যাহা বাঁধের ভিতর থাকে। কীলালধি অর্থ সমুদ্র। মন্দরপর্ব্বত যে কীলালধির কীল তাহার একনাম পাইয়াছি ক্ষীরোদসমুদ্র। তাহারই নামান্তর তবে ইন্দ্রসমুদ্র। দেবতা-ইন্দ্রের কোনরূপ বাঁধের কথা তো আমি জানিনা।

আচ্ছা মঘ কথার অর্থ অভিধানে দেখা যাক। মঘশব্দ পূজার্থক মহধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব উহার অর্থ "পূজিত" "মহৎ" "বৃহৎ"। আরও পাইতেছি "মঘঃ দ্বীপবিশেষঃ" ইতি মেদিনী। "ইন্দ্রঃ মঘবান্" ইত্যমরটীকায়াং রমানাথঃ শব্দসারশ্চ। ইন্দ্রের একনাম মঘবান্*। এ ইন্দ্র কি তবে ইন্দ্র সমুদ্র? খুব সম্ভব। পাইয়াছি মহধাতুর অর্থ পূজা করা। সেই ধাতু হইতে কৃৎপ্রত্যয় করিয়া যে শব্দে ইন্দ্র বুঝায় তাহা মঘবন্† । ইন্দ্রঃ মঘবা ইতি শব্দরত্নাবলী শব্দসারশ্চ। তাহার ষষ্ঠীর একবচনে হয় মঘোনঃ। আর যে ইন্দ্র মঘবান্* তাহার ষষ্ঠীর একবচনে হয় মঘবতঃ। তবেই তো কৃৎপ্রত্যয়ের ইন্দ্র মঘবন্ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইন্দ্র

---

* মঘ + বতু = মঘবৎ। † মহ + কনিপ্ = মঘবন্।

মঘবান্ পৃথক্। শেষেরটি তবে সমুদ্র এবং তাহার দ্বীপের নামই তবে মঘ। মঘ অর্থ 'মহৎ' বা 'বৃহৎ' ও হয়। রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বে কি তবে কোন বৃহৎ দ্বীপ ছিল? আর তাহারই নাম ছিল মঘদ্বীপ? দেখা যাক্! ইন্দ্র লইয়া ঘাটাঘাটি করিতেছি—অভিধান ভাল করিয়া দেখি না কেন? দেখা গেল ইন্দ্রের "সমুদ্রবিশেষঃ" এই অর্থ লেখে না, কিন্তু লেখে "ইন্দ্রঃ দ্বীপ বিশেষঃইতি শব্দসারঃ উপদ্বীপ বিশেষঃ" ইতি শব্দমালা। তবেই হইতেছে ইন্দ্রদ্বীপঃ দ্বীপ-বিশেষঃ। অতএব প্রকারান্তরে অভিধানে ইন্দ্র যে সমুদ্র তাহা পাইতেছি। কারণ ইন্দ্রদ্বীপঃ এটি ষষ্ঠীতৎ-পুরুষসমাস ধরিলেই ইন্দ্র সমুদ্র হইলেন। আর আমি যেদেশে থাকিয়া কথা বলিতেছি সে দেশটার নাম "বরেন্দ্র"অর্থাৎ "বৃহৎ ইন্দ্র" বা "বৃহৎ- ইন্দ্রদ্বীপ"। তবেই তো যে বৃহৎ দ্বীপ খুজিতেছিলাম তাহা পাইয়াছি। রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে যে সমুদ্র ছিল তাহার নাম ইন্দ্রসমুদ্র। এই সমুদ্রের দ্বীপের নাম ইন্দ্রদ্বীপ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। উহা বৃহৎ দ্বীপ, এইজন্য মঘদ্বীপ। ঠিক ঐকারণে উহা বরেন্দ্র। আর মঘনামক দ্বীপ যাহাতে আছে সেই সমুদ্রের নাম মঘবান্ অর্থাৎ ইন্দ্র।

৪। ঐ সমুদ্রের 'ইন্দ্র' এই নাম রাখিয়াছিল কাহারা? উহার নিকটে যাহারা বাস করিত। তবেই পাইতেছি যখন রাজমহল পর্ব্বতের পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল তখন ভাগলপুর জেলায় মনুষ্য বাস করিত এবং তাহারাই ঐ সমুদ্রের নাম 'ইন্দ্র' রাখিয়া-ছিল। ইন্দ্র কথাটি সংস্কৃত এবং ইহার অর্থ পরম ঐশ্বর্য্যশালী।

অতএব সর্ব্বপ্রথমেই উহা দেবতার নাম হইয়াছিল, পরে সমুদ্র কিম্বা অন্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যখন সোমেশ্বর পর্ব্বত হিমালয়ের পাদদেশে উত্থিত হয়, তখন ঐ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরের বহুপূর্ব্বে সোমেশ্বর পর্ব্বত * সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। তবেই পাইতেছি অদ্য হইতে ৭হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলায় সংস্কৃতভাষী ইন্দ্রপূজকের অর্থাৎ আর্য্যের বাসস্থান ছিল। আর্য্যের খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ অব্দে হাঙ্গেরী হইতে আইসার কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

৫। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, আর্য্যদিগের প্রাচীনতম নিবাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে"॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্ম্মিত দেশ তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত। এইমাত্র দেখিলাম খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ভাগলপুরে আর্য্যদের নিবাস ছিল।

ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চল সমুদ্রের নীচে ছিল। ইহা আমার কথা নহে—ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের কথা। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত বঙ্গদেশেও নহে, পঞ্জাবেও নহে। হয় উহা ভাগলপুরে, নয়তো ভাগলপুর

* শিবালিক বা Tertiary rock.

হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড গ্রাণাইট পাথরের দেশ, তাহারই আর কোন স্থানে। হুগলী জেলায় একটি সরস্বতী নদী আছে। উহার উপরিভাগ নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে। উহার নাম বাগ্‌দেবী। আর বাগ্‌দেবীরও উপরের ভাগ মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণায়। উহার নাম ব্রহ্মাণী। তবেই খাটি একটা সরস্বতী নদী পাইলাম। যিনি ব্রহ্মাণী তিনিই বাগেদবী—তিনিই সরস্বতী। আবার দেখি উড়িষ্যায় আর একটি ব্রহ্মাণী নদী পাওয়া যাইতেছে। ইহার পারে একটি দরোন্দা-পরগণা পাইতেছি। দরন্দা কথাটি দৃশদ্বান্ কথার সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। দৃশদ্বান্ সহজেই দৃহদ্বাঁ—দিরদ্বাঁ—দরন্দা হইতে পারে। দৃশদ্বতী নদীর তীরে দৃশদ্বান্ পরগণা থাকারই কথা। দৃশদ্বতী কথার মানে কি? প্রস্তরবতী। ব্রহ্মাণী নদী একেবারে গ্রাণাইট পাথরের উপরে। অতএব ইনি প্রস্তরবতী। অতএব সরস্বতী বা উত্তর ব্রহ্মাণী, এবং দৃশদ্বতী বা দক্ষিণ ব্রহ্মাণী পাওয়া গেল। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হওয়ারও কারণ পাওয়া গেল। ব্রহ্মাণী নদীদ্বয়ের আবর্ত্ত বা জলের ঘূর্ণাই ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দুইটি নদী এবং ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশ গ্রাণাইট পাথরের উপরে, অতএব অতি প্রাচীন, অতএব নদী দুইটিকে দেবনদী ও দেশটিকে দেবনির্ম্মিত * দেশ

---

* এই খণ্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাবে পাইবেন ইহা ধাতাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত খণ্ডদেশের একঅংশ অতএব দেবনির্ম্মিত দেশ।

বলাতে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ ইহাদের আদি কেহ দেখে নাই। ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম অর্থযুক্ত হইল, বর্ণনাও সার্থক হইল।

৬। "কেম্ব্রিজ হিষ্টরি" নামক ইতিহাসে প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পঞ্জাবের নিকট শতদ্রু ও যমুনার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখান হইয়াছে। কিন্তু ঐস্থানে দৃশদ্বতী নামে কোন নদী নাই। যে সরস্বতী পাওয়া গিয়াছে তিনি পূর্ব্ববাহিনী নহেন—দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহিনী, অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে ব্রহ্মাবর্ত্তের সরস্বতী পূর্ব্ববাহিনী।* সাঁওতাল পরগণার ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও খাটি পূর্ব্ববাহিনী।

মানচিত্রে দেখিবেন এই উত্তর ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী এবং দক্ষিণ ব্রহ্মাণী বা দৃশদ্বতীর মধ্যে **মানভূম—মান(ব)ভূমি** অবস্থিত। এখন ঋগ্‌বেদের ৩ মণ্ডলের ২৩ সূক্ত ৪ঋক্‌ দেখুন :—

> "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং
> সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি।"

হে অগ্নি! দৃষদ্বতী, সরস্বতী ও আপয়ার পারে এই **মানুষ-দেশে** তুমি ধনযুক্ত হইয়া জ্বলিতে থাক। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যের দেশ মানচিত্রে পাই **মান (ব) ভূমি,**

---

* "পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্।" "প্রাচীং পূর্ব্ববাহিনীম্" ইতি শ্রীধরঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৭।৩৭)।

ঋগ্‌বেদে পাই **মানুষভূমি**। অতএব আমরা স্থাননির্ণয় বোধ হয় ঠিকই করিয়াছি।

৭। **পঞ্চজন** কথাটি ঋগ্‌বেদে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। ইহা যে দেশ বাচক তদ্বিষয়ে সায়ণাচার্য্যের সন্দেহ থাকিতে পারে, কারণ তিনি ভূগোলের ধার ধারিতেন না; কিন্তু আপনাদের এবিষয়ে সন্দেহ রাখার অবসর নাই।

"ইহি তিস্রঃ পরাবত ইহি পংচজনাঁ অতি।
ধেনা ইন্দ্রাবচাকশৎ॥" ঋগ্‌বেদ ৮।৩২।২২

এই মন্ত্রের রমেশবাবু অনুবাদ করিয়াছেন "হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিন (দিকে) আগমন কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর।"

ইহার সহজ অর্থ এই:—ঋষি যে দেশে ছিলেন তাহা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য **পঞ্চজন** দেশ নহে। তাই তিনি বলিতেছেন তুমি ঐ বিখ্যাত জনপদ অতিক্রম করিয়া আইস। অন্য তিন দিকের দেশও অতিক্রম করিয়া আইস।

রমেশবাবু বলেন "পঞ্চজন বা পঞ্চকৃষ্টি শব্দের সায়ণ নানা-স্থানে নানারূপ অর্থ দিয়াছেন।" সুতরাং সায়ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমাদের কোন লাভ নাই। এই ঋকের ঋষি মেধাতিথি কণ্বগোত্রীয়, অতএব সপ্তম মন্বন্তরের ঋষি। ইহাঁর দেশ সম্ভবতঃ উত্তর ভারত। তবে পঞ্চজন দেশ কোথায়? আমি বলি **পঞ্চকোট** বা **মান(ব) ভূম**। অবশ্য আমাকে প্রমাণ

দিতে হইবে। প্রমাণ—সর্ব্বপ্রথম—**মানব** (**ভূমি**) অর্থই পঞ্চজন এই কথা অভিধানে লেখে।

মনুষ্যঃ, মানুষঃ, মানবঃ, পঞ্চজনঃ ইত্যমরঃ। মনুঃ ইতি শব্দরত্নাবলী।

অতএব যেটি মানুষ দেশ তাহাই পঞ্চজন। এই **মানুষ দেশ** সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যে (৩ম।২৩ সূ।৪ ঋক্) পঞ্চকোট—পঞ্চকূট ও তাহাই। **মানুষ** নামক যে একটি দেশ আছে তাহা ঋগ্‌বেদের ৭ম।১৮সূ।৯ঋকেও পাই। আর পঞ্চজন যে নিজেই সরস্বতীর পারে তাহা ৬ম।৬১ সূ।১২ ঋকে পাই। উহার অনুবাদ এই :—

"ত্রিলোক ব্যাপিনী সপ্তাবয়বা পঞ্চজনের বর্দ্ধনকারিণী সরস্বতী য়েন প্রতিযুদ্ধে আবাহনযোগ্যা হয়েন।"

মূলে পঞ্চজনস্থানে "পঞ্চজাতা" আছে। উভয় কথার একই অর্থ। মূল ঋক্‌টি এই—

"ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পংচজাতা বর্ধয়ন্তী।
বাজেবাজে হব্যা ভূৎ॥"

সরস্বতীই নদী, সরস্বতীই দেবী। অতএব পঞ্চজন কোথায় পাইলাম। উহা সরস্বতীর তীরে ও ঐ নদী ও দৃষদ্বতীর মধ্যে মানুষ বা মানবভূমি।

৮। ঐ দেশই **সপ্তসিন্ধুরদেশ**। ঐ সপ্তসিন্ধু সম্ভবতঃ

নিম্নলিখিত ৭টি নদী। ইহাঁরা মিলিয়াই পঞ্চজনের সরস্বতীকে—মানভূমের সরস্বতীকে সপ্তাবয়বা করিয়াছেন।

(১) সরস্বতী। (২) দৃশদ্বতী (সাবিত্রী) (৩) রাধা—ইনি বর্দ্ধমান জেলায় হরি (খরি) বিরহিতা হইয়া রাঢ়া (পরিত্যক্তা) অতএব জলবিহীনা। ইহাঁরই পারে রাঢ়েশ্বরীর মন্দির, বর্দ্ধমানের নিকট রাধানগর, হুগলি জেলার রাধানগর ইত্যাদি। হরি এখন নাম বদলাইয়া 'খরি' হইয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি কৃষ্ণনগর কল্লত্রয়ের মনচোরাকে ধরাইয়া দিতেছে। দামোদর অতবড় উদর লইয়া পালাইবেন কোথায়?

(৪) পদ্মা—বালিকা পদ্মা আর নাই। পরিত্যক্তা রাধা অর্থাৎ রাঢ়ার ন্যায় ইহাঁরও কেহ কোন চিহ্ন পায় না। দ্বিতীয়-পক্ষের প্রিয়া হরগৃহিণীর অত্যাচারে ইনি পিতৃকুলের পরিচয় পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না। ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া-চলিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন আমি পশ্চিমদেশের—মানভূমের লোক।

(৫) হরিদ্রাবতী—হলদি—মেদিনীপুর জেলায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এই পাঁচ নাম করিয়াই বলেন, ইহাঁরাই দেবাদি-দেবের পাঁচশক্তি এবং ইহাঁরাই সৃষ্টিকার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। নদী সৃষ্টি করেন না তো সৃষ্টি করেন কে? পাঁচ নদী পাইলাম। আর দুইটি? ইন্দ্রাণী ও শক্রাণী বা শক্রী।

(৬) ইন্দ্রাণী—বর্দ্ধমান জেলার নদী ছিলেন। ইন্দ্রাণী পরগণা সকলেই চেনে। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ইন্দ্রাণীর ঘাটের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) শতদ্রুনদী ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলায় আজিও বাঁচিয়া আছেন। ইহাঁরাই সরস্বতীর ৭টী অবয়ব। তাই সরস্বতী সপ্তাবয়বা, ৭ ভগিনীর একজন। ঋগ্‌বেদে সরস্বতীর ৭ ভাগের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মানভূমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও ইন্দ্র একই দেবতার চারি প্রকার প্রকাশ ছিলেন। ঋগ্‌বেদ এই স্মৃতি মুছিতে চেষ্টা করিয়া পারে নাই। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ ৭ম। ৪০ সূ। ৬ ঋকে পাইবেন। উহার রমেশ বাবুকৃত অনুবাদ এই :—

"সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেব পত্নীগণ যে ধন আমাদিগকে দান করেন, হে দীপ্তিযুক্ত পূষা! এই দানে বাধা দিওনা। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন। সর্ব্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন।" এই সরস্বতী যে একাধারে নদী ও দেবপত্নী এবং তাঁহার সঙ্গিনী দেবপত্নীগণ ও যে তাহাই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আর এই দেবপত্নী-গণ কাহারা তাহাও ইহার ঠিক পূর্ব্বের ঋকেই পাওয়া যাইতেছে। রমেশবাবুর অনুবাদ এই (৭ম। ৪০। ৫ ঋক্) :—
"অন্যদেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপনীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখা স্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর।' তবেই পাইতেছি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি (বিষ্ণু) সূর্য্যমণ্ডল হইতে নামিয়া আবার নারায়ণ হইয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ (ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি) তাঁহার শাখা স্বরূপ। রুদ্র এখন আর

রৌদ্র প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি আবার স্নিগ্ধ (সুখপ্রদ) এবং গমনশীল যেমন ছিলেন তেমনি ক্ষীরোদসাগরের এক অংশ (উত্তর ভারত) অধিকার করিয়া ঐ অংশের **হরসাগর** নাম সার্থক করিয়াছেন। "**চলন—বিল**" অদ্যিও **হরসাগর**, তাহা হইতে বহির্গত নদ আজিও **হরসাগর (হুরাসাগর)** নদ। ইন্দ্র, হর, হরি, ব্রহ্মা সকলেই ঐ সাগরের ঐ গমনশীল বরুণের এক এক অংশ অধিকার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় **ইন্দ্রসাগর (বরেন্দ্র দেশ) হরিসাগর (হরিকেল— পূর্ব্ববঙ্গ)** ও ব্রহ্মসাগর (ব্রহ্মাণী নদীদ্বয় যে সাগরে পড়িয়াছে) অর্থাৎ সরস্বানের (ঋগ্‌বেদ ৭ম। ৯৫। ৩) নাম সার্থক করিয়াছেন। সৃধাতু গমনার্থক, সুতরাং ব্রহ্মাণীদেবী যদি গমনশীলা আপোময়ী সরস্বতী হয়েন তবে ব্রহ্মাইবা "সুখপ্রদ গমনশীল আপোময় সরস্বান্ বা ব্রহ্মসাগর" না হইবেন কেন.? তবেই পাইতেছি বংশীধারী ঠাকুরটী বাল্যকাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ করিয়া যে বিবাদ বাঁধাইয়া ছিলেন তাহা বশিষ্টের সময়ে, অন্ততঃ তাঁহার কোন কোন যজমানের পক্ষে, প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে। পুরাতন দেবতা হরি (বিষ্ণু) এখন পুনরায় দেবতাগণের মধ্যে বৃক্ষ, অন্যান্য দেবতারা তাঁহার শাখা। রুদ্র এখন মহিমাময় মহেশ্বর। সরস্বতীর সহিত হরদয়িতা, সাবিত্রী, রাধা, পদ্মা এই দান দক্ষা দেবপত্নীগণ মিলিতা হইয়াছেন। পুরাতন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও তাঁহাদের পঞ্চ শক্তি একত্র মিলিত হইয়া নূতন দেবতা পূষা ও অশ্বিদ্বয়ের সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ

করিতেছেন। এই কথাই তবে ঋগ্‌বেদের শেষ সূক্তে লেখা আছে :—

"হে স্তবকর্ত্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক।

অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের সহিত একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন।"

"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে
সংজানানা উপাসতে॥"— ঋগ্‌বেদ ১০।১৯১।২

বিবাদ যে ছিল—দেবতায় দেবতায় বিবাদ—স্তুতিকারীতে স্তুতিকারীতে বিবাদ—তাহাও এই ঋকে পাইতেছি; আর বিবাদ যে মিটিয়াছে তাহাও পাইতেছি। বিবাদ না হইলে মিটিবে কি? আর বিবাদ অনেক দিন মিটে নাই। এখনও তাহার স্মৃতি রহিয়াছে। তাই পূষাকে বলা হইতেছে হে অধুনাতন দেবতা পুরাতন দেবতার পত্নীগণ হরদয়িতা, রাধা, পদ্মা প্রভৃতি নদারূপে যে ধন আমাদিগকে দান করেন এই দানে তুমি বাধা দিওনা। তাঁহাদের নাম বলিলে যদি রাগকর নাম নাই বলিলাম।

এই বিবাদের কথা আপনাদিগকে এত বিস্তার করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই :—দেখিতে পাইতেছেন মানভূমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা ও ইন্দ্র পূজা এক সঙ্গে হইত। নদীগুলির নাম দেখিয়া ইহা বুঝিতে বাকী থাকেনা। আর সেই মানভূম অঞ্চলে এখনও

সেই চারি দেবতার পূজা এক জ্ঞানেই হয়। বঙ্গবাণীর দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩০) ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের "ইন্দ্র পূজা ও হরিশয়ন" নামক প্রবন্ধে দেখিবেন মানভূম অঞ্চলে এখনও ইন্দ্রপূজা বর্ত্তমান এবং ইন্দ্র ও হরি এক। তবে ঋগ্‌বেদে হরির নাম নাই কেন? রাধা, পদ্মার (লক্ষ্মীর) নাম নাই কেন? হরের নাম নাই কেন? ইহার উত্তর—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। বঙ্গদেশে ইন্দ্র পূজকের সহিত হরিহরের পূজকের বিবাদ হয়, তাই ইন্দ্রপূজকগণ বিবাদ করিয়া পঞ্জাবে যাইয়া স্তবমালা হইতে যথাসম্ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্তব বাদ দিয়া স্তবমালার নূতন সংস্করণ বাহির করেন তাহারই নাম হয় ঋগ্‌বেদ ; অথচ বেদ অর্থ যে ব্রহ্মজ্ঞান সে জ্ঞানের লেশমাত্রও উহাতে নাই। ব্রহ্ম যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অব্যক্ত অংশ। ব্যক্ত অংশই বাদ পড়িল অব্যক্ত অংশের আর কা কথা? ইন্দ্র পূজক-গণ পঞ্জাবে গেলে তাহাদের এক নূতন দেবতা দাঁড়াইলেন সূর্য্য—একাই দ্বাদশাদিত্য—একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বরুণ ভগ পূষা অর্য্যমা ত্বষ্টা অংশ প্রভৃতি। অর্দ্ধ বয়সী দেবতা থাকিলেন ইন্দ্র, ইনি ব্রাহ্ম কল্পের দেবতা নহেন—পাদ্ম কল্পের দেবতা। মূল দেবতা হইলেন ইন্দ্র ও সূর্য্য। আর সূর্য্যের বিভাগ থাকিলেন পূষা প্রভৃতি, কিন্তু এই পঞ্জাবের বাসাবাড়ীর ব্যবস্থা এই যে এখানে দেবপত্নীদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। পঞ্জাবের আদিত্যগণ শক্তিহীন।

বশিষ্টের কথার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে শুক্লা সরস্বতীর দেশ মানভূম হইতে ইন্দ্র পূজকগণ আর্য্যার দেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়া ঝগড়া করিয়া নীল সরস্বতীর দেশে অর্থাৎ পঞ্জাবে চলিয়া যান। সিন্ধুনদীর 'নীলনদী' অর্থাৎ নীল সরস্বতী এই নাম (নীলাব্) ফিরিস্তার ইতিহাসে পাওয়া যায়। পঞ্জাবে ভগ, পূষা প্রভৃতি নূতন দেবতার সৃষ্টি হয়। বিবাদ চলিতে থাকে। আর নীল সরস্বতীর দেশ হইতে নূতন দেবতাগণ শুক্লা সরস্বতীর দেশে আসিয়া পৌছান। বশিষ্টের সময়ে নূতন পুরাতনে বিবাদ মিটিয়া আসিতেছিল। বশিষ্ট মানভূমেরই ঋষি। তিনি সুদাসের পুরোহিত। সুদাস মানভূমের রাজা ছিলেন। যে সূক্তে আমরা পূষা ও দেবপত্নীগণকে একত্র পাইতেছি তাহা বশিষ্ঠ মানভূমে, সরস্বতী তীরে, বসিয়াই রচনা করিয়া ছিলেন। তাহাতেই অন্য সকল দেবতাকে হরির (বিষ্ণুর) শাখা স্বরূপ বলা হইয়াছে। রাখালরাজবাবু দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে দেবতায় দেবতায় বিবাদ মানভূমে মোটেও নাই। গণেশ পূর্ব্ব বঙ্গেরও রাজসাহী জেলার সপ্তম মন্বন্তরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেবতা। কিন্তু এখনও ঐ সবস্থানে ইন্দ্র গণেশের পায়ে মাথা ঘষিতেছেন *। মানভূমে ইন্দ্র পরম দেবতা হরির সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন।

দেবতায় দেবতায় ও পূজকে পূজকে এই বিবাদ এবং তাহার আপোষ মীমাংসা সংস্কৃত সাহিত্যের উপর এমন একটী প্রহেলিকা আনিয়াছে যে আর্য্যের জন্মভূমি অনার্য্য দেশ বলিয়া প্রতিভাত

হইয়াছে, প্রথম বা ব্রাহ্ম কল্পে যে দেবতা পূজিত হইতেন সেই পরম দেবতা হরি আধুনিক হইয়াছেন, আর তৃতীয় কল্পের সপ্তম মন্বন্তরের নূতন আমদানী করা ভগ পূষা প্রভৃতি দেবতাগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা হইয়াছেন; আর এই খাটি অকৃত্রিম অবিমিশ্র মিথ্যা কথাগুলি আমরা শুনিতেছি, শুনাইতেছি, পড়িতেছি, পড়াইতেছি আর শিখিতেছি, শিখাইতেছি। এইরূপ আরও কতদিন চলিবে তাহার ঠিক কি? তাই এ কথাটার বিস্তার করিতে হইয়াছে।

৯। **মানভূমই যে সপ্তসিন্ধুর দেশ—আর্য্যদিগের প্রাচীন নিবাসভূমি,** নিম্নলিখিত মন্ত্র অপেক্ষা তাহার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে।

"যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিংধুষু।
তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মংধাতুর্দস্যুহংতমমগ্নিং
যজ্ঞেষু পূর্ব্যং নভংতা মন্যকে সমে॥"

ঋগ্বেদ ৮ম। ৩৯। ৮

যে অগ্নি সপ্তমানুষদেশে সমস্ত নদীতে আশ্রিত আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থান বিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্যুহনন করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

* "দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ"॥

রমেশ বাবুর অনুবাদে সপ্তমানুষ দেশের পরিবর্ত্তে "সপ্তমনুষ্য বিশিষ্ট" এই কথা আছে। অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। রমেশ বাবু বলেন "মূলে সপ্তমানুষঃ আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্তসিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসীগণ। পরের কথাগুলি হইতে এই অর্থই আরও প্রতীয়মান হয়।" তবেই হইতেছে যাহাই সপ্তসিন্ধুর দেশ, তাহাই সপ্ত মানুষদেশ—মানবভূমি। আর এই যে তিনস্থান বিশিষ্ট দেশ উহা কি? সপ্তসিন্ধুর দেশ সপ্তমানুষ, আর তিন সিন্ধুর দেশ ত্রিপস্ত্য ইহাই কি অর্থ? ত্রিস্থান-বিশিষ্ট একথাটী বুঝিলাম না। সূচাগ্র স্থান ও স্থান একটী মহাদেশও স্থান। সুতরাং তিনস্থান বিশিষ্ট বলায় পরিচয় পাওয়া গেল না। কথাটী পঞ্জাবের প্রাকৃত—আমার বোঝার কথা নয়। সায়ণাচার্য্যও বোধ হয় বোঝেন নাই—নমোনম করিয়া সারিয়াছেন। তাই অনুবাদও পাইতেছি "ত্রিস্থান বিশিষ্ট"। প্রথম কথাটী 'ত্রি' অর্থ তিন। দ্বিতীয় কথাটী পস ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পসধাতুর অর্থ গ্রন্থন। ত্রিপস্ত্য অর্থ সম্ভবতঃ তিন গ্রন্থিযুক্ত। সপ্তমানুষ সপ্তনদীর দেশ। ত্রিপস্ত্যও তবে তিন নদীর তিন গ্রন্থিযুক্ত দেশ। আমরা জানি মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী ছিলেন, ত্রিভয় আর্য্যা (তিতলিয়া) অর্থাৎ ত্রিধারাময়ী গৌরী বা ত্রিস্রোতার অধিকৃত সমস্ত দেশের অধিপতি হইয়া সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ও সেই কথাই নিশ্চয় বলা হইতেছে। আমাদের 'মানুষদেশ' অর্থাৎ আদিমনুর দেশ এবং আর্য্যাচক্র ধরিতে গোলযোগ হয় নাই বুঝিতে পারিতেছি।

ক্রমশঃ আমরা পাইব, এই আর্য্যাবর্ত্ত বা ত্রিপস্ত্যই আবার "বিবস্বৎ" "গভস্তি" বা "গস্তুস্তিমান্," "নাহুষ" "জ্যোতিষ" এবং "ত্বিষ" নামে অভিহিত হইতেছে এবং মানভূমের ও নাম "পঞ্চকৃষ্টি" "মনুঃ" "মানুষ" "মানব", "প্রত্ন ওকঃ" ও "সপ্তসিন্ধু" পুনঃ পুনঃ পাইব। বঙ্গদেশের লোকগণ বঙ্গাঃ, অতএব মানবদেশের বা মানুষদেশের লোকগণ মানবাঃ বা মানুষাঃ ইহা বোধ হয় ব্যাকরণ সম্মত।

১০। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যে মেদিনীপুর জেলা। এই জেলার এক অংশের নাম ব্রাহ্মণভূমি। ব্রহ্মাণীর অপত্য, অথবা ব্রহ্মাণীর ইহা, অথবা ব্রহ্মাণী বা সরস্বতীর প্রকৃত পূজক বা পণ্ডিত, এই অর্থে ব্রহ্মাণী শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কথা হইয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। ইহা যদি ব্যাকরণ সম্মত হয়, তবে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ ভূমি নাম সার্থক। মেদিনীপুর বামুনঠাকুরের দেশ নহে, পূজ্যপাদ পণ্ডিত-দিগের দেশ—ব্রহ্মাণী নামক দুইটি কল্পকল্পান্তরের নদীর দেশ—মনুসংহিতার দেবনদী সরস্বতী দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। ইহাতেও বুঝিতে হইবে আমাদের স্থাননির্ণয় ঠিক হইয়াছে।

১১। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ব্রহ্মাবর্ত্তই বরাহদেবের যুদ্ধক্ষেত্র *

---

* "তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিম্।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদায়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥
বর্হিষ্মতীনামপুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২২।২৮-২৯

"যজ্ঞস্য যজ্ঞবরাহস্য" ইতি শ্রীধরস্বামী।

আর আমি যেস্থান দেখাইতেছি তাহার মধ্যেই **বরাহভূম, বারাহী নদী।**

বারাহী (ষ্টেশন) গ্রাম এই নদীরই পারে। তবে স্থান নির্ণয়ে ভ্রমের আশঙ্কা আরও কমিয়া গেল। কল্পত্রয়পূজিত শ্যামসুন্দর বংশী রাখিয়া এইস্থানে ভীষণ যোদ্ধবেশে দৈত্য-নিগ্রহের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। '**বরাহ**' অর্থ '**শ্রেষ্ঠযোদ্ধা**'। 'বর' শব্দের উত্তর আঙ্‌পূর্ব্বক হন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় করিয়া বরাহশব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইজিপ্টের এক অতি প্রাচীন রাজার নাম ছিল 'আহ'। তিনি ইজিপ্টের ঐতিহাসিক যুগের দ্বিতীয় রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩৫৬০ অব্দ। ঐ নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত তাহাও বুঝিতেছি, কারণ ইজিপ্টের ইতিহাসেই লেখে আহ (Aha) অর্থ Striker (আঘাতকারী), Fighter (যোদ্ধা)। ঐ রাজার 'আহ' নাম এবং ঐ নামের "যোদ্ধা", 'আঘাতকারী' এইসব অর্থ ইজিপ্ট দেশের পাথরে লেখা আছে। পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের ভাষায় ইহা 'পাথুরে প্রমাণ'—ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। মানুষ যদি আহ হইতে পারে, তবে দেবতার শ্রেষ্ঠ আহ বা বরাহ হইতে ক্ষতি কি? ইজিপ্টের উক্ত রাজা কোন নিকৃষ্ট জীব ছিলেন না। আর ব্রহ্মাবর্ত্তের বরাহদেবকে যদি কোন যাত্রাওয়ালা কোন নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বর্ণনা করে তাহা শুনিয়া আমি কাণে হাত দিব। যদি কোন গ্রন্থের পাতায় ঐ কথা লেখা থাকে তবে বুঝিব তাহা যাত্রার পালা, দৈত্যের কথা বা

শত্রুপক্ষের জাল। শত্রু যে ছিল তাহা তো আপনারা দেখিয়াছেন—বুঝিব যে কোন কারণেই হউক উহা প্রক্ষিপ্ত। 'অজ' কথার অর্থ পরব্রহ্ম—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। 'অজ' কথার একটা নিকৃষ্ট অর্থও আছে। তেমনি বরাহ কথারও একটা নিকৃষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া—যখন আমি বলিব আমার শ্রী, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ লাঞ্ছিত হরি বা শ্যামসুন্দরই অজ, তখন যদি আমার কথার কেহ কুব্যাখ্যা করে সে আমার শত্রু, সে পাষণ্ড তাহার মুখ দেখিব না তা সে যতবড় পণ্ডিতই হউক না কেন। বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা অতি সত্য। আমি বাঁচিয়া আছি একথা যেমন সত্য, সূর্য্য চন্দ্র বর্ত্তমান আছে একথা যেমন সত্য, বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথাও তেমনি সত্য। কারণ তাঁহার লীলার চিহ্ন আজিও স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর তাঁহার আবির্ভাবের কালও নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং করা হইয়াছে। তখন প্রলয়ের অন্ধকার ঘিরিয়া আসিতেছিল, প্রচণ্ডভূমিকম্পে বিশ্বসংসার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছিল; আর তখন একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূধর জলধি জলে ডুবিয়া যাইতেছিল, আর অপর দিকে বালুকা, কর্দ্দম, কয়লা সহ বিস্তীর্ণ ভূভাগ সকল সমুদ্রগর্ভ ও নদীগর্ভ হইতে উঠিতেছিল। সেই সময়ে বরাহদেবকে অন্য কেহ দেখিয়া ছিল কিনা তাহা আমি জানি না—ভক্ত তাঁহাকে দেখিয়াছিল—কোন ঘৃণ্য পশুরূপে নহে, ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'আহ' বা যোদ্ধরূপে; আর সেই প্রাণের দেবতা,

কল্পত্রয়ের শ্যামসুন্দর বংশীবাদনকে তখন প্রণাম করিয়াছিল এই বলিয়াঃ—

"নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং।
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ।
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ॥
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্।
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥"

আর বলিয়াছিল, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী বরাহ হে একবার আমার ভীতি দূর কর। তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার! আমরাও বলি হে বরাহদেব! তোমাকে কোটি কোটী নমস্কার। সেই বরাহ-দেবের লীলা ভূমিই ব্রহ্মাবর্ত্ত। তাহাই আর্য্যদিগের প্রাচীন নিবাস-ভূমি। সেই **ব্রহ্মাবর্ত্ত**—সেই **বরাহভূমি**—আপনারা পাই-য়াছেন।

১২। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলেন ব্রহ্মাবর্ত্তেই প্রাতঃস্মরণীয় ভক্ত ধ্রুবের পিতামহ আদিমনুর রাজধানী ছিল *। ছেলে বেলা হইতে যাঁহারা পুরাণ-পাঠ শোনেন, আর পুরাণ-পাঠ বলিতে ভাগবত পাঠ বোঝেন তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছি, অতএব কথায় কথায় স্কন্ধ অধ্যায়ের বোঝা স্কন্ধে উঠাইবার প্রয়োজন দেখিনা। মনুর রাজ্য নিশ্চয়ই মানবভূমি। ইহাতে ব্যাকারণের ভ্রম নাই। মানবভূমির লোক মানব। তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তের লোক,

দুই ব্রহ্মাণীর মধ্যে তাঁহাদের দেশ, অতএব তাঁহারা ব্রাহ্মণ। আমি বুড়ামানুষ এখন আর জাতি ভেদ মানিয়া চলিবার সময় নাই। ঐ দুই পবিত্র দেশের—মান (ব) ভূম অর্থাৎ মানবভূমির এবং মেদিনীপুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভূমির—সমস্ত লোকদিগকে জাতি বিচার না করিয়া প্রণাম করিতেছি "মানবেভ্যো নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষরাই জগজ্জননী ব্রহ্মাণীর "ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতি-ভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা" সরস্বতীর প্রাচীন পূজক, তাঁহারাই সরস্বতী দেবীর স্তব পড়িতেন ঃ—

"মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা শ্রীঃকৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা।"

---

* "প্রজাপতিসুতঃ সম্রাণ্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাংমহীম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৩য়স্কন্ধ—২১ অধ্যায় ২৫ শ্লোক।

সেই পরম দেবতার পূজকের বংশধর গণকে প্রণাম করিবনা তো কাহাকে প্রণাম করিব! বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের লোকেরাও বাদ পড়িতেছেন না। তাঁহাদেরও সকলকেই জাতি বিচার না করিয়া প্রণাম করিতেছি 'ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' 'মানবেভ্যো নমঃ'।

১৩। আবার একটা ব্যাকরণের কথা তুলি—ভয়ে ভয়ে। কারণ ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমি "ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার।" জাতি কথার ব্যাকরণ সম্মত প্রাথমিক অর্থ caste বা বর্ণ, যেমন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতি—একথাই আমি স্বীকার করি না। অভিধানে লেখা আছে—জন ধাতু ভাবে ক্তি = জাতি—

অর্থ—"প্রকার, জন্ম"—মানিয়া লইলাম। জন ভাবেক্তি—অর্থ "বংশ"—মানিতে পারিলাম না। বংশটা জন্মিবার ভাব বা প্রকার নহে। লোকে সদ্বংশে জন্মে, অতএব এটি অধিকরণ বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়। এখানে জাতি অর্থ family in which one is born.

জন কর্ত্তরি ক্তি—অর্থ "ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, ঘটত্বাদি"—মানিতে পারিলাম না। লোক ব্রহ্মাণাদিবর্ণে জন্মে; যে জন্মে সে যদি জাতি হয় তবে জাতিভেদ কেমনে হইল? কে বৈশ্য, কে ক্ষত্রিয়, কোনটী ঘট, কোনটী পট, চিনিব কিরূপে? এটিও অধিকরণ বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়, এখানে জাতি অর্থ the class in which one is born (or placed). অভিধানকার একমাত্র অধিকরণ বাচ্যের পদ দেখাইয়াছেন—

জন অধিকরণে ক্তি—অর্থ "চুল্লী" যাহাতে অন্ন জন্মে।

∴ এই কষ্টকল্পনার পদভিন্ন আর অধিকরণ বাচ্যের পদ অভিধানকারগণ খুজিয়া প্রাপ্ত হয়েন নাই। আমি বলি "ইহাতে জাত"ইহাই জাতি কথার বৈশিষ্ট্য, **অতএব জাতি কথার প্রধান এবং প্রথম অর্থ দেশ—জন্মভূমি।**

উদাহরণ লউন

জাতীয় বিদ্যালয়—ব্রাহ্মণের বিদ্যালয় নহে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যালয় নহে, হিন্দুর বিদ্যালয় নহে, মুসলমানের বিদ্যালয় নহে—দেশীয় বিদ্যালয়।

জাতীয় পরিচ্ছদ অর্থ—বৈশ্যের বা কায়স্থের পরিচ্ছদ নহে, দেশীয় পরিচ্ছদ।

জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় ভাষা, জাতীয় ঔষধালয়, জাতীয় বস্ত্রালয়, জাতীয় আচার ব্যবহার, ইহার কোন স্থানে বৈশ্য বা কায়স্থের গন্ধও নাই—জাতীয় অর্থ দেশীয়।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে আছে (গৌড় লেখমালা) "**চট্ট ভট্টজাতীয় জ্যেষ্ঠকায়স্থ মহামহত্তর দশ গ্রামিক প্রভৃতি বিষয় ব্যবহারী সকল**"—এগুলি পদের নাম, যেমন জমানবিশ সুমারনবিশ প্রভৃতি। ইহাদিগের জাতি বিচারের প্রয়োজন নাই। কোন মহালের কর্ম্মচারী জানিলেই হইল। "চট্ট ভট্টজাতীয় ক্ষেত্রকর সকল" ইহাদিগেরও জাতি বিচারের প্রয়োজন দেখিনা। দেবপালের তাম্রশাসনেও উপরোক্ত কর্ম্মচারীদিগের উল্লেখ আছে—এইরূপে—"**গৌড়মালব খশহূন কুলিক কর্ণাট লাট চাটভাট সেবকাদীন্** ইহার অর্থ বোধ হয় কেহ করিবেন না— গৌড়বর্ণের চাকর, মালববর্ণের চাকর, কর্ণাটবর্ণের চাকর। এ স্থলে চাটভাট দেশের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্ম্মচারী-দিগের উল্লেখ থাকাই প্রয়োজনীয়, তাই উভয় তাম্রশাসনে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। জাতীয় অর্থ দেশীয়। আর ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রশাসনে পাইবেন (ঢাকার ইতিহাস প্রথম ভাগ ৫৩৭ পৃষ্ঠা)।

"চট্টভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হম্মানয়তি"— অর্থ—চট্টভট্ট জাতীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোক দিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। শেষোক্ত স্থানে জাতি

কথার অর্থ দেশ না হইয়া আর কিছুই হইতে পারে না। চাট ভাটের দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তের ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কথাই এখানে বুঝিতে হইবে। তবেই সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বাঙ্গলা সহিত্যে উভয়ত্র জাতিকথার অর্থ দেশ পাইতেছেন, জন ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্তি প্রত্যয় হয় তাহাও অভিধানে পাইতেছেন, অথচ যাহাতে পৃথিবীর শতকরা একশত জন লোকই জন্মে, সেটা তাহাদের জাতি নহে, ইহাই অভিধানকারগণের মত। অভিধানকার জাতিশব্দের অর্থ দেশ লিখেন নাই ইহার অর্থ কি? অর্থ আছে। লোকে লোকের জাতি মারিবার প্রথা এ "জাতিতে" অদ্যাপি বর্ত্তমান। 'জাতি' অর্থ দেশ হইলে' তাহা মারা চলে না। অতএব ব্যাকরণ সম্মত জাতি, জাতি নহে, তাহা চুলোয় (চুল্লীতে) গিয়াছে।

১৪। প্রশ্ন উঠিয়াছিল বাঙ্গালা দেশ জন্মিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালি ছিল কোথায়? এখন ইহার উত্তর সহজ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালি কি মানব জাতীয়? জবাব অবশ্য পাইব হাঁ। তবে বাঙ্গালি বঙ্গদেশ জন্মিবার পূর্ব্বে মানব জাতিতে—মানবদেশে বা মানবের জন্মভূমিতে মানভুমে ছিল– সেই দেশবাসীরাই মানব আর কেহ মানব নহে। বাঙ্গালা দেশে কি ব্রাহ্মণ জাতীয় কেহ আছেন? হাঁ আছেন। তবে তাঁহারা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ছিলেন ব্রাহ্মণের জাতিতে, ব্রাহ্মণের দেশে, ব্রহ্মাবর্ত্তে, ব্রাহ্মণভূমে অর্থাৎ দুই ব্রহ্মাণী নদীর মধ্যে। ঐ দুই নদী হইতেই তাঁহাদের ব্রাহ্মণ নাম হইয়াছিল।

আপনারা বলিবেন এ জাতি বিচার একটু অদ্ভুত হইল। হাঁ অদ্ভুত বটে—কিন্তু আমাকে সহজে হটাইতে পারিবেন না। সাবেক প্রণালীর বিচার করা যাক্। ব্রাহ্মণ কে? না দ্বিজ। দ্বিজ কে? "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"॥ "কেবল জন্মমাত্র ধরিলে সকলেই শূদ্র, উপনয়ন সংস্কার হইয়া যখন তাহার ব্রহ্ম বা বেদপাঠ আরম্ভ হয় তখন সে বেদের ভিতর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে তখনই সে দ্বিজ, তখনই সে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে নহে"—এই তো কথা? বেশ ধরুন একজন শূদ্র আছে—আমি কিন্তু শূদ্র কে তাহা জানি না; আমার নিকট এদেশের সকল লোকই আর্য্যা নদীর তীর নিবাসী অতএব আর্য্য—আর্য্যার—দুর্গার পূজক অতএব আর্য্য—অতএব আমার নমস্য— আর্য্য কেন আর্য্যের দাসানুদাস আমার নমস্য; ধরুণ কেহ একজন প্রকৃত শূদ্র আছে, তাহাকে না বলিয়া কহিয়া আচার্য্যের নিকটলইয়া গিয়া উপনয়ন সংস্কার দেওয়া গেল। সে বেদ বা ব্রহ্ম পাঠ ও কিছু করিল। তবে কি সে সেই দণ্ডেই দ্বিজও ব্রাহ্মণ হইল? বোধ হয় ইহা কেহ স্বীকার করিবেন না। তবে তো যে জন্মাবধি শূদ্র ছিল, সে শূদ্র থাকিয়াই গেল। তবে দ্বিজের বা ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা বা definition কি?আমি তো উপরোক্ত সংজ্ঞা ভিন্ন আর কোন সংজ্ঞা জানি না। ঐ সংজ্ঞার দ্বিজ কথার ব্যাখ্যা তো নিতান্ত লাঠি মারা ব্যাখ্যা। উহাতে যুক্তিতর্ক নাই বা খাটেনা। আর বেদ পড়িলেই যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে ক্ষাত্রিয়ও বৈশ্যের ও বেদ পঠের

অধিকার আছে তাঁহারাও বেদ পাঠ করেন। তবে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। তবে তো চড়ার এপার ও ভাঙ্গে ওপার ও ভাঙ্গে থাকিবে কি ?

আমি এক পার রাখিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দুইবার জন্মের কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেলনা। পক্ষী দ্বিজ। মায়ের পেট থেকে একবার ডিম থেকে একবার এই দুইবার জন্মিয়া পক্ষী দ্বিজ হয়। পর্ব্বতগুলি দ্বিজ কারণ, শুনিয়াছি—এখনও শুনি—উহারা জন্মিয়া জলের উপরে ছিল পরে সমুদ্রের তলে গিয়াছিল আবার শ্রীভগবানের আদেশে জলের উপরে উঠিয়াছে। দন্ত দ্বিজ—কারণ বাস্তবিকই দন্ত দুইবার জন্মায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যতো এ তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মধ্যেই নহেন। তবে তাঁহারা দ্বিজ হইলেন কিরূপে ? অভিধান দেখা যাক্। দ্বিজ কথার একটি প্রতি শব্দ দ্বিজন্মন্—যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। মনুষ্য দ্বিজ যদি আকাশ কুসুম হয় তবে মনুষ্য দ্বিজন্মন্ "খ পুষ্প"—কেহ দেখে নাই।

আর বেদের একলাইন পড়াইয়া ও গলায় পৈতা দিয়া যদি দ্বিজন্মন্ তৈয়ারী করা যায় তবে কোন একটা বড় বিদ্যালয়ের কুসংস্কার বিরোধী অধ্যাপক পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধসহস্র দ্বিজন্মন্ তৈয়ার করিতে পারেন। ছেলে বেলায় একটি কথা শুনিয়াছিলাম Non causa pro causa এও তাই। Taking for the cause what is not the cause. এই সমস্যার পূরণ হইতেছে এই—ঐ অধ্যাপক মহাশয় গলায় পৈতা

দেওয়াকে কুসংস্কার অথবা সুসংস্কার ভাবুন তাহাতে কিছু আসিয়া যায়না। দেখিতে হইবে ঐ অর্দ্ধ সহস্র বালকের মধ্যে—কয়জন সংস্কারার্হ। সেই কয়জনই পৈতা গলায় দিবার এবং বেদ পাঠ করিবার অধিকারী অন্য কেহ নহে। গলায় পৈতা দেওয়া বা বেদপড়া সংস্কারার্হত্বের,কারণ নহে, লক্ষণ। উহা দেখিয়া বোঝা যায় কে সংস্কারার্হ ছিল এবং কে সংস্কারার্হ নহে। এখন সংস্কারার্হত্বের কারণ খোজা যাক। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলেও সংস্কারার্হ ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের ঘরে জন্মিলেও সংস্কারার্হ। তাহা হইলে এই তিন বর্ণের মধ্যে কোন সাধারণ বিশেষণ (attribute) আছে যাহা এই ত্রিবর্ণের বাহিরে অন্য কাহারও নাই। সেটি কি ? দ্বিজ কথার আর একটি প্রতিশব্দ আছে—সেটি "দ্বিজাতি"। এইবার ধরিয়াছি। যাঁহার দুই জাতি অর্থাৎ দুই দেশ তিনিই দ্বিজাতি। পূর্ব্বে মানভূম যাঁহাদের দেশছিল এবং পরে আর্য্যাতীরে যাঁহাদের দেশ হইয়াছে তাঁহারাই দ্বিজাতি। তাঁহারাই সংস্কারার্হ। 'জাতি' অর্থ ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য যদি ধরেন তবে দ্বিজাতি এ পৃথিবীতে কেহ নাই। একব্যক্তি এক সময়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে পারেন না। বংশ ধরুন, একব্যক্তি এক সময়ে মুখোপাধ্যায় ও লাহিড়ী হইতে পারেন না। তবেই জাতি অর্থ দেশ বলিতেই হইবে নতুবা দ্বিজাতি ও "দ্যুপ্রসূন" হইয়া দাঁড়াইবে, খুজিয়া পাইবেন না। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে দ্বিজাতি কথাই যদি খাটি কথা তবে দ্বিজকথাটা, যাহাকে আকাশ কুসুম বলা হইতেছে, তাহা সাহিত্যে এত প্রসার লাভ করিল

কিসে ? ইহার উত্তর—জাতি মারিবার চেষ্টা এবং সেই চেষ্টাতে কেঁচো কে পঙ্কজ বলা। জাতি কথার অর্থ অধিকরণ বাচ্য ধরিলে দেশ আর ভাববাচ্য ধরিলেই জন্ম। কিন্তু দেশ এবং জন্ম এক নহে অথচ আমার দরকার আপনার জাতি রাখিব না। তাই "দেশই" "জন্ম" হইয়া দাঁড়াইলেন। গরজ বড় বালাই। একটা গল্প শুনিবেন ? একই কথার নানা অর্থ হয়—যেমন ভব অর্থ শিব আর ভব অর্থ সংসার। সিন্ধু অর্থ সাগর ; সিন্ধু অর্থ নদী। দীন অর্থ দরিদ্র ; দীন অর্থ কাতর। শোনা গেল একব্যক্তি নাকি কাঁদিতেছে আর কহিতেছে "হরি ! তুমি দীনবন্ধু আমাকে ভবসিন্ধু পার কর"। হরিবাবুর দয়ার শরীর, তিনি টাকা পয়সা লইয়া বাহির হইলেন, এ গরীবকে শিবসাগর জেলা পার করিয়া দিবেন। কিন্তু ঐ জেলার কোথাও ঐ দরিদ্রকে খুজিয়া পাওয়া গেলনা। মানুষের মধ্যে খুজিলেও দ্বিজন্মন্ পাওয়া যাইবে না। জাতি মারার চেষ্টাই এ বিভ্রাটের মূল কারণ। আমার জাতি আমার দেশ তাঁহাকে মারে কে ? ঐটী যে আমার মায়ের দেওয়া জিনিষ, আবার মা স্বয়ং। আমার জাতি বিশ্ব পূজিত ত্রিধারাময়ী গৌরী-পরিবেষ্টিত গৌরীপট্ট—জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্তি। বুঝাইয়া বলিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার জাতি মারিবেন না। আমার জাতির পূজা করিবেন। মা যে আমার দেশমাতৃকা মা আমার শস্য-শ্যামলা স্তনভরনামিতাঙ্গী সকলবিভবসিদ্ধিদায়িনী হৈমবতী হরগৃহিনী গৌরী। জাতি আমার মা—সেই মায়ের কথাই অমরকবি গাহিয়া আকুল হইয়াছিলেন—

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

জাতি কথার বিকৃত অর্থ করিয়াই ১২ রাজপুতের ১৩ চুলা হইয়াছে আর ভাই ভাইয়ের গলা টিপিয়াধরিবার চেষ্টা করিতেছে। তবেই দাঁড়াইল যাঁহারা মানভূম হইতে আয্যাতীরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারাই মানব, তাঁহারাই দ্বিজাতি তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই আর্য্য, তাঁহারাই সংস্কারার্হ এবং ঈশ্বর-নিশ্বসিত অনাদি অপৌরুষেয় কল্পত্রয় সম্মত যে বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা (উপনিষদঃ) তাহার অধিকারী। তাঁহাদের মধ্যে সেই অধিকার বলে বেদপাঠে যিনি নিযুক্ত হইলেন তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের দাবী সুদৃঢ় হইল। পূর্ব্বে উহার দোহারা ভিত্তি ছিল এখন তেহারা ভিত্তি হইল।

(১) তিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত নিবাসীর—দুই ব্রহ্মাণী নদীর মধ্যে যাঁহার জন্মভূমি তাঁহার—সন্তান অতএব ব্রাহ্মণ। তিনি গলায় পৈতা জড়াইবার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ।

(২) তিনি কল্পত্রয় পূজিতা ব্রহ্মাণীর—সরস্বতীর—ব্রহ্মময়ীর পূজকের সন্তান অতএব ব্রাহ্মণ। উপনয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ।

(৩) তিনি বেদ বা ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত করিয়া উপাধি পাইলেন ব্রাহ্মণ। এটি সোনায় সোহাগা, না দিলেও সোনা খাটীই থাকিত। সেই বিশুদ্ধ সুবর্ণের মধ্যে—সংস্কারার্হ ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে—অভিজাত বর্গের মধ্যে যিনি ব্রহ্ম বা বেদ লইয়াই আছেন তিনি ব্রাহ্মণই আছেন। যিনি বেদপাঠের অধিকার

থাকাসত্ত্বেও তাহা ছাড়িয়া তলোয়ার ধরিয়াছেন, তিনি মুখের কথায় ক্ষত্রিয় ; আর বেদপাঠ না করিয়া যিনি ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি বৈশ্য। এইরূপে নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। মুখের কথায় বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ না হইলেও দলিল দস্তাবেজে অর্থাৎ পুঁথিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্বিজাতিই আছেন—তাঁহাদের জাতি কেহ মারিতে পারে নাই। আর এই দ্বিজাতিগণ আমার সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া আছেন ; কেহ রায় মহাশয় কেহ মজুমদার মহাশয় কেহ চৌধুরী মহাশয়। তাঁহারা কোন জাতীয় তাহা উপাধি ধরিয়া বুঝিবার উপায় নাই। আবার কে কোন্ বৃত্তি লইয়া আছেন তাহা দেখিয়া একটা একটা কাল্পনিক "জাতি" বা "জন্মের" খপুষ্পের মধ্যে তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। তাঁহাদের জাতি দুইটাই এখনও সশরীরে বর্ত্তমান। তাঁহাদের জাতির একটীও কোথায় ও যায় নাই। Title Suit করিয়া তাঁহারা উৎকৃষ্ট দলিল দেখাইয়া এখনও মোকদ্দমা ডিক্রী করিতে পারিবেন—শাস্ত্রের আইনে তমাদি নাই। তাঁহারা যে দ্বিজাতি ছিলেন সেই দ্বিজাতিই আছেন এবং দ্বিজাতির সমস্ত অধিকারই তাঁহাদের আছে। সে সম্পত্তি হইতে তাঁহারা বেদখল হইয়া আছেন, দখল লইলেই হইল। তলোয়ার, ধরিলে বা ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য করিলে কাহারও "জাতি" যায় এমন কথা শাস্ত্রেও নাই লোকব্যবহারেও নাই। এ জেলার অনেক ব্রাহ্মণই আম বাগানের উদ্বৃত্ত আম বিক্রয় না করিয়া পারেন না—তাহাতে কোন ব্রাহ্মণের জাতি গিয়াছে এমন কথা

তো শুনি নাই। তবে দখল লইতে হইবে—দখল লইবার পদ্ধতি একটা বাহির করিতে হইবে।

সমাজের পেটে ব্যথা হইয়াছে—কিন্তু চিকিৎসক যদি হঠাৎ আসিয়া না জানিয়া না শুনিয়া রোগ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা না করিয়া রোগীর দাঁত কয়টী উপড়াইতে চেষ্টা করেন তবে রোগী ও আপত্তি করিবে, আর ঐরূপ চিকিৎসায় ও ফল হইবে না। এ দেশের লোক বরাবরই শাস্ত্রীয় প্রণালীর চিকিৎসা ভালবাসে—আমি নূতন কবিরাজ—বয়সে বৃদ্ধ হইলেও চিকিৎসা কার্য্যে নূতন—শাস্ত্রীয় চিকিৎসার একটা ছোট খাট খশড়া চিকিৎসকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আমরা পাইলাম ব্রহ্মাবর্ত্ত নিবাসী গণের—ব্রহ্মাণীর—সরস্বতীর—অর্থাৎ ব্রহ্মময়ীর উপাসক গণের বংশীয়েরা সকলেই ব্রাহ্মণ, বেদ ত্যাগ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ, যাঁহারা করেন নাই তাঁহারাও ব্রাহ্মণ; আবার তাঁহারাই আর্য্যা নদীর তীরে থাকিয়া—আর্য্যার পূজা করিয়া—আর্য্য। বর্ণ ভেদের বিচার না করিয়া তাঁহাদের সকলকেই আমি প্রণাম করিতেছি—

মানবেভ্যো নমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, আর্য্যেভ্যো নমঃ।

১৫। ব্রহ্মাবর্ত্তের—মানভূমের—লোকেরাই যে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার আরও দুই একটী প্রমাণ দিয়াই অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঋগ্বেদ ১০ম ৬০ সূক্তে আছে—"অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল ও মহৎ, মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে। আমরা নমস্কারপরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম।"১

"ধনশালী ও শত্রু সংহারকারী ইক্ষ্বাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পঞ্চজনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে।" ৪

বৈবস্বত মনু ইক্ষ্বাকুর পিতা। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন একথা তাঁহার অপর পুত্র নাভানেদিষ্ঠের উক্তিতে পাওয়া যায়। (ঋ১০ম। ৬১।২১) *। ইহাতে বুঝিতে হইবে বৈবস্বত মনু সমস্ত বঙ্গদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহারই পুত্র, অতএব বঙ্গদেশেও ইক্ষ্বাকুর রাজত্ব ছিল। ইহাই তখন নূতন দেশ। বঙ্গদেশেরই—এই নূতন উজ্জ্বল ভূভাগেরই—এই সূর্য্যোদয়ের দেশেরই প্রশংসা তবে ঋষি করিতেছিলেন—মানভূমের লোক তো বঙ্গদেশেই সূর্য্য উঠিতে দেখে। এই দেশের লোকদিগের কথাই তবে বলা হইয়াছে—পঞ্চজনের লোক তাহারা। **পঞ্চজন মানভূম। অতএব পাইতেছি মানভূমের লোকই বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।**

এই সূক্তে ইক্ষ্বাকুর দেশকে একবার "ত্বেষসংদৃশ" আর একবার 'ত্বেষ' বলা হইয়াছে। ত্বিষ্ কথার অর্থ কিরণ

* "অশ্বয়স্য", অশ্বমেধযাজী মনুঃ তস্য পুত্রস্য—ইতি সায়ণঃ।

অতএব ত্বেষ কথার অর্থ সূর্য্য ধরিলে ক্ষতি হয় না। বিষ্ণু পুরাণে ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের একটীর নাম বলা হইয়াছে গভস্তি বা গভস্তিমান্। গভস্তি অর্থ সূর্য্য। অতএব যাহাই ত্বেষ দেশ তাহাই গভস্তি, তাহাই বিবস্বানের অর্থাৎ সূর্য্যের সদন বা কেবল মাত্র বিবস্বৎ দেশ। নহুষের পিতামহ পুরূরবা, নহুষ স্বয়ং এবং তাঁহার পুত্র যযাতি চক্রবর্ত্তী ছিলেন অতএব তাঁহারা সকলেই সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর। অতএব বঙ্গদেশ নাহুষ দেশ।

৮ম।৫২।১ ঋকে 'মনৌ' বলিয়া মানভূম এবং 'বিবস্বতি' বলিয়া বঙ্গদেশ বুঝান হইয়াছে :—

"যথা মনৌ বিবস্বতি সোমং শক্রাপিবঃ সুতং।"

সায়ণাচার্য্য বিবস্বান্ এবং মনুকে এক করিয়া এই ঋকের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। রমেশ বাবু সে ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহার অর্থ "হে ইন্দ্র মানভূমে ও বঙ্গদেশে যেরূপ সোম পান করিয়াছ।"

৬ম।৪৬।৭ ঋকে "নাহুষীষু" বলিয়া বঙ্গদেশের এবং পঞ্চক্ষিতি বলিয়া মানভূমের উল্লেখ করা হইয়াছে। রমেশ বাবুর অনুবাদ এই—"হে ইন্দ্র $\frac{\text{মানবগণের}}{\text{নাহুষ দেশের B}}$ মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং $\frac{\text{পাঞ্চক্ষিতিতে}}{\text{মানভূমে B}}$ যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বল সহকারে তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর। ১।

পঞ্চক্ষিতি যে পঞ্চজন বা পঞ্চকোট অর্থাৎ মানভূম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব নাহুষ দেশ বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশ হইতেই পাঞ্জাবীগণ পঞ্জাবে গিয়াছেন। তাই ঋগ্‌বেদের পাঞ্জাবী ঋষিরা ও আর্যা অর্থাৎ আর্য্যা তীরবাসী—মহানন্দা নদীর পারের লোক। ঠিক সেই কারণেই তাহারা বিবস্বৎ বা নাহুষ দেশের লোক এবং পঞ্জাব ও এই কারণে আর্য্য দেশ বা বিবস্বৎ। তাই ১০।৭৫।১ ঋকে—সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা ও শতদ্রুর দেশকে বিবস্বানের সদন বলা হইয়াছে। রমেশ বাবু সায়ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া "বিবস্বতঃ সদনে" অর্থ করিয়াছেন যজমানের গৃহে। উহার অর্থ করুন, উত্তর ভারত— ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইবে।

"প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।"

"হে জলগণ $\frac{\text{যজমানের গৃহে}}{\text{উত্তর ভারতে B}}$ কবি তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখা করিয়াছেন।" উত্তর ভারতই গঙ্গা যমুনা শতদ্রু ও সিন্ধুর দেশ; তবেই আমাদের স্থান ধরিতে গোলযোগ হয় নাই।

১৬। এইবার পুনরায় জাতি বিচারের পালা। আপনারা বলিবেন 'পাইয়াছি মানবভূমি হইতে কতক লোক আসিয়া আর্য্যা-তীরে—ত্বেষদেশ বা গভস্তিদেশে—"বিবস্বতঃ সদনে" বসবাস করিল। তাহারাই দ্বিজাতি বা সংস্কারার্হ। কিন্তু বঙ্গ দেশের এবং

উত্তর ভারতের সমস্ত লোকই যে মানভূমের আমদানি তাহা কে বলিল ? ঋগ্‌বেদে তো দাস জাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই নিম্ন বর্ণের লোক, আর যাহারা মানভূম হইতে আসিয়াছিল তাহারাই দ্বিজাতি।' এইপথ ও ঋগ্‌বেদ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঋগ্‌বেদ তারস্বরে বলিতেছেন বিবস্বানের দেশে—সূর্য্যের দেশে—দাসের নাম পর্য্যন্ত ইন্দ্র রাখেন নাই। ইন্দ্রপূজকগণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়াছে। দাসদিগের মধ্যে যে পারিয়াছে প্রাণ লইয়া সুদূর বনভূমিতে পলাইয়া গিয়াছে। সে দাসগণ তো আজিও বনে জঙ্গলে দাসই আছে, দ্বিজাতি দিগের সহিত এখনও তো তাহাদের কোন সংশ্রব নাই, তাহারা দ্বিজাতির দেবতার ও পূজা করে না, দ্বিজাতির ভাষায় ও কথা বলেনা। দ্বিজাতির কেহ তাহাদের ভাষা বোঝে না। বিবস্বানের দেশে—উত্তর ভারতে বা বঙ্গ দেশে এই সব লোক—যাহাদিগকে Census Report—Animists নাম দেয়—উপনিবেশকারী বলিয়া উল্লিখিত। তাহারা এই দেশের প্রকৃত অধিবাসী এখনও নহে, মানবগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পর কখনও ছিলওনা। সংবরণ ঋষি ডাকিয়া বলিতেছেন :—

"ততক্ষে সূর্য্যায় চিদোকসি
স্বে বৃষা সমৎসু দাসস্য নামচিৎ"। ঋ ৫।৩৩।৪

"হে কামনাপূরক (ইন্দ্র) তুমি ~~বিবস্বৎ দেশের লোকের~~ সূর্য্যের B প্রতি (অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ) দাসের সহিত ~~তাহাদের নিজের~~ ত্বদীয় B গৃহে (অর্থাৎ বিবস্বৎ দেশে B) যুদ্ধ করিয়া তাহার (দাসের B)

নাম পর্য্যস্ত নষ্ট করিয়াছ।” মূলে ততক্ষে আছে। ‘তক্ষ’ ধাতুর অর্থ চাঁচিয়া ফেলা। নাম পর্য্যস্ত চাঁচিয়া ফেলিলে আর দাসের থাকিল কি ?

অতএব বঙ্গদেশে দাস কেহ ছিলনা, দাস কেহ নাই। দাসগণ এখনও তাহাদের সকল প্রকারের পার্থক্য বজায় রাখিয়া বনে জঙ্গলে বাস করিতেছে; আর আমরা নিজেদের ভাইদিগকে অযথা দাসের গণ্ডীতে ঠেলিয়া দিতেছি।

বৈবস্বতমনু নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার এক নপ্তা শূদ্র হইলেন, আর এক পুত্রের বংশধরগণ বৈশ্য হইলেন, আর এক পুত্রের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ হইলেন। একথা আমি একা বিষ্ণু-পুরাণে পাঠ করি নাই, আপনাদের মধ্যে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। অতএব ঐ স্থলে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে শূদ্র তাহা বৃত্তি বা আচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। প্রকৃত জাতি দেশে—বংশে নহে। সেই জাতিকে চুলায় দিবার জন্যই জাতিকথার বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যে ভাষা বলেন তথা-কথিত শূদ্র ও সেই ভাষা বলে, দ্বিজাতিগণ যে দেবতার পূজা করেন, তথাকথিত শূদ্র ও সেই দেবতার পূজা করে। তবে একজন দাস আর একজন দ্বিজাতি হইল কিরূপে ? চেহারায় বলুন, আচারে বলুন, শিক্ষায় বলুন, প্রতিভায় বলুন, তথাকথিত শূদ্রগণ দ্বিজাতি হইতে কোন্ বিষয়ে পৃথক্ ? তবে এ ঠেলাঠেলি রেশারেশি কেন ? প্রকৃতই আমাদের জাতিভেদটা কাল্পনিক, আমরা সকলেই এক জাতীয়। কাহার ও জাতি মারা যায় না। যে যে জাতীয়, সে সেই জাতীয়ই থাকে। তাই আবার বলি এই Heresy বা দুষ্টমতের জন্য আমার জাতি মারিতে

কেহ পারিবেন না। জাতি আমার শস্য শামলা সুজলা সুফলা দেশমাতৃকা—গৌরীর দান—আবার স্বয়ং গৌরী। মানবজাতি হইতে আপনারা আসিয়া এই জাতিতে বাস করিয়া সকলেই দ্বিজাতি হইয়াছেন। এটা আর্য্যা নদীর দেশ, তাই আপনারা সকলেই আর্য্য, খাটি আর্য্য, ৺/১৯৵// আর্য্যও নহেন একেবারে ষোল আনা আর্য্য। আপনার সকলেই আর্য্যা অর্থাৎ দুর্গার উপাসক অতএব আর্য্য। আর আপনারা সকলেই দুই ব্রহ্মাণী নদীর দেশ হইতে আসিয়াছেন অতএব ব্রাহ্মণ।

যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর এইরূপ —বাঙ্গালি মানবজাতীয় বাঙ্গালি ব্রাহ্মণজাতীয়। বাঙ্গলা দেশ জন্মিবার পূর্ব্বে সে ছিল মানব ভূমি বা মানভূমে এবং ব্রাহ্মণভূমি বা মেদিনীপুরে—মধু কৈটভের মেদদ্বারা দৃঢ়ীকৃত মেদিনীতে। মা আর্য্যে ত্বমেব—

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা
ত্বমেব
মুরারিবল্লভাদেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।
সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ ॥

ইংরাজ বাজার
ম' আলদহ
১৯শে ফেব্রুয়ারী
১৯২৫

শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

তাহার পূর্ব্বে ?

বাঙ্গালির আদিম নিবাস স্থানের আদিম দেবতা কে ?

১। আমরা পাইয়াছি পূর্ববাহিনী সরস্বতী বা উত্তর ব্রহ্মাণী এবং দৃশদ্বতী বা দক্ষিণ ব্রহ্মাণীর মধ্যে যে স্থান তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং তাহার মধ্যেই আদিমনুর রাজধানী ছিল। সেই-জন্য সে দেশ মানবভূমি বা মানভূম নামে খ্যাত হইয়াছে। দৃশদ্বতীর দক্ষিণে ও তো গ্রাণাইট্ পাথরের দেশ আছে। তাহাও তো অতি প্রাচীন স্থান। তাহার কি কোন উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নাই ? পুরাণাদিতে পাওয়া যায় আদিমনুর পুত্র প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপপতি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি জম্বুদ্বীপে—পিতার রাজধানীতে—থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং তাঁহার সপ্তপুত্রের মধ্যে অগ্নীধ্র তাঁহার অধীনে জম্বুদ্বীপের রাজা এবং অন্য ছয়পুত্র পুষ্কর, কুশ, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলি এবং শাকদ্বীপের রাজা ছিলেন। অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ, এবং ঋষভের পুত্র ভরত। ভরত মহানদীতীরে তপস্যা করিতে করিতে একটী হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে পতিত হন এবং পরে

জড়ভরত নামে খ্যাত হ'ন। এই ভরতের নাম হইতে তাঁহার রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের মধ্য-স্থলে ইলাবৃতবর্ষ। অন্য সাতটি, ও ভারতবর্ষ ধরিলে, আটটী বর্ষ ইলাবৃতের চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত পদ্মের দলের ন্যায় সংলগ্ন। ইলাবৃতের দক্ষিণে **কিম্পুরুষ** ও **হরিবর্ষ** এবং তাহাদেরও দক্ষিণে **ভারতবর্ষ**। এই হিসাবে পাওয়া যাইতেছে ভারতবর্ষ প্রিয়ব্রত রাজার সাম্রাজ্যের ৬৩ ভাগের এক ভাগ ; এবং এই বর্ষের সীমা অথবা মধ্যদিয়া মহানদী প্রবাহিতা।

২। ধর্ম্মপাল রাজা পাটনা হইতে তাম্রশাসন বাহির করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখা আছে "উত্তরাপথের নৃপতিগণের প্রেরিত অশ্বসৈন্যের যাতাযাতোত্থিত ধূলি দ্বারা আমার রাজধানীর বায়ু ধূসরিত হইতেছে এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপের নরপতিগণ আমাকে সম্মান করিবার জন্য পদাতি সৈন্য লইয়া নিজেরাই আসিয়াছেন ; ঐ সৈন্যের ভারে পাটলিপুত্র নগর যেন বসিয়া গিয়াছে।" কবির বলিবার উদ্দেশ্য এই—"সমস্ত উত্তরাপথ এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপ ধর্ম্মপালের শাসনাধীন ছিল।" তবেই পাইতেছি জম্বুদ্বীপ পাটনার দক্ষিণে। ধর্ম্মপালের পুত্র মুঙ্গের হইতে তাম্রশাসন বাহির করেন, তাহাতেও ঐ কথা লেখা আছে। তবেই পাইলাম জম্বুদ্বীপ গঙ্গানদীর দক্ষিণে। সকল পুরাণেই এই কথা লেখা আছে যে মন্দর পর্ব্বত সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে এবং সুমেরু পর্ব্বতই জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে। যে কোন মানচিত্র দেখিলেই আপনারা পাইবেন রাজমহল পর্ব্বতের নাম 'মন্দরগিরি'। ঐ

পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গের নিকট ভাগলপুর জেলায় প্রসিদ্ধ "মন্দরগিরি তীর্থ"। পূর্ব্বকালে মন্দরগিরির পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রনামক সমুদ্র ছিল, সেইজন্য মন্দরগিরির নাম হইয়াছে "ইন্দ্রকীল"। ইন্দ্রসমুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রের এক অংশ। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বলিয়াছেন মন্দর গিরিতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া লাগিত। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রে পাইবেন রাজমহল পর্ব্বতের পশ্চিম হইতেই গ্রাণাইট্ পাথরের দেশের আরম্ভ। অতএব ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমে কখনও সমুদ্র ছিলনা, সুতরাং ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকেই ক্ষীরোদ সমুদ্র ছিল এবং তাহারই এক অংশের নাম ইন্দ্রসমুদ্র ছিল; এই জন্যই মন্দর পর্ব্বতের ইন্দ্রকীল অর্থাৎ ইন্দ্রের বাঁধ (Embankment) এই নাম হইয়াছে। কীলালধি অর্থ যদি সমুদ্র হয় তবে ইন্দ্রকীল অর্থ ইন্দ্রসমুদ্রের বাঁধ একথাটা বোধ হয় খুব বিস্ময়জনক নহে। তবেই পাইতেছি **জম্বুদ্বীপ রাজমহল পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে**। সমস্ত পুরাণেই লেখে জম্বুদ্বীপ পদ্ম পত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুলাকার। তাহার চতুর্দ্দিকে সমুদ্র, ঐ সমুদ্রের কোন অংশ বেষ্টন করিয়া সপ্তদ্বীপের অন্য আর একটী দ্বীপ আবার তাহার বাহিরে অন্য আর একটী দ্বীপ। এক কথায় বলিতে গেলে এই সপ্তদ্বীপের কথা এইরূপে বলা যায়। একটী পদ্মের অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুঁড়ির যদি উপরের ভাগ কাটিয়া ফেলা যায় তবে গোলাকার বীজকোষ জম্বুদ্বীপের মত দেখাইবে এবং পদ্মেরদলের অবশিষ্ট অংশগুলি পুষ্কর, কুশ, প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপের

ন্যায় দেখাইবে। একথা আমি ভাগবত পুরাণে পাইয়াছি আমার মনগড়া কথা নয়।

৩। আমাদের দেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন দেখিতে পাইবেন গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহল পর্ব্বতের পশ্চিমে এবং মহানদীর উত্তরে যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ তাহা প্রায় বৃত্তাকার এবং তাহার চতুর্দ্দিকেই পুরাকালে সমুদ্র ছিল। এইটাই তবে জম্বুদ্বীপ হওয়ার কথা। ইহার চতুর্দ্দিকে, নিকটে এবং দূরে, যে সমস্ত গ্রাণাইট পাথরের দেশ আছে তাহা-দিগকে দেখিলে পদ্মকলিকার কর্ত্তিত নিম্নভাগের কথা স্বতঃই মনে পরে। পূর্ব্বকালে এই সব গ্রাণাইট পাথরের দেশগুলি প্রকৃতই মহাজলধির মধ্যে এক একটি দ্বীপের ন্যায় ছিল। তবে এইগুলিই বুঝি প্রিয়ব্রতের সপ্তদ্বীপ। দেখাই যাক না।

৪। জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থানে **ইলাবৃতবর্ষ** এবং তাহার কেন্দ্রস্থানে **সুমেরুপর্ব্বত**। ইলাবৃত বর্ষের সীমা—উত্তরে ও দক্ষিণে **নিষধ** ও **নীলপর্ব্বত** এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে **মাল্যবান্** এবং **গন্ধমাদন পর্ব্বত**। পুরাণকারগণ বলেন **পরিপাত্র** ও **নিষধপর্ব্বত** একই। এই পর্ব্বত পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। নর্ম্মদার উত্তরে যে **বিন্ধ্যপর্ব্বত** তাহারই নাম **পরিপাত্র** ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহা পশ্চিমদিকে সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকের অংশ রাজমহল পর্ব্বতে আসিয়া মিলিয়াছে। ঐ পর্ব্বত ও পূর্ব্বে সমুদ্রের পারে ছিল। সুতরাং বিন্ধ্যগিরির এই পূর্ব্বাংশের নাম

নিষধ হইতেছে। রাঁচি ও লোহার ডাগার পশ্চিমে একটি "মাল্যান" অর্থাৎ "মাল্য আন" পর্ব্বত আছে ইহা যে মাল্যবান পর্ব্বত তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছেনা। বালেশ্বরের নিকট একটী নীলপর্ব্বত আছে উহা পশ্চিম দিকে যাইয়া ঐ মাল্যবান পর্ব্বতে মিশিয়াছে। রাঁচি জেলার পূর্ব্বদিকে একটি পর্ব্বত আছে। তাহার নাম জানিতে পারি নাই *। কিন্তু বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদী ঐ পর্ব্বত হইতে নামিয়াছেন। খুব সম্ভব ঐ পর্ব্বতের নামই গন্ধমাদন। তবেই ইলাবৃত বর্ষের চতুঃসীমা পাওয়া গেল। ইহার মধ্যস্থানে খুজিয়া দেখুন একটী সারু নামক পর্ব্বত শৃঙ্গ পাইবেন, ঐ নামে একটি চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে দাঁড়ায় সাঁরু। এই কথা সুমেরু হইতে বড় বিভিন্ন নয়। তবেতো ইলাবৃতকে আমরা ঠিকই ধরিয়াছি। নিজের দেশে † পাইয়া বাঙ্গাল আপনাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছে না। আপনারা Imperial Gazetteer এর ভূচিত্রাবলী ও অন্যান্য মানচিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৫। এখন অন্যান্য গ্রাণাইট পাথরের দেশের কথা বলি। কোন্ পুরাণে কোন্ কথা পাইয়াছি তাহা আমার ইংরাজী প্রবন্ধে লেখা আছে; অবসর মত মিলাইয়া দেখিবেন। আজমীড় দেশে পুষ্কর তীর্থ আছে ইহা সকলেই জানেন। ঐস্থানেই একটী গ্রাণাইট্ পাথরের দ্বীপ পাওয়া যাইতেছে। উহাই তবে পুষ্কর

---

* পারিশিষ্ট দেখুন।

† এই প্রবন্ধ মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল।

দ্বীপ। পুরাণে আছে কুশ দ্বীপের একটি পর্ব্বতের নাম চিত্রকূট। আমরা জানি বুন্দেলখণ্ডের একটি পর্ব্বতের নাম চিত্রকূট। আবার বুন্দেলখণ্ডে একটি গ্রাণাইট্ পাথরের টুকরা পাইতেছি। তবে উহাই কুশ দ্বীপ। প্লক্ষদ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্রকে অর্থাৎ ঐ সমুদ্রের কোন অংশকে বেষ্টন করিয়াছিল। বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতে যে সমুদ্র ছিল তাহার নাম ক্ষীরোদসমুদ্র ইহা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। তবে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরদিকে, অর্থাৎ তিব্বত দেশে, যে গ্রাণাইট্ পাথরের রাজ্য আছে তাহাই প্লক্ষদ্বীপ। পুরাণে পাই এই দ্বীপের একটি পর্ব্বতের নাম চন্দ্র। চন্দ্রই সোমেশ্বর। হিমালয়ের পাদদেশে সোমেশ্বর পর্ব্বত বর্ত্তমান। অতএব প্লক্ষদ্বীপও ঠিক ধরা পড়িয়াছে। পুরাণ বলেন শাল্মলিদ্বীপে সুবর্ণ পর্ব্বত আছে, তাহা দেখিতে ভৃঙ্গের পাখার ন্যায়। ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ আছে সেখানকার পর্ব্বতই মালয়দ্বীপে গিয়া সুবর্ণগিরি ও অফির (Ophir) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বতের আর এক ভাগ সুমাত্রা দ্বীপে এবং এই দুই ভাগ মিলিয়া একটী ভৃঙ্গের দুইটী পাখার ন্যায় দেখায়। সুমাত্রার পর্ব্বতের নাম ও Golden Mountain এবং Ophir—বাইবেলের সুবর্ণ ভূমি। তবে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও সুমাত্রাই শাল্মলি দ্বীপ হইতেছে। শাল্মলি দ্বীপ যে সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাই আবার ক্রৌঞ্চদ্বীপকে বেষ্টন করিয়াছে। গারো পর্ব্বতের নিকট যে দুই টুকরা গ্রাণাইট্

পাথর আছে তাহাই তবে ক্রৌঞ্চদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্বদিকের দ্বীপগুলি পাইলাম। এখন দক্ষিণ দিক্ দেখা যাক্। পুরাণে পাই **শাকদ্বীপের** পর্ব্বতের নাম **উদয়-গিরি** এবং **রৈবতক** বা **অস্তগিরি**। মহানদী পার হইয়া দক্ষিণদিকে গেলেই পূর্ব্বাচলের—Eastern Ghats এর নাম উদয় গিরি। রৈবতক পর্ব্বতের নাম **কৃষ্ণাচল**। **কৃষ্ণা নদীর** নামান্তর "কৃষ্ণসমুদ্ভবা"। ইহা পশ্চিমাচল (Western Ghats) হইতে নামিয়াছে। অতএব পশ্চিমাচলের নাম রৈবতক বা অস্তগিরি হইতেছে। অতএব মহানদীর দক্ষিণে যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ তাহাই **শাকদ্বীপ**। 'শাক' কথার অর্থ 'সেগুণ কাঠ'। মহানদীর দক্ষিণে প্রকৃতই সেগুণ কাঠের দেশ; আপনারা Statistical Atlas দেখিয়া লইবেন। তবেই প্রিয়ব্রতের **সপ্তদ্বীপ** পাইলাম। উহা কবিকল্পনা বা উপহাসের বিষয় নহে।

৬। এখন জম্বুদ্বীপের বর্ষের কথা। আমার ইংরাজী প্রবন্ধে অন্যান্য বর্ষের কথা আপনারা অবসরমত দেখিয়াল ইবেন। আজ কেবল **কিম্পুরুষ বর্ষের** কথা বলিব। ইহা জম্বু-দ্বীপের মধ্যবর্ষ ইলাবৃতের সংলগ্ন ও তাহার দক্ষিণদিকে। মান-চিত্রেও দেখিতে পাই মাল্যবান পর্ব্বত ইলাবৃতের পশ্চিম সীমাদিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণে গিয়াছে এবং মাল্যবানের এই অংশের নাম **"কিন্নর মুড়া"** অর্থাৎ কিন্নর পর্ব্বত। অতএব এই স্থানেই যে কিম্পুরুষবর্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহানদী এই

কিন্নরপর্ব্বত হইতে অনেক দূরে নহে। সুতরাং এই সংকীর্ণ স্থানে দুইটি কি তিনটী বর্ষ স্থাপন করা যায় না। অতএব কিন্নর-পর্ব্বত হইতে মহানদী পর্য্যন্ত কিন্নরবর্ষ ধরা যাক। ভারতবর্ষ কিন্নর-(কিম্পুরুষ) বর্ষের দক্ষিণে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, অথচ ভারতবর্ষ মহানদীর সংলগ্ন,কারণ ভরত মহানদী তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন; অতএব ভারতবর্ষ মহানদীর দক্ষিণে যাইতেছে।

তবেই পাইলাম মহানদী হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত স্থান পূর্ব্বে শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পরে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। তাহা না হইলে অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপপতি হইয়া তাঁহার বংশধরকে ভারতবর্ষের অর্থাৎ মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত দেশের অধিকার দিতে পারিতেন না।

৭। আপনাদের মধ্যে হয় তো কেহ কেহ ভাবিতেছেন বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা না করিয়া অযথা গুলির আড্ডার কথা লইয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়াছি। আমি একটু সহিষ্ণুতার প্রার্থী। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে স্বর্গের সিঁড়ির কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে সিঁড়িগুলা পার হওয়া নাকি বড়ই বিরক্তিকর। আর বিলম্ব নাই, এখন আমরা স্বর্গ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই **মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যে যে স্থান তাহাই ভূস্বর্গ, তাহাই আপনা-দের ও আমার ও আদিমনুর প্রাচীনতম মাতৃভুমি**। 'আদিমনু' বা 'আদম' সুসভ্য মনুষ্য ছিলেন।

আদিমনুর বাস একটী সমৃদ্ধ নগরীতে ছিল। মানভূম জেলার পুরুলিয়ার (পৌরাণিকীর) নিকট হয় তো কোথাও উহার ধ্বংসাবশেষ একদিন পাওয়া যাইবে। আদিমনু চক্রযুক্ত রথে চড়িয়া কন্যার বিবাহ স্থির করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার নপ্তা (নাতি) সাংখ্য দর্শন সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, মালয় উপদ্বীপে তখন জাহাজ ভিন্ন যাওয়া যাইতনা, সুমাত্রাদ্বীপে—সুবর্ণগিরির দেশে—সেই সময়ে কেন এখনও,জাহাজ ভিন্ন যাওয়া যায় না; অথচ ঐ সব দ্বীপে তাঁহার নাতিদের মধ্যে এক এক জন রাজত্ব করিতেন। তবেই আদিমনুর দুই চারিখানি অর্ণবপোত ছিল ধরিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ হয় তো ভাবিতেছেন গুলির আড্ডার ঝোঁক এখনও আমার ছাড়ে নাই। আচ্ছা গুলির আড্ডার গল্প না হয় আরও একটু শুনুন। আদিমনুর অস্তিত্ব তো অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজ্যে—মানবভূমিতে—বাস করিয়া আমরা মানব। ইউরোপের পশ্চিমভাগে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের নাম "man." যে কোন ইংরেজি অভিধানে পাইবেন "man" কথা 'মনু' কথা হইতে হইয়াছে। ইজিপ্টে যিনি প্রথম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও নিজকে মনু (Mena) বলিয়া পরিচয় দিতেন। তবেই আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশই মনুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে। বাইবেলও বলেন এক আদমের প্রজাই এই তিন মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

ভারতবর্ষে কি আদমের সন্তান নাই! ভারতবর্ষ কেন এই-মাত্র সুমাত্রাদ্বীপ বা Ophir পর্ব্বতের দেশের কথা বলিলাম, সেখানেও আদমের বংশধরেরা গিয়াছিলেন, এ কথা অতি স্পষ্ট-ভাষায় বাইবেলে লেখা আছে। আর 'আদম' কথাটাই যে 'আদিমনু' কথার রূপান্তর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আরবী ও পার্সী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আমার এই হাতের লেখা একবার দেখিয়া বলুন আমি 'আদিমনু' লিখিয়াছি কি 'আদম' লিখিয়াছি। আরবদেশের লোকই নাকি বাবিলনে বসিয়া সুমেরীয়দিগের নিকট বর্ণলিখন শিক্ষা করে এবং তাহাদের নিজের ভাষার উপযোগী বর্ণমালার উদ্ভাবন করে। ইহা সেমিটিক ভাষা সমূহের আদি বর্ণমালা এবং হিব্রুবর্ণমালা আধুনিক ইহাই সুধীগণের মত। তবেই 'আদিমনু' আরবী বর্ণমালার ভিতর দিয়া 'আদম'-রূপে বাইবেলে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে। আদিমনুর দেহ হইতে **শতরূপার** জন্ম, আদমের দেহ হইতে **হবার** জন্ম। '**হবা**' কথার হিব্রু আকার 'Chava' অর্থাৎ '**শভা**'। অনেক সময়ে রেফ পরিত্যক্ত হয়। এখানে আমরা একটা রেফ জুড়িয়া দিলে পাই '**শর্ভা**'। '**শর্ভা**' এবং "**শ'রূপা**" তে আমি তো কোন বিশেষ প্রভেদ

দেখিনা। আ পনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আদমের পুত্র Cain. Cain তাঁহার পুত্র Enoch এর নাম দিয়াএকটী নগর নির্ম্মাণ করেন। আদমের ষষ্ঠবংশধর Tubal Cain লোহার ও তামার কর্ম্মকারদিগের শিক্ষকতা করিতেন। তবেই পাইতেছি আদম এবং আদিমনু উভয়েই সুসভ্য। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজনও গুহাবাসী (Cave-dweller) বা প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রব্যবহারকারী নহেন।

৮। Dr Hall "Ancient History of the Near East" নামক একখানি পুথি লিখিয়াছেন। পুথিখানির সকল কথাই আমি শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিয়াছেন এই যে **বাবিলনের সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছে**। তাঁহার মতে **বাবিলন বিজয়কারী সুমেরীয় জাতি যে দ্রবিড়দেশবাসী** ছিল ইহা তাহাদের চেহারাতেই বোঝা যায়। তাহারা বাবিলনদেশে ও সমস্ত পশ্চিম আসিয়ায় সভ্যতা বিস্তার করে। আর 'ভারতবর্ষ যে সভ্যতার একটী প্রাচীনতমকেন্দ্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাই' একথাও Dr Hall তাঁহার পুথির প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলেন, কি জানি কি ভাবিয়া সে কথাটী পরবর্ত্তী সংস্করণে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি এখন বলেন দ্রবিড় দেশ হইতে সুমেরীয়গণ লিখনপ্রণালী এবং লৌহ ও তাম্রের ব্যবহার বাবিলনে লইয়া গিয়াছিল ইহাই তাঁহার মত, তবে তিনি ইহার প্রমাণ দিতে পারেন না। এই কথার সমর্থনকারী অনেকগুলি প্রমাণ আমি লিপিবদ্ধ

করিয়া আমার "Notes on the History of Bengal. Section III" নামক প্রবন্ধ গুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, Asiatic Society ও অন্যান্য স্থানে পাঠাইয়াছি এবং আপনাদের নিকটও উপস্থিত করিলাম। পড়িয়া দেখিবেন। Hall সাহেবের নির্দ্ধারণ মতে জানা যায়, এই সুমেরিয়ানগণ বাবিলনে আসিবার পূর্ব্বে Semitic জাতির মধ্যে কেহই লৌহ ও তাম্রের ব্যবহার জানিত না। তাহারা অসভ্য প্রস্তরাস্ত্র-ব্যবহারকারী নিরক্ষর যাযাবর বর্ব্বর ছিল। ইহা তাঁহার অনুমান নহে ঐতিহাসিকগণের সর্ব্ববাদী সম্মত নির্দ্ধারণ। তবেই পাইতেছি '**আদম**' বা "**আদিমনু**" সুমেরিয়ানগণের পূর্ব্ব-পুরুষ; Semitic জাতির পূর্ব্বপুরুষ নহেন। Dr Hall অনুমান করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার অনুমানের সমর্থনকল্পে প্রমাণ দিয়াছি—ভারতবর্ষের অন্তর্গত গ্রাণাইট পাথরের দেশে সুমেরিয়ান্গণের বাসভূমি ছিল। অতএব আদম এবং আদিমনু এক হইতেছেন এবং তাঁহার জন্মস্থান মানভূমে হইতেছে। এ কথাটী বোধ হয় আপনারা গুলিখুরি বলিয়া মনে করিবেন না।

৯। আদম বা আদিমনু যদি সুসভ্য মনুষ্য হইলেন, তাঁহার অসভ্য বা সুসভ্য পূর্ব্বপুরুষ কেহ ছিল এবং তাহার বাসভূমিও ছিল। আদিমনু সপ্তদ্বীপের সম্রাট্। প্রজা ভিন্ন সাম্রাজ্য হয় না। অতএব আদি মনুরও প্রজা ছিল এবং তাহাদিগের ও সুসভ্য বা অসভ্য পূর্ব্বপুরুষ ছিল। ইহাদিগের বাস কোথায় ছিল ? শ্রীমদ্ভাগবত * (পঞ্চম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়) বলেন ভারতবর্ষকে পূর্ব্বে

---

* "**অজনাভং** নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যতআরভ্য ব্যপদিশন্তি।"—শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৭।৩

"অজনাভ" বলিত। অজ কথার অর্থ জন্ম রহিত-ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের অপ্রকট অবস্থা। বিষ্ণুই সকল দেবতার উপরে। অতএব আমরা এখন 'অজ' কথার অর্থ 'বিষ্ণু' ধরিয়া লই। অজনাভি তবে বিষ্ণুর নাভি। বিষ্ণুর নাভি তো কেহ দেখে নাই। ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক মানচিত্রে একটী জিনিস দেখিতেছি। মহানদীর দক্ষিণে গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে গোলাকার একটী সমুদ্র ছিল। ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পয্যন্ত যে বিস্তীর্ণ গ্রাণাইটখণ্ড পড়িয়া আছে তাহার কেন্দ্রস্থলে এই গোলাকার সমুদ্র ছিল এবং ঐ বিরাট্ প্রস্তরখণ্ডকে মনুষ্যমূর্ত্তি কল্পনা করিলে এই গোলাকার সমুদ্রকে তাহার নাভিরূপে কল্পনা করা যায়। তবে কি এই বিরাট্প্রস্তর খণ্ড অজ বা বিষ্ণুর মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইত এবং এই জন্যই উহার নাভিদেশ অর্থাৎ মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত স্থানকে অজনাভ বলা হইত? এইরূপই তো বোধ হয়।

১০। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে দ্রবিড়পতি সত্যব্রত উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া "বৈবস্বত মনু" নাম গ্রহণ করেন। * মহানদীর দক্ষিণেই দ্রবিড়দেশ। এই সত্যব্রতের পিতা বিবস্বান্, সত্যব্রত নিজে, এবং তাঁহার পুত্র নাভানেদিষ্ঠ এই তিনজনই ঋগ্‌বেদের সূক্ত রচনাকারী, অতএব ইহাঁরা তিনজনেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যব্রত যখন দ্রবিড়পতি তখন তাঁহার পিতা বিবস্বান্ও দ্রবিড়পতি ছিলেন একথা ধরিয়া লওয়া যায়

* শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২৪।১০—১৩

বিবস্বান্ তাঁহার স্বরচিত সূক্তে তাঁহার নিজ দেশকে "ঋতনাভি" বলিয়াছেন :—

"ঋতস্য নাভাবধি সংপুনামি"—১০।১৩।৩

এই "ঋতের নাভিতে" শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছি। তবেই (১) দ্রবিড়দেশের এক নাম (২) অজনাভি, অপর নাম (৩) ঋতনাভি। আবার ঋত কথার অর্থ যজ্ঞ একথা সায়ণাচার্য্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন। অতএব ঐ দেশের নাম (৪) যজ্ঞনাভি ও হইতেছে। অভিধান খুলিয়া দেখুন "যজ্ঞপুরুষ" অর্থ হরি। "যজ্ঞের" হোমকর্ম্ম অর্থ ধরিলে যজ্ঞ নামে কোন আকারবিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উহা একটী কার্য্য। অতএব যজ্ঞনাভি বলিতে যজ্ঞপুরুষের নাভিই বুঝিতে হইবে। যজ্ঞপুরুষ হরি ভিন্ন কেহ নহেন। অতএব ঐ দেশের অন্য নাম হইতেছে (৫) হরি-নাভি, আর তাহাতে ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত গ্রাণাইট-পাথরকে যজ্ঞপুরুষ বা হরির মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করা হইতেছে।

১১। এখন একটু কল্পতত্ত্বের কথা বলা যাক্। ভাগবত-পুরাণ বলেন, সৃষ্টি হইতে যে মহাকল্প চলিয়া আসিয়াছে, যাহাতে শব্দ ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন তাহাই ব্রাহ্মকল্প। যে কল্পে হরির নাভি-সরোবর হইতে লোকসরোরুহ উঠিলেন তাহাই পাদ্মকল্প। হরির নাভি তো পাইয়াছি, তাহার মধ্যের সরোবরও পাইয়াছি। গোলাকার সমুদ্র গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে রহিয়াছে। মানচিত্রে (Geological map of India) তে দেখি ঐ যে মহানদীর দক্ষিণে গোলাকার সরোবর তাহা হইতে কর্দ্দম উঠিয়াছিল উহা

পরে পাথর হইয়া গিয়াছে। উহার চারিদিকে ঐ একই সময়ে যে সমস্ত কর্দ্দম উঠিয়া পাথর হইয়াছে তাহা মিলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে উহারা সকলে মিলিয়া যেন একটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। তবেই তো হরির নাভি সরোবর হইতে পদ্ম উঠার কথা গুলিখুরি নহে। বাস্তবিকই তো অজ নামক দেশ বা প্রস্তর খণ্ডের নাভি হইতে লোকপদ্ম (Earthy lotus) উঠিয়াছিল, আর উহা একটী Geological event এবং উহা দ্বারা সময় নির্ণয় করা একটী অতি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়। তবেই **ব্রাহ্মকল্প** গ্রাণাইট পাথরের যুগ, এবং **পাদ্মকল্প** পদ্মাকার Cuddapah বা Lowest secondary পাথরের যুগ। আর ইহা হইতে ব্রহ্ম কথা গ্রাণাইট্ পাথরের পারিভাষিক নাম স্থির হইতেছে, আর পদ্ম কথা Lowest secondary rock এর পারিভাষিক নাম স্থির হইতেছে। সত্য এবং ঋত একই কথা এবং ব্রহ্ম উভয় কথার প্রতিশব্দ। সায়ণাচার্য্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "ঋত" কথার অর্থ "যজ্ঞ"। "অজ" অর্থ অপ্রকট বিষ্ণু বা হরি অতএব ব্রহ্ম। আর হরিই যজ্ঞপুরুষ বা যজ্ঞ। অতএব পরম দেবতার নাম যাহা তাহাই গ্রাণাইট্ পাথরের নাম।

অবশ্য আমাকে প্রমাণ দেখাইতে হইবে।

অজনাভি
হরিনাভি ও
ঋতনাভি } গ্রাণাইট্ পাথরের নাভি এ প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। আর একটী প্রমাণ এই—

"সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ
সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি
দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ॥"

ঋগ্‌বেদসংহিতা ১০।৮৫।১

আমি বলি গ্রাণাইট পথেরের যে কোষ পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, তাহাই এ স্থানে ঋত ও সত্য এই দুই কথাদ্বারা বুঝাইতেছে। রমেশ বাবুর অনুবাদে পাইবেন সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন—ঋত প্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন। আকাশ কথা মূলে নাই। 'ঋত' কথা 'ঋত' কথাদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ব্যাখ্যায় আপনারা কি বুঝিলেন বলুন। আমি বলি গ্রাণাইট পাথরের কোষ বা কূর্ম্মের **উপর পৃথিবী অর্থাৎ Alluvial Soil বর্ত্তমান** এবং ঐ কূর্ম্মের উপর হরিসাগর, হরসাগর, ইন্দ্রসাগর ও ব্রহ্মসাগর, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আদিত্যাঃ এবং একত্রে বরুণরূপে আদিত্যঃ অবস্থিত আছেন। এই আদিত্যদিগের কথাই ঋগ্‌বেদে বলা হইয়াছে।

"আদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত॥"

ঋগ্‌বেদসংহিতা—১০।৭২।৫—৬

হে দক্ষ/কূর্ম্ম অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা।

তাঁহার পশ্চাৎ/তাঁহা হইতে দেবতারা জন্মিলেন, ইহাঁরা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী।—৫

দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি/জলকণা উদয় হইল।—৬

ইহা আমার অনুবাদ নয় রমেশ বাবুর। আমি কেবল "তাঁহার পশ্চাৎ" অর্থ "তাঁহা হইতে" এইরূপ বলিতে চাই। আর অদিতি অর্থ সীমাহীন মহাসমুদ্র বলিতে চাই। এই বিশ্বব্যাপী জলই আদিত্যগণের মাতা এবং তাঁহার ক্রোড়ই আদিত্য গণের বাসস্থান। তাঁহারা নৃত্য করিয়া যে রেণু উঠাইলেন তাহা ধূলি নহে—জলরেণু বা জলকণা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Spray. তবেই আদিত্যগণ হইতেছেন সমুদ্র এবং তাঁহারা পৃথিবীর গ্রাণাইট্ পাথরের কোষের উপর অবস্থিত। আমি এই সোজা অর্থ বুঝি। ঋতদ্বারা আকাশে আদিত্যগণ কিরূপে থাকেন এবং সত্যদ্বারা ভূমির নীচে কিরূপে থাম লাগান যায় তাহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনি বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব।

১২। সত্য বা অজ যে গ্রাণাইট পাথরের নাম তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত এই :—

"বিযস্তস্তংভ ষলিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকং।" ঋগ্‌বেদ—১।১৬৪।৬

'যিনি এই ছয়লোক স্তম্ভন করিয়াছেন তিনি কি সেই এক যিনি $\frac{\text{জন্মরহিত}}{\text{অজ}}$ রূপে বাস করেন।" এখানে অজ কথা অনুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। ছয়টী লোক কি কি? ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জনঃ মহঃ ও তপঃ। সপ্তম লোক কি? সত্য। সত্য বা পরব্রহ্মাই অজ বা ঋত। অতএব এই প্রশ্নের অর্থ হইতেছে যিনি সত্য বা অজরূপে ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি অন্য ছয়টী লোক ধারণ করেন তিনি কি (সত্য বা) অজনামকজন্ম রহিত দেবতা? উত্তর হইতেছে—"না"। প্রথম সত্য বা অজ গ্রাণাইট পাথর। দ্বিতীয় সত্য বা অজ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অব্যক্ত অবস্থা। অজ বা সত্য গ্রাণাইট্ পাথর—অন্য ছয়টা লোক কি?

ভূঃ—Alluvial Earth ইহা ধূলি সমষ্টি অতএব রজাংসি।

ভুবঃ—অন্তরিক্ষ লোক—পৃথিবীর ও স্বঃ বা নক্ষত্রলোকের মধ্যে—অর্থাৎ গ্রহ এবং asteroids এবং meteors প্রভৃতি। ইহারা ধূলিময়, অতএব রজাংসি।

স্বঃ—নক্ষত্রলোক—ইহাও ধূলিময়।

জন—নর, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি যাহা জাত হয়। ইহারাও ধূলিময়।

মহঃ—Ether—ইহাও ধূলি। সম্ভবতঃ ইহাই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি! ইহা সর্ব্বত্রই আছে। ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর কিছু নাই। সাংখ্যদর্শনের মূল কথা বোধ হয় এই যে, Ether যাহা আলোক চলিবার medium বা পথ তাহাই ঘনীভূত হইয়া এই সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে।

তপঃ—ইহার অর্থ Heated Substance. ইহাই Nebula বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সত্য—গ্রাণাইট্ পাথর।

এই গ্রাণাইট্ পাথরের ভুবনকোষই ভূমিকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং গ্রহনক্ষত্রাদি ও বিশ্বব্যাপী Nebula এমন কি Ether এর প্রত্যেক পরমাণুই এই ভুবনকোষ দ্বারা আকৃষ্ট অতএব নিয়মিত হইতেছে। ইহাই Nebular Theory of the Universe এর মূলমন্ত্র।

১৩। আপনারা বলিবেন Nebular theory of the Universe কি ঋগ্‌বেদের ঋষিদের জানা ছিল! আমি বলি এত উৎকৃষ্ট রূপে তাঁহারা ঐ theory জানিতেন যে তিনটী মাত্র শ্লোকে উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। এই শ্লোক তিনটী মনে করুন ঃ—

"ঋতং চ সত্যংচাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥"৩

ঋগ্‌বেদসংহিতা ১০।১৯০।১-৩

রমেশ বাবুর অনুবাদ এই ঃ—প্রজ্বলিত তপস্যা / তেজঃ পদার্থ "Nebula"B হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ / যজ্ঞদেশB এবং সত্য / গ্রাণাইট পাথরের ভুবনকোষB জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল। পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে / জন্মিবার পূর্ব্বেইB সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন / ঈশ্বর, রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন তাবৎ লোকে দেখিতেছে / প্রকট হইতেছে এমন বিশ্বের, দিবারাত্রির বিধান করিলেন B {অর্থাৎ বিশ্ব প্রকটভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় তাহাতে বার্ষিক গতি (annual motion) ও দৈনিক গতি (diurnal motion) বহিত হইল।}B ধাতা যথা সময়ে / পূর্ব্বোক্ত প্রকারেB সূর্য্যচন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ / দিব্ ও পৃথিবী (গ্রহগণ B) ও আকাশ / নক্ষত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। আমি ইহার একটা ইংরাজি অনুবাদ দিতেছি ঃ—

The Rita or Yajna Country and the granite shell of the Earth (সত্য) were born of burning nebulae. This produced darkness and the ocean full of water. Before the formation of the ocean with water, when the Earth was in course of formation, the Almighty gave it the annual motion causing years and the diurnal motion causing days and nights. This is the way in which the Creator created the sun and the moon Div and Prithivi, the planets and the stars.

রমেশবাবু 'দিব্' 'অন্তরিক্ষ,' এবং 'স্বঃ' এই তিন কথাই "আকাশ' দ্বারা অনুবাদ করিতে চাহেন অথচ এটী বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা। আকাশ তো পৃথিবীর ন্যায় সৃষ্ট হয় নাই উহা অভাব পদার্থ। সেই সৃষ্টিবহির্ভূত জিনিসের কথা তিন তিনবার উল্লেখের তো আমি প্রয়োজন দেখি না। তপঃ কথার তপস্যা অর্থ এবং সত্য কথার মিথ্যা নহে এই অর্থ ধরিলে কথার অর্থ বলা হইল বটে কিন্তু কথার ভাবতো কিছুই বলা হইল না। অদৃশ্য তপস্যা হইতে অদৃশ্য সত্য সৃষ্টি হইল তাহাতে পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্রের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইল। ইহা তো সৃষ্টির ব্যাখ্যা নহে—বৈয়াকরণিক ভেল্কি। সত্য অর্থ গ্রাণাইট পাথর ও ঋত অর্থ ও তাহাই অর্থাৎ গ্রাণাইট পাথরের দেশ ধরুন সব কথা ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইবে। দ্বিতীয় শ্লোকের 'অধি' শব্দের অর্থ সায়ণাচার্য্য 'পরে' এইরূপ করিয়াছেন। আমরা জানি বিবাহের অধিবাস বিবাহের পূর্ব্বে হয় পূজার অধিবাসও পূজার পূর্ব্বে হয়। অধিকথার অর্থ পূর্ব্ব ধরিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। সমুদ্র ও গ্রাণাইট পাথরের বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই তো প্রজ্বলিত nebula তে annual ও diurnal motion হইয়াছিল। ভুবর্লোক যে অন্তরিক্ষের রজঃ এবং স্বর্লোক যে নক্ষত্রলোকের রজঃ তাহা আমরা ১।১৬৪।৬ এই ঋকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। বর্ত্তমান ঋকেও লোক সৃষ্টির কথা আছে। কাজেই ইহার অন্তরিক্ষ ও স্বঃ ও ঐ একই অর্থে গ্রহণ করাই বিধেয়। বাকী থাকিল দিব্। দিব্ অর্থ আকাশ বলিলে তাহা রজাংসির মধ্যে পড়ে না এবং তাহার সৃষ্টির

ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না—তাহা অভাব পদার্থ। অতএব দিব্ কোন ধূলিময় পদার্থ। প্রথম শ্লোকটীতে আমাদের এই গোলকের গ্রাণাইটের কোষের অদৃশ্য অংশের কথা ও সমুদ্রের উপরিস্থিত গ্রাণাইট্ দেশ বা যজ্ঞভূমির কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকটীতে ও পৃথিবীর কথা আছে এবং তাহার সহিত দিবের কথা আছে। পৃথিবী অর্থে গ্রাণাইট্ পাথরের উপরের শস্যদায়িনী মৃত্তিকা ও দিব্ অর্থ তাহার নীচের দ্যুতিমান্ প্রস্তর ধরিলেই সব গোল চুকিয়া যায়।

১৪। এই কথাই নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাওয়া যায় :—

"পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ব্বজাবরী
ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে
ঘৃতবৎ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ॥" ঋ ১০।৬৫।৮

রমেশ বাবুর অনুবাদ :—

দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা $\frac{\text{সর্ব্বস্থান}}{\text{চতুর্দ্দিক B}}$ ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলরে $\frac{\text{মাতাপিতৃ}}{\text{পিতামাতা B}}$ স্বরূপ, $\frac{\text{সকলের}}{\text{সর্ব্বদেশের B}}$ পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন,

উভয়েরই স্থান এক উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন।

উভয়েরই একই সীমার মধ্যেস্থান উভয়েই যজ্ঞদেশে অধিষ্ঠিত B

উভয়ে একমনা হইয়া মহীয়ান্ সেই বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিতেছেন। যজ্ঞদেশ বা ঋতদেশ—মূলে "ঋত" ই আছে—ভাগলপুর হইতে

কুমারিকা পর্য্যন্ত গ্রাণাইট্ পাথরের দেশ। এই দেশই সর্ব্বপ্রথমে জন্মিয়াছে। ইহা আন্দাজের কথা নয় বৈজ্ঞানিক সত্য। উপরের পৃথিবী বা Alluvial Earth—শ্যামাঙ্গিনী মাতা—স্তন্য-দুগ্ধের ন্যায় লোকের আহার দেন। পিতা গ্রাণাইট্ পাথরের যোগী বা যোগনিদ্রাযুক্ত মহাপুরুষ, শুইয়া থাকেন। গ্রাণাইট্ পাথর দীপ্তিযুক্ত অতএব দিব্ বা দ্যাবা। এই ঋত বা যজ্ঞদেশের নাভি যে মহানদীর দক্ষিণে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শী এই ঋতের বা শিবের নাভি হইতে উত্থিত পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। এটা পাদ্মকল্পের নূতন উদ্ভাবন, ব্রাহ্মকল্পে আদ্যাশক্তি পদ্ম কোথায় পাইবেন ? যিনি শ্যামা তিনিই নারায়ণী *। পিতা যোগনিদ্রায় নিদ্রিত, মহাসমুদ্রে শুইয়া আছেন, মাতা তাঁহার পায়ের উপর ঝুকিয়া আছেন। পাদ্মকল্পে যজ্ঞপুরুষের—ঋতের—নাভি হইতে পদ্ম উঠিল, অমনি মাতা তৃতীয়া মহাবিদ্যার ন্যায় কমলালয়া হইলেন। দেশই মাতৃমূর্ত্তি দেশই পিতৃমূর্ত্তি।

১৫। Nebular theoryর সমস্ত কথাই একটী সূক্তে পাইলাম। এখন আর একটী সূক্ত দেখুন :—

"আপোহ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ংতীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৭

* পরিশিষ্ট দেখুন।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্
দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ৮

ঋ ১০।১২১।৭—৮

ইহাতে তপঃকথার পরিবর্ত্তে আপঃকথা ব্যবহার করা হইয়াছে তপঃ অর্থ তৈজস পদার্থ আপঃ অর্থ বিস্তৃত পদার্থ। Nebula তৈজসও বটে বিস্তৃতও বটে। জল হইতে অগ্নি জন্মার কথা আমি জানিনা! যদি কেহ দেখিয়া থাকেন বলিয়া দিন। তাহা না হইলে রমেশ বাবুর অনুবাদে আমি জল না পড়িয়া তপঃ পড়িব। সে অনুবাদ এই ঃ—

ভূরি পরিমাণ জল / তপঃ B সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, . . তাহারা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন! কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? যখন জলগণ / তপোগণ B বলধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে* / যজ্ঞকে B উৎপন্ন করিল, তখন তিনি নিজ মহিমাদ্বারা সেই জলের উপরে / তাহার উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, যিনি

* মূলে অগ্নি নাই যজ্ঞই আছে।

দেবতাদিগের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? এইতো পাইলাম nebula একত্র হইয়া অগ্নি উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে যজ্ঞদেশ বা গ্রাণাইটের দেশ উৎপন্ন হইল এবং তাহাই যজ্ঞপুরুষের—হবির—অর্থাৎ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত ও পূজিত হইল।

১৬। এই কথাই আবার পাইতেছি ঃ—

"কংস্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে। ৫
তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং
যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥" ৬

ঋগ্‌বেদ সংহিতা ১০।৮২।৫—৬

$\frac{\text{জলগণ}}{\text{তপোগণ}}$ এমন কোন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন? সেই $\frac{\text{অজাত পুরুষের নাভিদেশে}}{\text{অজনাভিদেশে}}$ যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত $\frac{\text{ব্রহ্মাণ্ড}}{\text{ভুবন}}$ অবস্থিত আছে, ইহাই $\frac{\text{জলগণ}}{\text{তপোগণB}}$ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন।

তবেই তো অজনাভি যে দেশের নাভিস্বরূপ তাহাই প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাই দেবাদিদেব সর্ব্বদেবময় হরির মূর্ত্তিস্বরূপ। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তেও nebula হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। উহাতে nebulaকে একবার তপঃ বা তৈজস পদার্থ আর একবার সলিল বা গতিশীল পদার্থ বলা হইয়াছে। Nebula গতিশীল না হইলে তো সৃষ্টিকার্য্য হয় না। সুতরাং ঐ সূক্তও nebular theoryর অনুযায়ী।

"তম আসীত্তমসা গূঢ়্‌হমগ্রেঽ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং।

ঋ ১০।১২৯।৩

সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে $\dfrac{\text{জলময়}}{\text{গতিশীল আপ্‌ বা তপ B}}$ ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। $\dfrac{\text{তপস্যার}}{\text{তৈজস}}$ $\dfrac{\text{প্রভাবে}}{\text{পদার্থ হইতে B}}$ সেই $\dfrac{\text{একবস্তু}}{\text{বস্তু B}}$ জন্মিলেন।

১৭। নিম্নলিখিত ঋক্ তিনটীতে মনুষ্যদেশ (মানভূম) এবং দিব্‌ দেশ (দ্রবিড়) এই উভয় স্থানের ঋষিদিগের উল্লেখ আছে এবং তাঁহারা যে হরির বা যজ্ঞপুরুষের প্রতিমা পূজা করিতেন এবং সেই পূজাই যে আদি পূজা তাহার উল্লেখ আছে।

"কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ
পরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং
যদ্দেবা দেবমযজংত বিশ্বে॥"
ঋ ১০।১৩০।৩

যৎকালে তাবৎ দেবতা / দিব্‌দেশীয় লোক দেবপূজা করিলেন, তখন তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ / বিধান কি ছিল? দেবমূর্ত্তি / প্রতিমা B কি ছিল, সংকল্প কি ছিল, ঘৃত ছিল কি? পরিধি... কি হইয়াছিল, ছন্দ প্রউগ বা উক্‌থ কি ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর

চাক্লৃপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞেজাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যে মনসা চক্ষসা তান্যইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্ব্বে॥ ৬
সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ
সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্তদৈব্যাঃ।
পূর্ব্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরাঃ
অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্‌॥" ৭

পুরাকালে যজ্ঞ / যজ্ঞদেশ B উৎপন্ন হইলে পর আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিও মনুষ্যগণ উক্তনিয়মে অনুষ্ঠান / মানভূমের ঋষিগণ তাহাদ্বারা পূজা B সম্পন্ন করিলেন।

প্রাচীনকালে যাঁহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান / 'যজ্ঞের' পূজা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে আমি যেন মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। সাতজন দিব্যঋষি / দিব্ অর্থাৎ দ্রবিড দেশের ঋষিB স্তব সমূহ ও ছন্দ সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, প্রমা অর্থাৎ লিখিত * পূজাপদ্ধতির আবৃৎ অর্থাৎ ক্রম অনুসারে যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। / স্তব সমূহ এবং ছন্দ সংগ্রহ করিলেন B। যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে তদ্রূপ সেই বিদ্বান্ ঋষিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান / পূজানুষ্ঠান B তদনুযায়ী সম্পন্ন করিলেন। জিজ্ঞাসা হইল পূর্ব্ব ঋষিদের পূজার প্রতিমা ও পদ্ধতি কি ছিল? উত্তর হইল কি মনুষ্য দেশে কি দ্রবিড়দেশে, যজ্ঞদেশ জাত হইবার পর হইতেই, সেই যজ্ঞ দেশকে যজ্ঞপুরুষের অর্থাৎ হরির প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহারই পূজা হইয়াছে; সেই পূজাতে লিখিত পূজা পদ্ধতি অনুসারে ছন্দোযুক্ত মন্ত্রপাঠ করা হইয়াছে; উহাই মানভূম ও দ্রবিড়ের চিরন্তন প্রথা।

১৮। হরির পূজাই যদি দ্রবিড় ও মানভূমের প্রাচীনতম পূজা, তবে ইন্দ্র আসিলেন কোথা হইতে? মানভূমে ইন্দ্রাণী নদী আছে, হরি-নদ আছে, ব্রহ্মাণী নদী আছে, হরদয়িতা নদী আছে। ব্রহ্মা,

---

* পরিশিষ্ট দেখুন।

বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের পূজা পাইলাম। কিন্তু দ্রবিড় দেশের দেবতা অজ, অর্থাৎ একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ইন্দ্রকে তো কোন অভিধানে অজ বলে না। তবেই দ্রবিড় দেশে ইন্দ্রের পূজা ছিলনা। নিম্নলিখিত ঋকে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে সত্যের অর্থাৎ ঋতের পুত্র। "সূনুং সত্যস্য সৎপতিং ঋ ৮।৬৯।৪, রমেশ বাবুর অনুবাদ :—ইন্দ্র ···যজ্ঞের **পুত্র** সাধুলোকের পালক। এই যজ্ঞ, যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ হরিভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। তবেই পাইতেছি ইন্দ্র পুরাতন দেবতা নহেন। হরিই প্রাচীন দেবতা। ইন্দ্রকে পরে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি যজ্ঞপুরুষ বা অজ নহেন, যজ্ঞপুরুষের পুত্র—অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেবতা। তাই ইন্দ্রকে দ্বিতীয় প্রস্তাবে * মধ্যবয়সী দেবতা বলিয়াছি।

১৯। কথা বাড়িয়া চলিল এক্ষণ সংক্ষেপ করিতে হইবে। পাইলাম মানভূম ও দ্রবিড় দেশের প্রাচীনতম পূজিত দেবতা হরি বা যজ্ঞপুরুষ। এখন মানভূম ও দ্রবিড়দেশ যে বাঙ্গালির 'প্রত্নওকঃ' তাহা দেখাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখাইয়াছি ইক্ষ্বাকু ৬ত্তর ভারত ও বঙ্গদেশের রাজা কিন্তু তাঁহার প্রজাদিগকে পঞ্চজনের অর্থাৎ মানভূমের লোক বলা হইয়াছে। (ঋ ১০।৬০।৪) ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৬৯ সূক্তের ঋষির নাম প্রিয়মেধ। ঐ সূক্তের ১২ ঋকে আছে—হে বরুণ তুমি সুদেব, যেমন রশ্মি সমূহ সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তসিন্ধু অনুক্ষণ

। *এই খণ্ডের প্রথম প্রস্তাব ৮ পারা

প্রবাহিত হইতেছে। তবেই পাইতেছি এ সূক্ত রচনার সময় প্রিয়মেধ সপ্তসিন্ধুর দেশে অর্থাৎ মানভূমে ছিলেন। তিনি ঐ সূক্তের ১৮ ঋকে বলিতেছেন "প্রিয়মেধাগণ ইহাদিগের পুরাতন স্থান (প্রত্নওকঃ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্ব প্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্যস্থাপন করিয়াছেন।" তবেই **মানভূম 'প্রত্নওকঃ'** হইতেছে এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকদেশ—বঙ্গ ও উত্তর ভারত—নূতনওকঃ হইতেছে। আরও পাইতেছি মনুষ্য দেশও দিব্‌দেশ প্রাচীনতম ঋষির স্থান এবং ঐ ঋষিরা গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে স্তব রচনা করিতেন। অতএব উহাই সংস্কৃতভাষার প্রাচীন স্থান। (ঋ ১০।১৩০)

২০। যাহারা মহানদার দক্ষিণের দেশকে **'অজনাভ'** নাম দিয়াছিল,তাহারা ঐদেশের গ্রাণাইট্ পাথরের মধ্যস্থিত গোলাকার নিম্নস্থানে সমুদ্র দেখিয়াছিল এবং হরির নাভি সরোবর হইতে লোকপদ্ম উঠার পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পে বা আদিকল্পে ঐ স্থানে বাস করিত। তাহার পূর্ব্বের কালনির্ণয়ের কোন উপায় নাই। তাহারা যে সংস্কৃতভাষী ছিল অজনাভনামই তাহার প্রমাণ দেয়। সুতরাং আমাদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে সংস্কৃতভাষার আদিম নিবাসস্থান **'অজনাভ'** বা **দ্রবিড়দেশ**। মানভূমের নাম মানভূম হইয়াছে তৃতীয় বা বারাহকল্পে; কারণ আদিমনু ঐ কল্পের সম্রাট্। ঐ অঞ্চলে যে গণ্ডোয়ানা শৈলনামক প্রস্তর ভূগর্ভ হইতে উঠিয়াছে তাহা অজনাভদেশে লোকপদ্ম উঠার বহু পরে। মানভূম অঞ্চলে গণ্ডোয়ানা শৈলের দেশ

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; আর ঐটাই বরাহভূম অর্থাৎ বরাহদেবের সমুদ্র গর্ভ হইতে পৃথিবী (মৃত্তিকা) উঠাইবার স্থান। অতএব আমরা গণ্ডোয়ানা শৈল উঠার কালকেই বারাহ বা তৃতীয় কল্পের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বারাহ কল্পের আয়ুঃ ১২০০০ বৎসর। পঞ্জিকা উহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া রাখিয়াছে। তা রাখুক আমি না হয় বলি ঐ কল্পের পরিমাণ ১২০০০ বৎসরের কম নহে। ব্রাহ্মকল্প সৃষ্টির আদিতে আরম্ভ হইয়াছে ; উহা মহাকল্প, উহার পরিমাণ কোথাও দেওয়া নাই। কিন্তু পাদ্ম-কল্পকে মহাকল্প বলা হয় নাই। তবেই উহাকে বরাহকল্পের সহিত একদলে ফেলিয়া আমরা বলিতে পারি পাদ্মকল্পের আয়ুও ১২০০০ বৎসর ছিল, তাহা দেখিয়াই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হইয়াছিল বরাহকল্পও ১২০০০ বৎসরে শেষ হইবে এবং তৎপরে প্রলয় ও পুনঃ সৃষ্টি হইবে। কিন্তু সে প্রলয় হয় নাই। বরাহ-কল্পের কলিকাল আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে। কলির আয়ু ১২০০ বৎসর। এই হিসাবে বরাহকল্পের শেষ হওয়া উচিত ছিল খৃঃ পূঃ ১৯০১ বৎসরে। তবেই বরাহ-কল্পের আরম্ভ হইয়াছিল খৃঃ পূঃ ১৩৯০১ বৎসরে। আর পাদ্ম-কল্প আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ও ১২০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৫৯০১ অব্দে। অতএব পাইতেছি খৃঃ পূঃ ২৫৯০১ অব্দের ও পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষী লোক দ্রবিড় দেশে বাস করিত। মানভূমের মানভূম নাম হইয়াছে খৃঃ পূঃ ১৩৯০১ অব্দের পরে। অতএব দ্রবিড়দেশকেই আমরা সংস্কৃতভাষীর প্রাচীনতম নিবাসস্থান

বলিতে বাধ্য। অজ, ঋত, সত্য, যজ্ঞ, হরি, হরের্নাভিসরোরুহং এ সব কথা তামিলও নহে, তেলেগুও নহে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত। অতএব দ্রবিড়দেশ ব্রাহ্মকল্প হইতেই বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষীর দেশ। তামিল ও তেলেগুভাষা সংস্কৃত কথা ধার করিয়া লয় নাই—সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া ঐ দুই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা গ্রাণাইট্ পাথরের ঋত, অজ, সত্য বা পরব্রহ্ম সংজ্ঞা দিয়াছিল তাহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অজকথা তাহাদের অভিধানে ছিল। অতএব তাহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে এক জ্ঞানে পূজা করিত। আর ঋগ্‌বেদের ১০।১৯০ সূক্তের বক্তব্য বিষয়ের কল্পনা যে ব্রাহ্মকল্পে হইয়াছিল, তখনও যে হরির নাভিসরোবর হইতে লোক-পদ্ম উঠে নাই ইহা নিশ্চয়। সুতরাং Nebular theory of the Universe দ্রবিড়দেশের খৃঃপূঃ ২৫৯০১ অব্দেরও পূর্ব্বের theory ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। ঐ theory যদি সত্য হয়, তবে ২৮০০০ বৎসর পূর্ব্বেও সত্য ছিল এবং উহা বুঝিবার মত শক্তি আপনাদের যদি থাকিতে পারে, তবে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে থাকিতে পারে না তাহাইবা কে বলিল ? দ্রবিড়দেশের সংস্কৃত-ভাষী লোক কোন্ সময়ে বর্ব্বর ছিল তাহা আমি আন্দাজ করিয়াও বলিতে পারি না। তাহাদের নিজেদের tradition হইতেছে—বিশ্বসৃষ্টির ঠিক পর হইতেই তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী এবং এক আদিদেব যজ্ঞেশ্বরের অর্থাৎ হরির পূজক। ব্রহ্মজ্ঞান তাহারা স্বয়ং সৃষ্টি-কর্ত্তার নিকট হইতে পাইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা nebula হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়া তাহার মধ্যে গ্রাণাইট্ পাথরে নিজের প্রতিমা

নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবাব জন্য তাহাদিগকে উপহার দিয়াছেন ; আবার তাহাই তাহাদের একাধারে মাতা পিতা এবং স্বদেশ।

২১। দিব্ এবং যজ্ঞদেশ যে একই তাহা Nebular Theoryর ব্যাখ্যাতেই পাইয়াছি। উহাই যে সংস্কৃতভাষার প্রাচীনতম স্থান এবং Nebula বা আপঃ হইতে নির্ম্মিত তাহা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে।

"সূক্তবাকং প্রথমমাদিদ্
অগ্নিমাদিদ্ধবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবত্তনূপা
স্তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ॥

ঋগ্বেদ ১০।৮৮।৮

.. দেবগণ অর্থাৎ দিব্‌দেশ (দ্রবিড়) বাসিগণই প্রথম সূক্ত রচনা করিলেন, অগ্নি জ্বালিলেন এবং হবি উৎপাদন করিলেন। সেই (অভীদ্ধ তপ হইতে উৎপন্ন) যজ্ঞদেশই তাঁহাদের শরীর রক্ষাকারী দেশ অর্থাৎ বাসস্থান যাহাকে দ্যৌঃ, পৃথিবী, এবং আপঃ (nebula) বলিয়া লোকে জানে। B

এই কথাই ঋগ্‌বেদ ১০।৪৫।৮ এই মন্ত্রেও পাওয়া যায়—

"অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং
দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ।"

বয়সে (যজ্ঞায়) অগ্নি অমর (অতি প্রাচীন), যেহেতু উত্তম জন্মদানশক্তিযুক্ত দিব্‌দেশ (দ্রবিড়) ইহাকে জন্ম দিয়াছিল। B

নিম্নোল্লিখিত ঋকে দিব্‌দেশকেই পুষ্কর বা পদ্মের দেশ অর্থাৎ হরির নাভিপদ্মের দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যর্থবা নিরমন্থত।
মূর্দ্ধো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥" ঋগ্‌বেদ ৬।১৬।১৩

হে অগ্নি অথর্বা ঋষি বিশ্বের ধারণকারী শিরোবৎ পুষ্করদেশে তোমাকে প্রথম মন্থন করিয়াছিলেন। B

যাহাই যজ্ঞদেশ, তাহাই দিব্, তাহাই হরির নাভিপদ্মের দেশ। অথর্ব্বা ব্রহ্মার প্রথম পুত্র! তিনি এই নাভিপদ্মদেশে অগ্নি মন্থন করিয়া প্রথম যজ্ঞ করিয়াছিলেন—ইহাই পুরাণের কথা এবং মুণ্ডকোপনিষদের কথার সহিত মিলিয়া যায়। রমেশবাবুর টীকায় পাই সায়ণাচার্য্য এস্থলে ব্রহ্মাকে বয়কট করিতে পারেন নাই। মুণ্ডকোপনিষদে---অর্থর্ব্বাই প্রথমে পিতা ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন—একথা আছে। ঋগ্‌বেদেও পাই সেই অথর্ব্বাই প্রথম যজ্ঞকারী; দিব্‌দেশেই প্রথম যজ্ঞাগ্নির উৎপত্তি। মানচিত্রেও দেখি দিব্‌দেশই হরির নাভিপদ্ম বা পুষ্করের দেশ, অতএব ঋগ্‌বেদের মতে অথর্ব্বার দেশ। ঋগ্‌বেদ যে ব্রহ্মাকে বয়কট করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল তাহা বৃথা হইয়াছে। যাহা হরিনাভির দেশ, তাহাই যজ্ঞদেশ, তাহাই আবার ইলস্পদ কারণ ঃ—

জোহূত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃপিতেবেলস্পদে মনুষা যৎসমিদ্ধ।"

ঋ—২।১০।১

সকলের হোতব্য অগ্নি পিতার ন্যায়, প্রথমে ইলার পদে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হইয়াছিলেন।B

'ইলায়াস্পুত্রঃ'' ঋ ৩।২৯।৩

অগ্নি ইলার পুত্র অর্থাৎ সেইখানে প্রথম জন্মিয়াছেন।B

এই 'ইলা' বা যজ্ঞ দেশেরই এক অংশের নাম মান (ব) ভূম বা 'মানুষ দেশ' অপর অংশের নাম দ্রবিড়। এখন মিলাইয়া দেখুন :—

"নিত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা
ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"

ঋগ্বেদ ৩।২৩।৪

"হে অগ্নি—সুদিন লাভের / সুদিন (লাভ হইয়াছে এই)— জন্য ইলারূপ / যজ্ঞ দেশরূপ পৃথিবার উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি তুমি দৃষদ্বতী / দক্ষিণ ব্রহ্মাণী, আপয়া / অপি বা মহানদী ও সরস্বতী / উত্তর ব্রহ্মাণী তীরস্থিত মানুষের গৃহে / মানুষ দেশে অর্থাৎ মানবভূমে ধন বিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও।

অতএব যজ্ঞদেশ বা হরির নাভিপদ্মের দেশ ধরিতে আমাদের গোলযোগ হয় নাই। আর ইহাই যে সংস্কৃতভাষী যজ্ঞকারীর

আদিমনিবাসস্থান সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে যজ্ঞদেশ ধরিতে একজনের গোলযোগ হইয়াছে—তিনি মনুসংহিতার লেখক। তিনি যজ্ঞদেশকে দেশের বিভাগের মধ্যে ফেলিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার কথায় দেশটী ধরা যায় না।

একটা কথা আছে—কোনও একজন অপরিপক্ক আমিনকে কোন একস্থানের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। সে আসিয়া রিপোর্ট করিল বিরোধীয় ভূমির উত্তর সীমা কাল গরু চরিবার স্থান, পূর্ব্ব সীমা মহিষচরিবার স্থান ইত্যাদি। সে রিপোর্ট ঠিকই করিয়াছিল কিন্তু স্থানের নির্দ্দেশ হইল না। তথা-কথিত মনুরও যজ্ঞদেশের বর্ণনা সেইরূপ।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥"

মনু ২।২৩

আমাদের নিবাসস্থানের পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে এই চারিদিকেই ম্লেচ্ছ আছে। সুতরাং কোন দিকে গেলে যজ্ঞিয় দেশ পাইব বুঝিতে পারিতেছি না। কলিকাতার নিকট আলিপুরের বাগানে, ঢাকার দিলকুশা বাগানে, এই উভয় স্থানেই মৃগগণ স্বভাবতঃ বিচরণ করে। অন্য অন্য দেশেও ঐরূপ বাগান আছে। আর বন জঙ্গলের তো কথাই নাই। সুতরাং যেখানে কৃষ্ণসার-মৃগ স্বভাবতঃ চরিয়া বেড়ায় তাহাই যদি যজ্ঞিয় দেশ হয় তবে ম্লেচ্ছ দেশও যজ্ঞিয়দেশের অন্তর্গত হয়। অতএব মনুসংহিতার বর্ণনা দেশ নির্ণয়ে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য।

সায়ণাচার্য্য বলেন যজ্ঞ এবং ঋত একই কথা। একথা এপর্য্যন্ত আপনারা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও গ্রহণ করিতে বাধা দেখিনা। অতএব ঋতনাভিও যাহা যজ্ঞনাভিও তাহাই। বৈবস্বতমনুর পিতা দ্রবিড়দেশের লোক। তিনি ১০ম।১৩ সূক্তে তাঁহার নিজের দেশকে ঋতনাভি বা যজ্ঞনাভি বলিয়াছেন; সেই স্থানে যজ্ঞের নাভির চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। যে যজ্ঞের তাহা নাভি সে যজ্ঞ বা যজ্ঞিয়দেশ ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন বৈবস্বত মনুর প্রথম রাজ্য, অতএব পিতৃভূমি, দ্রবিড় দেশ। সুতরাং আমরা যজ্ঞদেশ ঠিকই ধরিয়াছি।

২২। এই দেশ সম্বন্ধে আর একটা সূক্তের উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার কথা শেষ করিব। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ঋষির নাম নাভানেদিষ্ঠ। ইনি বিবস্বান্ নামক দ্রবিড় দেশের রাজার নপ্তা, দ্রবিড়পতি সত্যব্রত অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর পুত্র। তাঁহারাও ঋগ্‌বেদের ঋষি। বিবস্বান্ নিজের দেশকে ঋতনাভি বলিয়াছেন। অতএব দ্রবিড়ের নাম ঋতনাভ বা যজ্ঞ-দেশের নাভি স্থির হইল। নাভানেদিষ্ঠ নিম্নলিখিত সূক্তে ঐ দেশকেই দিব্‌দেশ বলিয়াছেন আর পিতামহের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—হে বিবস্বান্ দিব্‌দেশে আমি তোমাকে স্তব করিতেছি।

"তদ্বন্ধুঃ সূরির্দিবিতে ধিয়ংধা
নাভানেদিষ্ঠো রপতি প্রবেনন্।

সানো নাভিঃ পরমাস্য বা
ঘাহং তৎপশ্চা কতিথশ্চিদাস ॥
ইয়ংমে নাভিরিহ মে সধস্থম্
ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ ।
দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্যেদং
ধেনুরদুহজ্জায়মানা ॥”

ঋ—১০।৬১।১৮, ১৯

হে [স্বর্গস্থসূর্য্য / হে বিবস্বান্ দিব্ অর্থাৎ দ্রাবিড়দেশে B] আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমার বন্ধু অর্থাৎ আত্মীয় তোমাকে স্তব করিতেছি। আমার কামনা যে [গাভী / ধনধান্যদায়িনী পৃথিবী B] লাভ করি। সেই [দ্যুলোক / দিব্ দেশ B] আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং [সূর্য্যের / বিবস্বানেরও B] অধিষ্ঠানভূত।

আমি সেই [সূর্য্য / বিবস্বান্ B] হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর? এই আমার উৎপত্তি স্থান এই স্থানেই আমার নিবাস; এই সকল [দেবতা / দিব্ দেশীয় লোক B] আমার আত্মীয়, আমিও সকল (সকলের আত্মীয়) B [স্তোতাগণ যজ্ঞ হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন। / দ্বিজগণ এইখানে প্রথম জাত হইয়াছিলেন তাই তাঁহাদের দ্বিজনাম সার্থক। B] এই [যজ্ঞ স্বরূপা গাভী / যজ্ঞ দেশের গাভী অর্থাৎ পৃথিবী B] নিজে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন। এখানে আমি দ্বিতীয়

প্রস্তাবে * যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম 'জাতি অর্থ কি?' তাহার সমাধান হইল। নাভানেদিষ্ঠ এই সূক্তেই বলিয়াছেন (১০।৬১।২১) তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র। অতএব তাঁহার পিতা সমস্ত আর্য্যাচক্রে অর্থাৎ বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কাজেই তিনি বঙ্গীয় দ্বিজগণকে চিনিতেন, আর তারস্বরে বলিতেছেন "দ্বিজা অহ প্রথমজাঃ"—অর্থ হইল যে দুই দেশে জাত হইয়া বঙ্গীয় দ্বিজগণ দ্বিজ হইয়াছেন তাহার প্রথম দেশ এই দিব্ বা দ্রবিড়দেশ। ইহার ইংরাজি অনুবাদ হইতেছে "The twice-born were first born here *i. e.* in Dravida."

বাঙ্গালির অর্থাৎ বাঙ্গ আর্য্যের প্রাচীনতম নিবাসস্থান খুজিতে ছিলেন তাহা তবে পাইয়াছেন। কারণ যে আর্য্য সেই দ্বিজ। দ্বিজের প্রাচীনতম নিবাসস্থান দ্রবিড়দেশ! তাহাই তবে বাঙ্গালির প্রাচীনতম নিবাস স্থান। আর সেই স্থানের অপর নাম দিব্‌দেশ। যিনি দিব্‌দেশে জন্মান তিনি দেব। সেইজন্য নাভানেদিষ্ঠ বলিতেছেন—"ইমে মে দেবাঃ"—এই দেবগণ আমারই আত্মীয়। তবেই পাইতেছি দ্রবিড় দেশীয় সাকার রক্ত মাংসের শরীরযুক্ত ব্যক্তিগণই দেব এবং তাঁহারাই নাভানেদিষ্ঠের আত্মীয়। মানুষকে 'দেব' বলাটা বুঝি আপনাদের পছন্দ হইল না? আচ্ছা আপনাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। কোন ব্যবস্থাপত্রে কি বিবাহের লগ্নপত্রে স্বাক্ষর করিতে আপনারা

* এই খণ্ডের প্রথম প্রস্তাব।

নিজের নামের পর চৌধুরী, রায় না লিখিয়া 'দেবশর্ম্মা' লিখেন কেন ? আপনারা কি "দেব" কথা লিখিয়া বলিতে চাহেন আপনারা অর্য্যমা, ভগ, পূষার দলের অদৃশ্য দেবতা। আমি তো বলি তাহা নহে আপনারা বলিতে চাহেন আপনারা দিব্‌দেশীয়—দ্রবিড়দেশীয়। আর "শর্ম্মা" অর্থ কি ? অভিধানে পাই শৃধাতুর পরে কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া শর্ম্মন্ পদ নিষ্পন্ন হয়। শৃধাতুর একমাত্র অর্থ বধ করা। অবশ্য আমি বিশ্বাস করিনা আপনারা নিজেদের খুনী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য এত ব্যস্ত। আমি তো "দেবশর্ম্মা" কথার সহজ অর্থ বুঝি "দিব্‌দেশীয় অর্থাৎ দ্রবিড়দেশীয় যোদ্ধা"। যুদ্ধে বধ নিন্দার নহে। সেই জন্য শর্ম্মা অর্থ যোদ্ধা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। নাভানেদিষ্ঠ রাজা বৈবস্বত মনুর পুত্র, অতএব ক্ষত্রিয়। অতএব তিনি দ্বিজপদবাচ্য। তিনি খৃষ্টের জন্মের পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্রবিড় দেশে বসিয়া তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন 'এই দ্রবিড় দেশেই আমার পূর্ব্ব নিবাস, আমার পিতা, পিতামহের পূর্ব্ব নিবাস। আমার মত দ্বিজাতীয় গণের প্রাচীনতম পূর্ব্ব পুরুষগণ এই স্থানে প্রথম জাত হইয়াছিলেন। এই দেশেরই নাম দিব্। এই স্থানের লোককেই দেব বলা হয়। এই দেবগণ ও দ্বিজগণ একই সুতরাং ইহারা সকলেই আমার আত্মীয়। আমি দ্বিজ অতএব আমিও ইহাদের সকলের আত্মীয়।' তবেই স্থান নির্ব্বাচনে আমাদের ভ্রম হয় নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ স্বাক্ষর করিতে আপনাকে দ্রবিড় দেশীয় যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এই ইঙ্গিত এতদিন বুঝিতেন পারি নাই এখন বুঝিলাম।

দ্রবিড় দেশে ব্রহ্মজ্ঞানী সকলেই ছিলেন। সুতরাং সেখানে ব্রাহ্মণ কথা বিশেষত্বজ্ঞাপক ছিল না। সে দেশের অভিজাতবর্গ শর্ম্মা অর্থাৎ যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেই ভালবাসিতেন তাই তাঁহারা দেবশর্ম্মা। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঋক্ রচনা করিতেন তাঁহারা দিব্যঋষি (ঋ ১০।১৩০)। আর সেই প্রাচীনতমস্থানের প্রাচীন তম ঋষিরা ঋক্ রচনা করিয়া যাঁহার যজ্ঞ বা পূজা করিতেন তিনিই আদি দেব "যজ্ঞ" বা যজ্ঞপুরুষ।

ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্তে আছে :—

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা
স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।" ১৬

দ্রবিড় দেশীয়গণ যজ্ঞ দেশদ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞ দেশকে প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাদ্বারা, "যজ্ঞের" অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ হরির পূজা করিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান।

১০ম মণ্ডল নাকি আধুনিক। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। আচ্ছা আমি যদি প্রথম মণ্ডলেই ঐ কথা দেখাইতে পারি তবে তো আর কিছু বলিবার থাকিবে না ?

১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত ৫০ ঋক্ দেখুনতোঃ—

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা
স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।"

অতএব দ্রবিড় বা যজ্ঞদেশ নীহারিকা হইতে জাত হইবার পরই ঐ দেশবাসীরা ঐ দেশকে

হরির মূর্ত্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহা দ্বারা হরির পূজা করিয়াছিল, আর উহাই প্রথম পূজা। বঙ্গীয় দ্বিজাতীয়গণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দ্রবিড় দেশের লোক তাহা ৭০০০ বৎসরের পূর্ব্বেকার দ্রবিড় দেশের রাজপুত্রের লিখিত মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তবেই পাইতেছি বাঙ্গালির পূর্ব্বপুরুষ দিগের প্রাচীনতম নিবাসস্থান দ্রবিড় বা দিব্ দেশ, আর সেই স্থানের প্রাচীনতম দেবতার নাম "যজ্ঞ পুরুষ" বা হরি। সেই অজ, নিত্য, শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তাকে নমস্কার—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥

২৭ শে মার্চ্চ
১৯২৫
মালদহ

শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

('আর্য্যাবর্ত্ত', 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' ও 'যজ্ঞদেশ' এই নামত্রয়ে যথাক্রমে এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব বুঝিতে হইবে।)

আর্য্যাবর্ত্ত।

৪।৩ পারা।

ত্রিগারাময়ী গৌরী বা আর্য্যাই যে বঙ্গদেশের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ যে গঙ্গা কিম্বা ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ নহে এবং ঐ নদীর এবং নদের যে ধ্বংস করা ভিন্ন বঙ্গদেশের সহিত আর কোন সম্পর্ক নাই, এই কথা আমি আমার "Notes on the History of Bengal, Section 1." নামক প্রবন্ধে, গত ১৯২৪ সনের এপ্রিল মাসে, রাধানগরের সাহিত্যিক সম্মিলন, সাহিত্য পরিষৎ, Director General of Archaeology in India, Calcutta University এবং Asiatic Society of Bengal কে জানাইয়াছিলাম। প্রবন্ধের ঐ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

26. Bengal is not the delta of the Brahmaputra and the Ganges as has been supposed. The work of these rivers has been destruction and not construction. The delta was formed by a river of North Bengal named *Arya* alias Gouri.

The Ganges was held up in a vast deep lake or huge swatch in the sea, which extended over Purnea, the whole of the Trihoot Districts and Champaran. The Brahmaputra was held up in a swatch in or near the Sivasagara District. When they came out of the lakes as rivers, their work was destruction which is still going on. The inhabitants of the *Arya* delta were the original Aryans or Gouriyas or simply Gouras."

প্রায় দেড়বৎসর পরে অর্থাৎ গত, সেপ্টেম্বর মাসে আমি Imperial Gazetteer এ যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে আমার কথা সমর্থিত হইতেছে। "Along the Northern frontier of Bengal numerous rivers debouch from the Himalayas. There are reasons for supposing that formerly, when the Ganges and the Brahmaputra were still 150 miles apart, many of them united to from a great independent river which flowed southward to the sea, sometimes east of the Barind down the channel of the Karatoya and sometimes west of it by way of the Mahananda. It has been suggested that the Haringhata was the original estuary of the Karatoya and its affluents and it is possible that the Bhairab was the ancient channel of the Mahananda.

(See Imperial Gazetteer. Bengal. Vol 1. Page 7)

আর্য্যাবর্ত্ত।

৭ পারা।

তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে "বাঙ্গাল কথা নিন্দা নহে স্তুতি।" কিন্তু বাঙ্গাল কথা যে বর্ত্তমান সময়ে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয় তদ্বিষয়েতো সন্দেহ নাই। ইহাতে দুইটী প্রশ্ন উঠিতেছে :—

(১) বাঙ্গাল কথাটী নিন্দার্থে কেন ব্যবহৃত হইল ?

(২) এইরূপ নিন্দার্থে ব্যবহারের আরম্ভ হইয়াছে কতদিন ?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই বঙ্গকথায় খঞ্জত্বের আভাস আছে তাই আমাদের সহিত ধর্ম্মমতের বিরোধ সূত্রে যাঁহারা সিন্ধুনদের তীরে গিয়া নূতন ধর্ম্মস্থাপন করেন তাঁহারা যেমন আমাদের গৌরবের "মঘ" (পূজিত—শ্রেষ্ঠ) এই নামকে মগ *—যাযাবর—কীকট—কুৎসিত যাযাবর—বা খোঁড়া এই সব অর্থ দিয়াছিলেন, তেমনি "বাঙ্গ" (পবিত্র গৌরী নদী পরিবেষ্টিত

* আমরা পাইয়াছি বরেন্দ্র দেশের নাম মঘদ্বীপ ছিল। অতএব ঐ দ্বীপবাসিগণ 'মঘ'। উহারা যে স্থানে বাস করে অর্থাৎ বিহার হইতে আরাকান, এবং ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সকলই মঘধ। তিব্বতের ইতিহাসে আছে মঘধ বলিতে সমস্ত ভারত সাম্রাজ্য এবং মঘ বলিতে পূজিত, বিদ্বান্ বোঝা যায়। পশ্চিম আসিয়ায় অর্থাৎ বাবিলন প্যালেষ্টাইন ও পারস্য দেশে মঘ (মগ) বলিলে "Wiseman of the East" (*i.e.* India) বোঝা যাইত। এখন আরাকানবাসীরা 'মগ দস্যু', ব্রহ্মদেশবাসীরা বর্ব্বর মগ। আর ঋগ্বেদে মঘধ

গৌরীপট্ট দেশের অধিবাসী) এই নামের অর্থ দিয়াছিলেন খঞ্জ— গোড়া—(কীকট), বন গমনশীল—বুনো। সুতরাং এখন মঘের মুলুক হইয়াছে—বর্ব্বরের দেশ, আর বাঙ্গাল অর্থ হইয়াছে—মূর্খ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই বাঙ্গাল কথার নিন্দার্থে ব্যবহার ইক্ষ্বাকুর পিতা বৈবস্বত মনুর রাজ্যাভিষেকের প্রায় সমসাময়িক। কারণ ঐ সময়ের পরেই Latin ভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক্ হইয়াছে এবং ঐ ভাষায় 'বান্‌গালি' কথার রূপান্তর vulgaris 'বাল্‌গারি' শব্দের অর্থ—'দেশের লোক' এবং 'অসভ্য' এই উভয়ই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে সাধু ভাষায় যে 'বাঙ্গাল' কথা প্রাচীন কালেই পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে উপনিষদে বাঙ্গাল দেশের নাম পাঞ্চাল দেশ, মহাভারতে ও বাঙ্গালদেশের নাম পাঞ্চালদেশ, সাহিত্যে বাঙ্গলা কবিতার নাম পাঞ্চালী (কবিতা)। এখন পাঞ্চালদেশ যে বাঙ্গাল দেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহার প্রমাণ লউন :—

প্রথম প্রমাণ— দ্রুপদ যে পাঞ্চালদেশের রাজা—এবং তাঁহার রাজধানী যে অহিচ্ছত্র পুর এবং ভগদত্ত যে কামরূপের রাজা ছিলেন একথা সকলেই জানে। এক্ষণ মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে পাই পূর্ব্বদিক্ বিজয়ের জন্য দুর্য্যোধনের রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া "মহাযোদ্ধা কর্ণ বিপুল সৈন্য পরিবৃত হইয়া দ্রুপদ

মগধ) দেশ "কীকট" অর্থাৎ Land of the lame men or Land of vile wanderers.

রাজ্যের রমণীয় নগর নিরুদ্ধ করিলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ দ্বারা সেই বীর্য্যসম্পন্ন নরপতিকে স্ববশে আনিলেন এবং তাঁহাকে সুবর্ণ রজত ও বহুবিধ রত্নজাত কর স্বরূপে প্রদান করিতেও বাধ্য করিলেন। রাধেয় দ্রুপদ রাজাকে বিনির্জ্জিত করিবার পর তাঁহার অনুগত সমস্ত নরপালগণকেও বশীভূত ও করপ্রদ করিলেন। অনন্তর উত্তরদিকে উপনীত হইয়া তত্রত্য নরাধিপগণকে বশে আনিয়া এবং ভগদত্তের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হিমালয় ভূধরে আরূঢ় হইলেন।" ইহাতে পাইলাম পাঞ্চাল দেশ দুর্য্যোধনের রাজধানীর পূর্ব্বে এবং ঐ দেশ হইতে কামরূপে যাইতে হইলে উত্তরদিকে যাইতে হয়, অতএব পাঞ্চাল দেশ "বাঙ্গালদেশ"। দ্রুপদের অধীনে বহু সামন্ত নরপতি ছিল অতএব তিনি সম্রাট্। সুতরাং পাঞ্চালদেশ গঙ্গা যমুনার দোয়াবের মধ্যে হইতে পারে না!

দ্বিতীয় প্রমাণ :—মহাভারত আদিপর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়ে পাই গঙ্গার দ্বার সমীপে ভরদ্বাজের আশ্রম। দ্রুপদ তদ্দেশীয় পৃষতরাজার পুত্র। কারণ "ক্ষত্রিয়বর পৃষততনয় দ্রুপদ প্রত্যহ ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া (ভরদ্বাজ পুত্র) দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন।" এই গঙ্গাদ্বার কোন স্থান ? গঙ্গার দুইটী দ্বার আছে—একটী হরিদ্বার বা হরদ্বার— যে দ্বারদিয়া গঙ্গা আকাশ হইতে ভূতলে আসিলেন, আর দ্বিতীয় দ্বার—শক্রীগলি রাজমহাল পর্ব্বতের উত্তর দিকে—ভগীরথ্ পুর—ভগ্ লথ্ পুর—

ভাগলপুরে থাকিয়া, খাল কাটিয়া, যে দ্বার দিয়া ভগীরথ গঙ্গাকে সাগর সঙ্গমে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্রুপদ রাজ্যের এই গঙ্গাদ্বার যে হরিদ্বার নহে—শক্রীগলি—তাহার প্রমাণ মহাভারতের উক্ত অধ্যায়েই আছে। দ্রুপদ পিতার রাজ্যে রাজা হইলেন। দ্রোণ রাজা নহেন এইজন্য দ্রুপদ তাঁহার সখ্য অস্বীকার করিলে আচার্য্য ঐ রাজ্য কৌশলে লাভ করিয়া দ্রুপদ কে বলিতেছেন "আমি পুনর্ব্বার তোমাব সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু অধুনা আমি রাজা তুমি রাজা নহ। রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য হইতে পারে না এজন্য তোমার সহিত একত্রে রাজ্য করিব। এইরূপ স্থির করিয়াছি যে তুমি ভাগীরথার দক্ষিণকূলে রাজা হও আমি উত্তরকূলে রাজা হই।" তবেই পাইতেছি পাঞ্চালরাজ্যের ভিতরে ভাগীরথী পূর্ব্ববাহিনা; কিন্তু গঙ্গা যমুনার দোয়াবে তিনি তো পূর্ব্বি বাহিনী নহেন; তিনি তথায় দক্ষিণ বাহিনী। সুতরাং সেই গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণে কোন ভূমি নাই। অতএব পাঞ্চালদেশ শক্রীগলির নিকট। শক্রীগলি পার হইয়া গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী। আমি "কৃষ্ণ চরিত্র" বা Science of Religion নামক গ্রন্থে গঙ্গার উত্তরের অহিচ্ছত্র পুরকে দিনাজপুর জেলার সাপাহার—সর্পচ্ছত্রের -সহিত এক প্রমাণ করিয়াছি। উহাতে ভূ-তত্ত্বের অনেক কথা আছে—এখানে বলা সম্ভব নহে। অহিচ্ছত্র পাওয়া যাক্ না যাক্ পাঞ্চালদেশ বঙ্গদেশ হইতেছে।

তৃতীয় প্রমাণ—Cambridge History of India নামক গ্রন্থে (Vol 1 Page 121) পাঞ্চালদেশের একাধিক

অশ্বমেধযজ্ঞকারী রাজার নাম আছে। চক্রবর্ত্তী না হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যায় না। আমরা পাইয়াছি চক্রবর্ত্তী কথার অর্থ সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর। অতএব বঙ্গদেশই পাঞ্চালদেশ হইতেছে।

চতুর্থ প্রমাণ—পাঁচালী বলিলেই বাঙ্গালা ভাষার কবিতা বোঝা যায়। কেহ কেহ মনে করেন বঙ্গদেশের বাহিরে পাঞ্চাল নামক কোন দেশে একরূপ গীতি-নাট্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ধরণে দাশুরায় গীতি নাট্যের পুথি রচনা করিয়াছিলেন তাই তাহার নাম হইয়াছিল 'পাঁচালী'। ইহাতে আমরা—যাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ তাঁহাকে বাদ দিয়া আসনের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি। পাঞ্চালের প্রাদেশিক ভাষা কি ছিল তাহা কি আমরা জানি? যদি জানি তবে সেই ভাষায় দাশুরায়ের পাঁচালীর আদর্শ বর্ত্তমান আছে কিনা তাহা কি খুজিয়া দেখিয়াছি? যদি অগত্যা পাঞ্চাল দেশের ভাষা—সংস্কৃত ধরিয়া লই তবে তো দাশুরায় কোন্ আদর্শে তাঁহার গীতিনাট্য লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়ার অধিকতর সুবিধা হইল—কারণ সংস্কৃত সাহিত্য সমস্ত ভারতবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। আমি তো এপর্য্যন্ত কোন সংস্কৃত "পাঁচালী" গীতি-নাট্যের কথা শুনি নাই। আর পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই সত্যনারায়ণের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী দেখিয়াছেন—তাহাতে তো গীতি ও নাই নাট্যও নাই। তবে তো আমরা আদর্শও পাইলামনা, অনুকরণ ও পাইলাম না। যত পাঁচালী আছে তাহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য—বাঙ্গালা কবিতা। অতএব

পাঁচালী অর্থ বাঙ্গালা কবিতা ধরিলে সবগোল চুকিয়া যায়—আর পাঞ্চালদেশও বাঙ্গালা দেশ হইয়া যায়।

পঞ্চম প্রমাণ—ধর্ম্মপালের পিতা এবং ধর্ম্মপাল বাঙ্গালা দেশের লোক ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে তাঁহাকে "সমগ্র বসুমতীর শাসনকর্ত্তা" (৬) "চতুঃসমুদ্র" পর্য্যন্ত দেশ বিজয়কারী (৬) বলা হইয়াছে। আমরা পাইয়াছি বঙ্গদেশই সম্রাট্ পদবীর জন্মস্থান। এই তাম্রশাসন দ্বারা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ভূমি দান করা হইয়াছে। পুণ্ড্র-বর্দ্ধন প্রাচীন চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ দিগের রাজধানী * ; উহা বঙ্গদেশে। আর পাইতেছি—এই সম্রাটের অভিষেক সময়ে এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার এক সামন্ত রাজার অভিষেক সময়ে পাঞ্চালদেশের বৃদ্ধগণ অভিষেকের কলসী উঠাইয়া ধরিয়াছিলেন (১২) তবেই বাঙ্গালা-দেশ পাঞ্চালদেশ হইতেছে।

অতএব আমরা পাইতেছি আল কথা আর্য্য কথার অপভ্রংশ উহার সহিত কাহার ও বিবাদ নাই বিবাদ বঙ্গ † কথার সহিত—

* বিশ্বকোষ পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দ দেখুন।

† বন্‌গ ধাতু হইতে বঙ্গ কথা হইয়াছে এ ধাতুর অর্থ খঞ্জ গতি। কটধাতুর অর্থ গমন, অতএব কীকট অর্থ কুৎসিতভাবে গমনকারী—খঞ্জগতি যাহার—অর্থাৎ খোঁড়া। মগশব্দ গমনার্থক 'মনগ' ধাতু হইতে হইয়াছে। মগ কথার অর্থ সতত গমনশীল, অতএব যাযাবর। কট ধাতু ও মন্‌গ ধাতু যখন একার্থবোধক তখন কীকট অর্থ কুৎসিত যাযাবর (Vile wanderer) ও করা যায়। আর ঐতরেয় আরণ্যকের ব্যখ্যায় নাকি সায়ন বলিয়াছেন "বনং গচ্ছন্তীতি বঙ্গঃ।"

যাহার অর্থ শত্রুপক্ষ করিয়াছিল-- গোঁড়া, কুৎসিত ভাবে গমনশীল ; কীকট, বন গমনকারী---বুনো। তাই দেশের প্রাচীন নাম বাদ দিয়া সাহিত্যে পাঞ্চাল নাম রাখা হইয়াছে, আর এককালের গৌরবের "বাঙ্গাল" নাম গালাগালির সহায় হইয়াছে।

ব্রহ্মাবর্ত্ত।

১৬ পারা।

তথাকথিত শূদ্রগণ যে দাস নহেন, তাঁহারাও যে আর্য্য ও দ্বিজাতি তাহার প্রমাণ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায় :—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ (১০)
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ (১১)
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তেদ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ (১২)
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ (১৩)
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়াতেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥ (১৪)

ভৃগু কহিলেন বর্ণ সকলের বিশেষ নাই—এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রথমে ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কাম ভোগানুরক্ত, তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমূহ হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহকরতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেনা, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্বলাভ করিয়াছে। আর যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদের যজ্ঞক্রিয়া রূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। (বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ)।

তবেই হইল ঋগ্‌বেদেও পাইতেছি বঙ্গ দেশের সকলেই মানব এবং ব্রাহ্মণ—অতএব দ্বিজাতি, মহাভারতেও পাইলাম এদেশের সকলেই ব্রাহ্মণ এবং দ্বিজাতি। আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদটা প্রকৃতই কাল্পনিক। তবে এই জাতি লইয়া দেশে এত মারামারি কেন? ইহার উত্তর—

আসল ছাড়িয়া নকলের অনুসরণ।

আমি বলিতে চাই জাতিভেদ তিন প্রকার :—(১) যুক্তি-তর্কের প্রকৃত জাতিভেদ, (২) রূপকের বা কবিত্বের জাতিভেদ, এবং (৩) জাতি মারার চেষ্টাপ্রসূত কাল্পনিক জাতিভেদ।

(১) প্রথম প্রকারের জাতিভেদের কথা ঋগ্‌বেদে ও মহাভারতে পাইয়াছি। এখন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিব। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার বিনীত নিবেদন এই ঃ—দেবকীনন্দন "আমিই এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছি, এই বিশ্ব সংহার করিব, আমাকেই তোমরা সকলে পূজা কর, আর কাহারও পূজা করিওনা, আমাতেই তোমাদের মতি হউক, আমারই ভক্ত তোমরা হও, আমাকেই পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকেই তোমরা পাইবে" এরূপ কথা মুখে বলিয়াছিলেন একথা আমি বিশ্বাস করিনা। এই গীতা যে মহাভারতের অন্তর্গত সেই মহাভারতে দেবকীনন্দনের মুখ দিয়া এমন কথা আর কোথাও বাহির হয় নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ মানুষ, এবং তিনি মানুষের মতই কথা বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস তিনি বলিয়াছেন "পরম দেবতা কৃষ্ণই সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারী, সকল দেবতা ছাড়িয়া তাঁহারই পূজা কর, কৃষ্ণেই তোমাদের মতি হউক, কৃষ্ণেই ভক্তি হউক, কৃষ্ণকেই পূজা কর, কৃষ্ণকেই নমস্কার কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে।" গীতার ভাষার এই দোষ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ নবদ্বীপচন্দ্র বলিয়াছিলেন 'অবতার না বুলে কভু আমি অবতার।'

গীতায় জাতিভেদ সম্বন্ধে পাই—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ। ময়া কথার স্থানে কৃষ্ণেন লিখিতে হইবে। আর সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও গুণও থাকে না, কর্ম্মও থাকে না। অতএব 'সৃষ্টং' এই পদের পরিবর্ত্তে 'বিহিতং' লিখিতে হইবে। তবে

দাঁড়াইবে— চাতুর্ব্বর্ণ্যং কৃষ্ণেন বিহিতং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ— অর্থ হইল:—কে ব্রাহ্মণ,কে ক্ষত্রিয়,কে বৈশ্য এবং কে শূদ্র তাহা গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ সকল বিধানেরই বিধাতা অতএব জাতিবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া টানিয়া আনিবার প্রয়োজন দেখিনা। ভগবান্‌কে টানিয়া আনা ও 'সৃষ্ট' কথার ব্যবহারের ভিতর যেন "জাতি" মারার চেষ্টার গন্ধ আছে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু মহাভারতের কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত কোন অংশ মৌলিক তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস এই শ্লোকের "সৃষ্ট" কথা এবং অন্য একস্থানের "বর্ণসঙ্করের" কথা—দেবকীনন্দনের অমূল্য উপদেশ সমূহকে যিনি, কবিত্বের ভাষায়, কষ্টকল্পনার সাহায্যে, যুদ্ধের বর্ণনার সহিত dovetail করিয়াছিলেন তাঁহার personal equation—অতএব প্রক্ষিপ্ত। গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে জাতি বিভাগ হইয়াছে—মহাভারতের শান্তি পর্ব্বেও এই কথাই আছে, ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত গীতাতেও তবে সেই কথাই আছে:—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং সমুদ্ভূতং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

(২) তারপর রূপক বা কবিত্বের জাতি ভেদের কথা। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১১ ও ১২ ঋকে ইহার ব্যাখ্যা আছে। মূল উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, আপনারা দেখিয়া লইবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ এই—পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল? দুই হস্ত দুই উরু দুই চরণ কি হইল?—(১১)

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র শূদ্রB. হইল। এই সূক্তের প্রথম ঋক্ হইতেছে :—

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ। তিনি সমস্ত দেশকেই ব্যাপিয়াও দশাঙ্গুলি বড় হইলেন। B

এই ঋকের পুরুষ যে গ্রাণাইট্ পাথরের দ্বিভুজমূর্ত্তি বা দেশ-পিতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার মস্তক মালদহ জেলা জুড়িয়া ছিল; বরাহ কল্পের প্রথমে ভূমিকম্পে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আর সেই সময়ে দামোদর নদের গর্ভে এবং অন্যান্য স্থানে গণ্ডোয়ানা শৈল উঠিয়াছে। এই ঘটনাই হরির বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে পৃথিবী উঠাইবার কথার মূল। এই পুরুষের মস্তক একটা জেলা জুড়িয়া ছিল, অতএব একাই এক সহস্র। দুইটী চক্ষুই সহস্র চক্ষু। ভূ-তত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রে দেখি ইহাঁর দক্ষিণ পদ বঙ্কিম ভাবে গোদাবরী নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতএব ইহাঁর দুই পদই সহস্র পদ। এই পুরুষের কথা শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন :—(১।৩)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহরাদিভিঃ

সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ (১)

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসাদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ (২)

তারপর—

পশ্যন্তদোরূপমদভ্রচক্ষুষঃ
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ (৪)

মহঃ হইতে তপঃ, তপঃ হইতে অগ্নি, সেই অগ্নি হইতে যজ্ঞ বা পুরুষ বা যজ্ঞপুরুষ—সৃষ্টিক্রম ঋগ্‌বেদেও যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই। আর ঋগ্‌বেদের পুরুষ ও সহস্র মস্তকযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের পুরুষও তাহাই। গীতার বিশ্বরূপ কৃষ্ণও তিনিই — 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র', 'অনন্তদেবেশজগন্নিবাস,— যাঁহাতে, যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম সকলই নিবাস করিতেছে। ইনি দেশপিতা, শ্রীকৃষ্ণ ও মহাকালের মূর্ত্তি। সে দেশপিতা তো টুকরা টুকরা হয়েন নাই—Geological mapএ তো তাঁহাকে আস্তই দেখিতেছি। তবেই এই সূক্তের (ঋ ১০।৯০) প্রথম ঋকের পুরুষ ও একাদশ এবং দ্বাদশ ঋকের পুরুষ এক নহেন। যে পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল তিনি পরমপুরুষ নহেন কারণ তিনি "অজো নিত্যঃ"—তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে কে? তিনি শ্রীভগবানের সহস্র মস্তকযুক্ত পুরুষাবতার বা জগন্নিবাস (বাসুদেব) ও নহেন, কারণ তাঁহার হস্তপদাদি এখনও বর্ত্তমান।

তবে ১১ ঋকের পুরুষ—পুরুষ সমষ্টি বা জনসমষ্টি—the population of the country. ঐ জনসমষ্টির একভাগ ব্রাহ্মণ হইয়াছে; তাহার গুণানুসারে তাহাকে পুরুষসমষ্টির মুখ বলা হইয়াছে। গুণানুসারে যোদ্ধৃগণকে জনসমষ্টির বাহু ও বৈশ্যগণকে জনসমষ্টির উরুদ্বয় বলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভালই। তারপর শূদ্রের পালা। এস্থানে সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের মত মতে 'পদ্ভ্যাং' এর অনুবাদ করা হইয়াছে 'চরণ হইতে'। কেন? যেহেতু শূদ্র বড় ঘৃণিত জীব, সে পরমপুরুষের চরণ হইতে পারে না, হইলে তো সে নমস্য হইয়া পড়ে। চরণ হইতে সে উদ্ভূত হইয়াছে ইহা যে স্বীকার করিলাম ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষের মাথা হাত উরুগুলির কিছুই থাকিল না—ঐ টুকরোগুলি কেহ বামুন, কেহ সিপাই কেহ চাষা হইয়া গেল, কিন্তু যে টুকরো দুটী পূর্ব্বে পা ছিল তাহারা সেই রূপই থাকিয়া গেল। শূদ্র পায়ের ধূলার মত সে পা হইতে বিচ্যুত হইল। ভাষ্যকার এ মস্তকবাহূরুহীন দেহের পা দুই খানি লইয়া কি করিয়াছেন, আমি জানি না। বলির মত যদি মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন তো ভালই—আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে আসিবেন না। আমি বলি 'পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত' অর্থ পদদ্বয়ই শূদ্র হইল। মথিত মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, তাহাতে মথিত মৃত্তিকার অবশেষ থাকে না, সমস্তই ঘট হইয়া যায়। এই দুই ঋকেরও অর্থ এই যে পুরুষসমষ্টি গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত হইল।—চাতুর্ব্বর্ণ্যং সমৃষ্টং গুণকর্ম্ম,

বিভাগশঃ। এই রূপকের জাতিভেদও অযৌক্তিক নহে, তবে ইহার ভাষাটা কবিত্বের। তবে যদি কেহ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১১ ঋকের পুরুষকে নিতান্তই শ্রীভগবান্ বলিতে চাহেন—তবে আমার উত্তর হইতেছে—পরম দেবতার মুখ বাহু ও উরুতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন পায়ের ধূলিতে কারণ উহা হইতে এসংসারে অধিকতর আদরের বস্তু আর নাই। যে ভক্ত সে শ্রীভগবানের পায়ের ধূলিকে মাথায় রাখে।

(৩) তৃতীয় প্রকারের জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা বলিতে একটু ভয় পাইতেছি, কারণ ঐ জাতিভেদের মুখপত্র যে গ্রন্থ তাহা অনেকের নিকট অতি আদরের ও সম্মানের বস্তু। তাহার গ্রন্থকার কতক যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থার সহিত বহু গাঁজাখুরি গল্প যুড়িয়া দিয়াছেন এবং সেই সবই মনু নামক এক অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। একটা নমুনা লউন। **প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যে জাতিকে যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তাহারা পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল** মনুসংহিতা ১।২৮। এ কেমন কথা? এইনা মহাভারতে পড়িলাম ভৃগু বলিতেছেন—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণাপূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥" **বর্ণ সকলের বিশেষ নাই। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানু-**

সারে বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছে। আবার এই দুই কথারই বক্তার নাম ভৃগু। তবেই এক ভৃগু আসল, অপর ভৃগু আসল নহেন—নকল। মহাভারতের মা বাপ নাই—মহাভারতের ভৃগুকে নকল সাব্যস্ত আমি নির্ভয়েই করিতে পারি। কিন্তু অন্যটীর কথা মিথ্যা দেখাইবার পূর্ব্বে আমার নিজের টাকপড়া মাথার কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে। যাক্ যা থাকে কপালে—কথা বলিতেই হইবে।

প্রথম কথা—প্রিয়ব্রত ববাহ কল্পের দ্বিতীয় সম্রাট্—অতএব ক্ষত্রিয়—অতএব তাঁহার পুত্র অগ্নীধ্র, নপ্তা নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ, এবং ঋষভের পুত্র ভরত সকলেই ক্ষত্রিয়। ভরতের মরিয়া ক্ষত্রিয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি মরিয়া ব্রাহ্মণ হইলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন—তাঁহাকে মরিতে হয় নাই—একজন্মেই তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তবে যে এই ভৃগু বলিতেছেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যে জাতিকে যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তাহারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল। আমি বামুণ আমার ধোপা না হইলে চলিবেনা, অতএব শাস্ত্র সৃষ্টি হইল ধোপার ৫২ হাজার নম্বরের পূর্ব্বপুরুষকে ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছিলেন 'তোর এবং তোর বংশধরকে অনন্তকাল কাপড় কাচিতে হইবে। তুই জন্মভোর কাপড় কাচবি। তোর মরিয়া আবার ধোপা হইয়া জন্মিতে হইবে এবং পুনরায় জন্মভোর কাপড় কাচিতে হইবে। তোর পুত্র পৌত্রাদির উপরও সেই হুকুম রহিল। তবে যে শুনি "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি

পরায়ণঃ।” হরিভক্তিপরায়ণ হইলে কি হয়? তাহার তো পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া চণ্ডালরূপেই জন্মিতে হইবে তবে তাহার দ্বিজ-শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়?

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি এই ভৃগুই বা কে আর তিনি যে মনুর নিকট এই শাস্ত্র শুনিয়াছিলেন তিনিই বা কে? কত গ্রন্থকারের সময় নির্ণয় হইল, পিতামাতার নাম বাহির হইল, এই ভৃগু সাক্ষীর বাক্সে উঠিয়া আজগুবি এতকথা বলিয়া গেলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না আপনি কোন কালের লোক আপনার পরিচয় পত্র কোথায়? আর যে মনুর আপনি নাম করিতেছেন সে ব্যক্তিটী কে? পুরাণাদিতে ১৫ জন মনুর নাম লেখে যথা:— আদি মনু, রৈবত মনু, চাক্ষুষ মনু, বৈবস্বত মনু, সাবর্ণি মনু ইত্যাদি। ঋগবেদে অতিরিক্ত আরও তিনচারিটী মনুর নাম পাওয়া যায়, যেমন পুরূরবা, সম্বরণপুত্র (কুরু), অপ্সুর পুত্র ইত্যাদি। আপনার কথিত মনু ইহাদের মধ্যে কোনটী? যত মনুর নাম বলিলাম সকলেই সম্রাট্। ধোপার জন্মের খবর তাঁহারা কিরূপে জানিবেন? আর এক মনুর কথা শুনিয়াছি—তিনি নাকি মানুষ হইয়া মানুষ উৎপাদন করিয়াছিলেন, ঘোড়া হইয়া ঘোড়া উৎপাদন করিয়াছিলেন, মৎস্য হইয়া মৎস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। সে মনুর সময়ে অবশ্যই ধোপা, নাপিত প্রভৃতি তিনশত তেত্রিশ জাতির অস্তিত্ব ছিল না। আপনার কথামতই তো আপনার কথিত মনু আপনার সমসাময়িক—অতএব আধুনিক ব্যক্তি। তবে তাঁহার পরিচয় বলুন না কেন?’ এসব জেরা (cross examination)

যখন হয় নাই তখন এ সাক্ষীর দেওয়া প্রমাণ, প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এখন এই ভৃগু যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস-যোগ্য কিনা অন্যদিক দিয়া দেখা যাউক। "শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান অয়োগব—ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্তা—বিপ্রাতে উদ্ভূত সন্তান নরাধম চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয়। বর্ণসঙ্করেরা এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" (মনু ১০।১২)।

"বর্ণ সকলের ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন (অবিবাহ্য বিবাহ) ও স্বকর্ম্মত্যাগ দোষে বর্ণসঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করে।" (মনু ১০।২৪) "অয়োগবের তক্ষণ চাঁচাছোলা (যথা সূতারের কাজ প্রভৃতি ....) বৃত্তি জানিবে।" (মনু ১০।৪৮)।

"ক্ষত্তা ... ... দিগের পক্ষিবধবন্ধন ... ... বৃত্তি জানিবে।" (মনু ১০।৪৯)।

চণ্ডাল ... ... জাতিদের বহির্গ্রামে বাস, অপপাত্র ব্যবহার, কুকুরও গর্দ্দভরূপ সম্পত্তি রক্ষণ, মৃতবস্ত্র পরিধান, ভগ্নভাণ্ডে ভোজন, কৃষ্ণায়স (কৃষ্ণলৌহ) অলঙ্কার এবং প্রতিদিন পরিব্রজ্যা (পরিভ্রমণ) করা কর্ত্তব্য।" (মনু ১০।৫১।৫২)।

পাইলাম অয়োগব ব্যাভিচারজাত সন্তান, কিন্তু ব্যভিচারের কি কোন নিয়ম আছে ? শূদ্র বৈশ্যার সহিত ব্যভিচার করিল—তাহার সন্তান অয়োগব হইল—অমনি ব্যভিচারের পথ একবারে দেয়াল টানিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, অয়োগব আর কাহারও সহিত ব্যভিচার করিতে পারিলনা। নতুবা অয়োগবের ব্যভিচার

জাত সন্তানও মনূক্ত শতশত জাতির প্রত্যেকের সন্তানের সহিত ব্যভিচার করিয়া আরও শতশত জাতি সৃষ্টি করিত এবং এই শতশত দ্বিতীয় স্তরের বর্ণসঙ্করেরা ঐসব প্রথম স্তরের বর্ণ সঙ্করের সহিত ব্যভিচার করিয়া আরও সহস্র সহস্র সঙ্কর জাতি উৎপাদন করিতে পারিত। আর তাহা হইলে মনুসংহিতা দশ ভলিউম লিখিলেও ইহাদের permutation ও combinationএর শেষ হইত না। আমাদের সময়ে কি ব্যভিচার হয় না? তাহাতে কয়টা নূতন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে? ব্যভিচার দ্বারা বর্ণ সৃষ্টির কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

তারপর—অয়োগব ব্যভিচারজাত, সন্তান কিন্তু ব্যবসায়ের বেলায় সে অব্যভিচারী। মনুসংহিতা যখন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, সে শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ব্যভিচারজাত সন্তান এবং তাহার তক্ষণ ভিন্ন অন্য কাজ করিতে নাই তখন সে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তক্ষণই করিতে থাকিবে—এবেলা সে বেশ ভদ্রলোকের মত। আর যে ক্ষত্তা সেও জানে যখন মনুসংহিতাতে তাহার খাটী জন্মের খবর লেখা আছে তখন মনুসংহিতার হুকুম মত পক্ষিবধবন্ধন ছাড়া সে আর কিছু করিতে পারিবেনা; যদি করে তবে হয় তাহার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে নতুবা নরক গমন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দোটানায় পড়িয়া সে কেবলই পাখী ধরিতেছে ও বাঁধিতেছে ও মারিতেছে।

ছেলে বেলাকার একটা গল্প বলি—এক দিদিমার নাতিটী ক্রমাগতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত—তিনিও উত্তর দিতে বিব্রত

হইতেন। তারপর দেখিলেন এতো ভাল নয়। তখন ভাবিলেন সব প্রশ্নেরই তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়াই ভাল তাহাতে যুক্তি প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রশ্ন হইল কাক কালো হইল কেন ?

উত্তর—কালো হাঁড়ী হইতে ভাত চুরি করিয়া খাইয়াছিল সেই জন্য।

প্রশ্ন—হল্‌দে পাখী হল্‌দে হইল কেন ?

উত্তর—বামুনকে সোনা দান করিয়াছিল বলিয়া।

প্রশ্ন—কাঠ্‌ঠোকরা ঠকঠক্ শব্দ করে কেন ?

উঃ—উহার বাপ সুতার ছিল।

প্রঃ—আজ এত বৃষ্টি হয় কেন ?

উঃ—আকাশের ছাইনী পচিয়া গিয়াছে তাই নূতন করিয়া ছাইনী দিবার জন্য পচা খড়গুলি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন প্রশ্ন হইল 'দাদা মহাশয়ের মুখে দাড়ি আছে তোমার মুখে দাড়ি নাই কেন ?' তখন দিদিমা নাতির সঙ্গে আটিতে না পারিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন। তেমনই মনুসংহিতাকারের নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারই উত্তর পাইবেন—কেবল একটী প্রশ্ন ভিন্ন। জিজ্ঞাসা করুন নির্ব্বাসিত হরিশ্চন্দ্র-রাজার প্রভু বহির্গ্রামে বাস করিত কেন ? অপপাত্র ব্যবহার করিত কেন ? মৃতের বস্ত্র পরিধান করিত কেন ? উত্তর হইবে তাহার পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণীর—নিম্নবর্ণের লোকের সহিত ব্যভিচারে জাত হইয়াছিল বলিয়া। ক্ষত্তা পাখী মারিয়া বেড়ায় কেন ? তাহার

পূর্ব্বপুরুষের মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা হইয়া নিম্নবর্ণের লোকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল বলিয়া। এসব কথা Scientific explanation of the caste system—জাতিভেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, করিতে পারেন, আমি তো ইহাকে দিদিমার গল্প বলি।

মনুসংহিতার মতে ব্রাহ্মণের বেতন গ্রহণ করিয়া পরের দাসত্ব করায় পাতিত্য হয়, তবে রাঁধুনী বামুন পতিত, পতিত বামুনের অন্ন গ্রহণ যিনি করেন তিনিও পতিত, তাঁহার অন্ন যে গ্রহণ করে সেও পতিত; তবেতো পরম্পরাক্রমে শতকরা একশত জন ব্রাহ্মণই পতিত হইলেন, তবে কি দেশে ব্রাহ্মণ নাই? এই প্রশ্ন মনুসংহিতার সমর্থকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তিনি প্রশ্নকারীর মুখে চপেটাঘাত করিবেন।

আমার বোধ হয় জাতিভেদের ব্যাখ্যা এইরূপ :—প্রথমে এদেশের লোক বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। পরে বৈশ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ভাল কারিগর হইল সে তাহার কন্যার বিবাহের সময়ে তাহার মত সোনার কারিগরের পুত্রকে বর নির্ব্বাচন করাই সুবিধা বোধ করিল; কারণ জামাতাকে সাহায্য করা স্বাভাবিক—লোহার কর্ম্মকারের পুত্রকে জামাতা করিলে শ্বশুর তাহার কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না—কারণ ঐ বালকের পৈতৃক ব্যবসায় তাহার জানা নাই। এইরূপে বৃত্তিদ্বারা পৃথক একটা জাতির সৃষ্টি হইল। লোহার কর্ম্মকারের

দল ও এক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পরে উপরোক্ত কারণে ভিন্ন এক জাতিতে পরিণত হইল। বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহারাও কে কোন্ জিনিস ক্রয় বিক্রয়ে উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া সমব্যবসায়ীর সহিত দল বাঁধিয়া পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখি মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদের মত কাপড়ের ব্যাবসায়ে উন্নতি আর কেহ করিতে পারে না। ইহাতে সকল মাড়োয়ারীর ব্যবসায় সূত্রে একদল বদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক—হইয়াছেও তাহাই। এইরূপে সুবর্ণের, গন্ধের, কিম্বা তিলের ব্যবসায় যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা গোড়ায় এক বৈশ্য জাতীয় হইলেও দল বান্ধিয়া ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইলেন। এইরূপে বৈশ্যের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে নানা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

তারপর স্মৃতির ব্যবস্থা তো ব্রাহ্মণের হাতে। তিনি দেখিলেন সোনার কর্ম্মকার বড় অধিক মজুরী লয় আর অনেক ধন সম্পত্তি করিয়াছে। উহাকে দমন করিতে হইবে। অতএব সে পতিত, ব্রাহ্মণ তাহার জল খাইবে না। লোহার কর্ম্মকার না হইলে দা, কাচি, কুড়াল গড়ায় কে? আর সে ব্রাহ্মণকে ঠকাইবার ও বড় অবসর পায় না। অতএব তাহার জল খাওয়া চলিবে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে হরিশ্চন্দ্র রাজা যাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বপুরুষ ইচ্ছা করিয়া ঘৃণিত বৃত্তি লইয়াছিল কেন? ইহার উত্তর—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন

রুচি। আপনারা কোন জেল-দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন —যাহার পূর্ব্বপুরুষ কোন দিনও মেথরের কার্য্য করে নাই এমন লোকও জেল খানায় গিয়া মেথরের কার্য্য করিতে স্বীকার হয় কেন? উত্তর পাইবেন "জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে যে মেথরের কাজ করে তাহার পরিশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সুতরাং ঘৃণিত কার্য্য হইলেও তাহা করিবার জন্য লোক ইচ্ছা করিয়া আইসে।"

আমি উপরে যে জাতিভেদের ব্যাখ্যা দিলাম—সেটা অবশ্য আমার অনুমানের কথা। আপনারা এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমিতো আর মনুসংহিতাকারের মত সর্ব্বজ্ঞ নই যে সকল কথাই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিব। আমাদের দেশে ৩৩৩টী বিভিন্ন জাতি হইবার মূলে যে স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কারচুপি আছে তাহা—আপনারা বলিদ্বীপ সম্বন্ধে বিশ্বকোষের Article পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। বলিদ্বীপের হিন্দুসমাজ এবং যবদ্বীপের হিন্দুসমাজ বোধ হয় পূর্ব্বে একরূপই ছিল। এখন যবদ্বীপ-বাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হইয়াছে। কিন্তু বলিদ্বীপে এখনও হিন্দু আছে—তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত। সেখানে "আয়োগব" ও নাই "ক্ষত্তা" ও নাই। অথচ ভারতবর্ষেই ব্যভিচার ছিল অন্য কোথাও ব্যভিচার ছিলনা এমন কথাতো হইতে পারেনা। আর বলিদ্বীপে অসবর্ণ বিবাহও আছে। এইরূপ বিবাহের সন্তান প্রায়ই পিতার জাতি প্রাপ্ত হয়, কোন কোন স্থানে মাতার জাতিও প্রাপ্ত হয়। অতএব

অসবর্ণ বিবাহ অথবা ব্যভিচারে নূতন নূতন জাতিসৃষ্টি হওয়ার কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

এ বিষয়টী আর এক দিক দিয়া দেখা যাক্। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ তো আছে—কারণ স্মৃতি শাস্ত্র যখন ব্রাহ্মণের হাতে—ব্রাহ্মণকে তো থাকিতেই হইবে—নতুবা এ শাস্ত্রকে জীবিত রাখিবে কে ?

ক্ষত্রিয় ? বাঙ্গালা দেশে কি ক্ষত্রিয় আছে ? কৈ আমিতো দেখিনা। দিগ্বিজয়ী প্রাতঃস্মরণীয় যোদ্ধা সম্রাট্ প্রতাপাদিত্যের কথা এইরূপ শুনি :—

"রাজরাজেশ্বরো বীরো মহাধনুর্দ্ধরঃ স চ।
যস্য বীর্য্যপ্রভাবেন দিল্লীশঃ কম্পিতঃ সদা॥
যুদ্ধে (হ্য) র্জ্জুন তুল্যশ্চ জ্ঞানেচ শঙ্করো যথা।
প্রতিজ্ঞায়াং যথা ভীষ্মঃ দানে কর্ণসমঃ স চ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ মহাদর্পান্বিতোঽভবৎ।
ফেরঙ্গমগবীর্য্যঞ্চ যবনস্য বলং তথা।
খর্ব্বং চকার শূরোঽসৌ মহাকালসমো রণে।
জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্।
আসমুদ্রকরগ্রাহী বভূব নৃপশার্দ্দূলঃ॥

এই রাজরাজেশ্বর অর্জ্জুনতুল্য মহাযোদ্ধার জ্ঞাতভাইগণের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ও নাকি মনুসংহিতার ব্যবস্থায় উড়িয়া যায়। তবে তো বাঙ্গালা দেশে একটীও ক্ষত্রিয় নাই !

বৈশ্য ? বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বনকারী সদাচারযুক্ত কয়েকটী জাতির লোক বৈশ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। তাঁহারা রূপে, গুণে, শিক্ষায়, প্রতিভায় কোন অংশে হীন নহেন। কিন্তু মনুসংহিতার মতে নাকি তাঁহাদের বৈশ্যত্বের দাবী অসিদ্ধ। তবে বৈশ্যও বঙ্গদেশে নাই!

শূদ্র ? কৈ একটা জাতির লোক ভিন্ন শূদ্র বলিয়া নিজের পরিচয়ই কাহাকেও দিতে দেখিনা। আর সেই জাতির লোক-দিগকে মনুসংহিতার মতাবলম্বী গণ তো ঘরের বাহিরে কেন গ্রামের বাহিরে রাখিতে চাহেন। তবে তো এদেশে শূদ্রও নাই!

এ হলো কি ? দেশের লোককে গোড়ায় চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল—সেই চারিভাগের একভাগ এখন আছে; অন্য তিন ভাগ মনুসংহিতার ফাতওয়া মস্তকে গ্রহণ করিয়া কি মহাসমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে ? দেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ গেল কোথায় ? কোন রাজার আদেশে কি তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল ? না কোন মহামারী বাছিয়া বাছিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে নির্ম্মূল করিয়া কালের কবলে টানিয়া ফেলিয়াছিল ? মনুসংহিতার মতাবলম্বী হয়তো বলিবেন—না তাহারা মরে নাই এইসব সঙ্কর-বর্ণের মধ্যেই তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। তবে তো আরও ভয়ঙ্কর কথা! এদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিল—কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ এবং ব্যভিচারের দরুণ তাহাদের অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তবে তো অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্যভিচার এক-

কালে এদেশের exception —বিশেষ বিধি— না হইয়া rule —সাধারণ বিধি— হইয়াছিল। তবে আবার অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া গেল কাহার হুকুমে? যে অসবর্ণ বিবাহের ফলে এদেশের বার আনা লোকের পরিচয় লোপ হইয়া গিয়াছে সে অসবর্ণ বিবাহ উঠাইয়া দিল কে? কোন্ সময়ে সমাজে এই অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের বিপ্লব উঠিয়াছিল তাহা কি মনুসংহিতার জাতিতত্ত্বের সমর্থনকারিগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? ব্যাপারটাই একেবারে ষোল আনা কাল্পনিক তাহার আর একটা অনুসন্ধান কি আছে?

আর আমি যেরূপে জাতির সংখ্যা এত বাড়িবার কথা বলি তাহার সমর্থন কল্পে আমি প্রমাণ দিতেছি। আমার hypo thesis হইতেছে :—

বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা সোনার কারিগর তাঁহারা নিয়ম করিলেন বৈশ্য জাতীয় হইলেও লোহার কর্ম্মকারের, কিম্বা ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের, সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবেন না। লোহার কর্ম্মকার, সুবর্ণ বণিক্, গন্ধবণিক্ প্রভৃতিও স্থির করিলেন সমব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কাহারও পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। এইরূপে এক বৈশ্য জাতির মধ্যেই বহু অন্তর্জাতি (subcastes) হইয়া গেল। একথার সমর্থন কল্পে প্রমাণ লউন। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদিক ব্রাহ্মণ এই তিন অন্তর্জাতি আছে। ধরিলাম রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের মধ্যে দেশের পার্থক্য আছে কিন্তু বৈদিক কথাটাতে

তো বৃত্তির গন্ধ স্পষ্টই বর্ত্তমান। তবেই বৃত্তিদ্বারা অন্ততঃ একটা নূতন জাতি কল্পিত হওয়ার প্রমাণতো পাইলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয়েই "ব্রাহ্মণ" নাম ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে যখন বিবাহ সম্বন্ধ চলে না তখন তাঁহাদিগকে পৃথক্ দুইজাতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। তবেইতো অসবর্ণ বিবাহ কিম্বা ব্যভিচার ছাড়াই একটা জাতি তিনটী জাতিতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ পাইলেন। Risley সাহেবের Castes and Tribes of Bengal পড়িয়া দেখিবেন প্রায় প্রত্যেক জাতির ভিতরেই বহু অন্তর্জাতি (subcastes) আছে। "অন্তঃ" কথাটা ছাড়িয়া দিলে দাড়াইল - এদেশে এমন অনেক জাতি আছে যাহা ঐ জাতির লোক দিগের সুবিধার জন্য অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচার ব্যতিরেকেই অল্পদিনের মধ্যে বহু নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষ অসবর্ণ বিবাহ বা ব্যভিচার দ্বারা আধুনিক সময়ে সৃষ্ট একটী নূতন জাতি ও কি দেখাইতে পারিবেন ? বোধ হয় না ! অথচ অজ্ঞাতকুলশীল কোন্ এক ব্যক্তি "ভৃগু" এই নাম গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাত কুলশীল কোন্ এক Impossible "মনুর" দোহাই দিয়া কি বলিয়াছিল তাহার দোহাই দিয়া অপর পক্ষ বঙ্গদেশের বার আনা লোককে গালি দিয়া পার পাইয়া যাইতেছেন। শুধু কি তাই ? মনুসংহিতার মত প্রামাণিক গ্রন্থই নাকি আর নাই ! আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—প্রতিমা পূজার কথা কি মনুসংহিতায় আছে ? দুর্গা পূজা কি মনুসংহিতার আমলে প্রচলিত ছিল ?

যেন মনু সংহিতায় যে কথা আছে তাহা অন্য প্রমাণ ভিন্ন ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। হায়রে দেশের দুর্ভাগ্য!

আমি মহাভারতের কথাই একটু ঘুরাইয়া বলিতে চাই :—

ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মাবর্ত্তনিবাসাদ্ধি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং ॥

বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের "জাতিভেদের" মধ্যে দুইপ্রকারের মিথ্যা কল্পনা প্রবেশ করিয়াছে :—

(১) জাতি অর্থ বর্ণ নহে। কারণ জাতি কথা জন ধাতু হইতে হইয়াছে; উহার অর্থ যাহাতে জন্ম হয় অর্থাৎ দেশ—Motherland.

বর্ণ কথা বৃ ধাতু হইতে হইয়াছে; উহার অর্থ বিভাগ—Class

(২) আমরা যে দেশের লোকের মধ্যে অসংখ্য বর্ণ (বিভাগ) দেখিতেছি উহার হেতু—অসবর্ণ বিবাহ বা ব্যভিচার নহে—কর্ম্ম বা বৃত্তিভেদ। অতএব আমি এদেশের সকলকেই নমস্কার করিতেছি—

আর্য্যেভ্যোনমঃ, মানবেভ্যোনমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ।

স্বজ্ঞদেশ

৪ পারা

Hunter's Statistical Account of Orissa তে পাইবেন রাঁচি জেলার পূর্ব্বদিকের যে পর্ব্বত হইতে গন্ধেশ্বরী

নদী বাহির হইয়াছেন, সেই পর্ব্বতই বরাবর দক্ষিণদিকে গিয়া কেয়ুক্করে গন্ধমাদন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইলাবৃত বর্ষের চারিদিকেরই সীমা ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

যক্ষদেশ

১৪ পারা

মৎপ্রণীত "কৃষ্ণ চরিত্র" বা Science of Religion (Part 1) এ পাইবেন যক্ষদেশের পক্কশস্যপূর্ণা—অতএব হেম-গৌরাঙ্গী—ধরিত্রী যাঁহাকে মূলে 'নারায়ণী' বলা হইয়াছে তিনি শ্রীমতী রাধা ভিন্ন আর কেহই নহেন।

যক্ষদেশ

১৭ পারা

Art of writing

(বর্ণ লিখন)

Cambridge History of India এবং Vincent Smith's Early History of India তে পড়িয়াছি খৃষ্টের জন্মের ৫০০ কি ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসিয়া হইতে বর্ণ লিখন এদেশে আমদানী করা হয়; তাহার পূর্ব্বে হিন্দুর দেশে কেহ লিখিতে জানিত না। আর ইহার প্রমাণ হইতেছে :—

"ফিনিসিয়াতে ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা প্রায় খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের পূর্ব্বেকার কোন লিপি পাওয়া যায় নাই। আর পরের

লিপি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও ফিনিসিয়ার লিপির সহিত মিলে।"

এ যুক্তিটা কেমন হইল জানেন? ধরুন যদুনন্দন হরিচরণের পিতা এবং পিতাপুত্রের চেহারায় বেশ মিল আছে। এক ব্যক্তি বলিল সে যদুনন্দনকে দেখিবার বহু পূর্ব্বে হরিচরণকে দেখিয়াছিল এবং উভয়ের মুখ দেখিয়াই তাহাদের পিতাপুত্র সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিল, অমনি এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক সাব্যস্ত করিলেন হরিচরণই যদুনন্দনের পিতা! উপরোক্ত যুক্তিও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই সাব্যস্ত করা হইয়াছে—ঋগ্‌বেদের ঋষিরা লিখিতে জানিতেন না আর বলা হইয়াছে :—

"লিখন কিম্বা অক্ষরের কোন উল্লেখ ঋগ্‌-বেদে নাই।"

যুক্তিটা যেমন চোকে ধূলি দেওয়ার অভিপ্রায়ে উপস্থিত করা হইয়াছে উক্তিটাও তদ্রূপ; উহা একেবারে "গঙ্গাজলী" মিথ্যা।

'উতত্বঃ পশ্যন্ ন দর্দশ বাচম্
উতত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।

ঋ—১০।৭১।৪

এই ঋকে বাক্য দেখার কথাও আছে, বাক্য শোনার কথাও আছে। অতএব প্রথম কথায়—লিখিত বাক্য এবং দ্বিতীয় কথায় কথিত বাক্য বুঝিতে হইবে। ঋগ্‌বেদ ১০।১৩।৩ ঋকে আছে—

"অক্ষরেণ প্রতি মিম"—

"এই অক্ষর (অর্থাৎ ওঁকার) উচ্চারণ পূর্ব্বক উপস্থিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি।"

এই যে ঋগ্‌বেদে জ্বল-জীয়ন্ত "অক্ষরের" কথা পাইলাম ; কেবল কি এক স্থানে অক্ষরের কথা ? "অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ" 'তাঁহারা অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তচ্ছন্দঃ রচনা করেন।' (ঋ,—১।১৬৪।২৪)।

মনে করিবেন না এই মিথ্যার জুড়ি আর নাই। যুড়ি তো যে সূক্তের আলোচনায় Art of writing এর কথা উঠিল তাহাতেই ধরিয়াছি ; সে মিথ্যাটি হইতেছে :—

"ঋগ্‌বেদে প্রতিমা পূজার কথা নাই"—

এই কথা। এই তো ঋগ্‌বেদের এই সূক্তেই প্রতিমা পূজার কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে আর অস্পষ্ট ভাবে কি লেখা আছে দেখা যাক। প্রশ্ন হইল আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, দিব্‌ দেশীয়গণ, যে পরম দেবতার পূজা করিতেন তাহার পদ্ধতি কি ছিল প্রতিমা কি ছিল—'কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং" ইত্যাদি (ঋ ১০।১৩০।৩)। উত্তর হইল :—Nebula হইতে যজ্ঞদেশ জাত হইবার পরই সেই যজ্ঞদেশই পরম দেবতার প্রতিমা রূপে গৃহীত হইয়াছিল। তারপর ঋষি বলিতেছেন আমার বোধ হইতেছে যে আমি মনের চক্ষে সাত জন দ্রবিড় দেশীয় ঋষিকে দেখিতেছি—তাঁহাদের হাতে স্তবমালা রহিয়াছে (সহস্তোমাঃ), ছন্দঃপ্রকরণ রহিয়াছে (সহচ্ছন্দসঃ), অনুক্রমের (আবৃতঃ*) পদ্ধতি রহিয়াছে (সহ-

* আবৃৎ—অনুক্রমঃ ইত্যমরঃ।

প্রমাঃ †), আর সারথিরা যেমন ঘোড়ার রাশ হাতে করিয়া রথ চালায় তেমনই তাঁহারা ঐ সব পুথি হাতে করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রথা অনুসারে পূজা সম্পন্ন করিতেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে আদি বা ব্রাহ্ম অর্থাৎ গ্রাণাইট পাথরের কল্পেই লিখিতপূজা পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন ইহা অপেক্ষা তাহার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে? অলিখিত স্তব সংগৃহীত হইলে, অলিখিত ছন্দঃপ্রকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা কিরূপে দেখা যাইবে (অদৃশ্য)? আপনারা মনে মনে একবার অলিখিত স্তবমালা ও অলিখিত ছন্দঃপ্রকরণ দেখিতে চেষ্টা করুন তারপর কি দেখিলেন আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন!

আমরা ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রে দেখিতে পাই যজ্ঞদেশ শ্যাম সুন্দরের ন্যায় এক পা বাঁকান বংশীধারী মনুষ্যের মূর্ত্তি। সেই দেশকে যাঁহারা যজ্ঞপুরুষ—অর্থাৎ হরির মূর্ত্তি স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের বিশুদ্ধ মানচিত্র নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন। তবেই তাঁহাদের সময়ে ভূমির পরিমাপ (Survey) করিয়া তদনুসারে বিশুদ্ধ মানচিত্র অঙ্কিত করিতে পারিত এমন লোক বর্ত্তমান ছিল। যে বিশুদ্ধ মানচিত্র আঁকিতে জানে সে যে লিখিতে জানে না একথা যতবড় পণ্ডিতই বলুন না কেন বিশ্বাস করিব না। একটা কথা আছে "মুনশেফ হইলে কি হয় মাহিয়ানা

† প্রমা—that by which every object is measured (Wilson's Dictionary)—অতএব পদ্ধতি।

পাইবে না।” প্রমাণ যতই দেওয়া যাক্ গাজুড়ি কথা (Dogma)টী থাকিয়াই যাইবে :—

“বর্ণলিখন প্রণালী ফিনিসিয়া হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে এদেশে আসিয়াছে”,

আর অম্লানবদনে আমাদিগকে তাহা হজম করিতে হইবে!

“আচ্ছা আমি বঙ্গীয় সুধীগণকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—এদেশের লোকের হাতে অঙ্গুলি গজাইয়াছে কত দিন? বোধ হয় উত্তর পাইব—যতদিন তাহারা মানুষ রূপে বর্ত্তমান আছে। আচ্ছা অঙ্গুলি কথার অর্থ কি? আমি বলি “যাহা দ্বারা লেখা যায়”। অন্‌গ—করণ বাচ্যে উলি=অঙ্গুলি। অন্‌গ ধাতুর মাত্র দুইটী অর্থ—গতি এবং চিহ্ন দ্বারা লিখন। হাতের অঙ্গুলি দ্বারা গমন সম্ভবপর হয় না। অতএব অঙ্গুলি কথার অর্থ লিখিবার যন্ত্র : আপনারা কি “অঙ্গুলির” কোন প্রতিশব্দ জানেন? বোধ হয় না। কারণ কোন অভিধানেই উহার প্রতিশব্দ খুজিয়া পাই নাই। হায় অদৃষ্ট, এ দেশের লোকগুলি লিখিতে জানিত না বটে কিন্তু হাতের পাঁচটা অবয়বের “লিখিবার যন্ত্র” ভিন্ন অন্য কোন নাম জানিত না!”

“মা গো কল্পত্রয়পূজিতে লেখনীপুস্তকধারিণি! তোমার যে বরপুত্রগণ পাদলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে নীহারিকা হইতে পরিভ্রমণশীল সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র সমাকুল বিশ্বের সৃষ্টির তত্ত্ব (Nebular Theory of the Universe) তিনটী মাত্র শ্লোকে লিখিয়া দিতে

পারিত * তাহাদের দেশবাসী এই অধম আমাদের কপালে একটা উপযুক্ত বিশেষণ লিখিয়া দাও তো মা।”†

যজ্ঞদেশ

২১ পারা

একটা কথা আছে যাহার নাম মুখে আনিতে নাই তাহার ও প্রাপ্য যাহা, তাহা তাহাকে দিতে হইবে। মনুসংহিতার যে শ্লোকটী উদ্ধার করিরা তাহাকে অপরিপক্ক আমিনের রিপোর্টের সহিত তুলনা করিয়াছিলাম সেই শ্লোকটা স্থান নির্ণয়ের হিসাবে সেইরূপই বটে। কিন্তু মৎপ্রণীত “কৃষ্ণচরিত্র” বা Science of Religion এ পাইবেন সেই শ্লোকটী দেবতত্ত্ব নির্ণয়ে অতীব প্রয়োজনীয়। বহুদিন হইতে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণই বিষ্ণুর আবতার না বিষ্ণুই কৃষ্ণের অবতার। এই বিবাদ মীমাংসার পক্ষে এই শ্লোকটী বড়ই মূল্যবান্।

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।

‘কৃষ্ণসারমৃগ যে স্থানে স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া “কৃষ্ণসার” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই যজ্ঞদেশ, অর্থাৎ যজ্ঞদেশ এবং কৃষ্ণদেশ একই।

অতএব যজ্ঞোবৈ কৃষ্ণঃ নতু বিষ্ণুঃ।

---

* ঋ ১০।১৯০

† “সরস্বতী পূজা বৈদিক কি পৌরাণিক” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

কৃষ্ণশব্দের পর বিচরণার্থক সৃধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণসার কথা হইয়াছে। তাহার অর্থ কৃষ্ণদেশে বিচরণ-কারী। কৃষ্ণসার মৃগের অপর নাম কার্ষ্ণি। ঐ কথার অর্থ ও কৃষ্ণদেশজাত। তবেই পাওয়া গেল কৃষ্ণদেশও যাহা যজ্ঞদেশও তাহাই। যদি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ এই কথা ঠিক হইত তবে যজ্ঞদেশে বিচরণকারী মৃগের নাম হইত "বিষ্ণুসার" বা "বৈষ্ণব"। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন উহার নাম পাইতেছি "কৃষ্ণসার" ও "কার্ষ্ণি", তখন—

যজ্ঞো বৈ কৃষ্ণঃ নতু যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"

অতএব বিষ্ণুই কৃষ্ণের অবতার।

ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন প্রজ্বলিত নীহারিকা হইতে যজ্ঞ জন্মাইয়াছেন সেই যজ্ঞই সকল দেবতাদিগের প্রাণ স্বরূপ, সেই যজ্ঞই সকল দেবতার উপর অদ্বিতীয় দেবতা, সেই যজ্ঞই একমাত্র পূজনীয়, সেই যজ্ঞের দেহ মধ্যেই (ঋ ১০।১২১।৭, ৮; ১০।৮২।৫, ৬) সকল দেবতা একত্র হইয়াছেন। এখন পাইলাম সেই যজ্ঞ, ঋগ্বেদের পরম দেবতা, কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

'কৃষ্ণই আদিদেব'।

অন্য দেবতাগণ কৃষ্ণের শাখাস্বরূপ। কৃষ্ণই একমাত্র পূজনীয়। যজুর্ব্বেদ বলিয়াছেন 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১।৭।৪।৩)। এখন বুঝিতেছি ওটা ধোকা।

যজ্ঞো বৈ কৃষ্ণঃ।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু সেই আদিদেব দ্বিভুজবংশী-ধারী কৃষ্ণের অবতার।

প্রজ্বলিত নীহারিকা (তপঃ) হইতে বাহির হইবার কিছু কাল পরেই যাঁহার হাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশী দেখিয়াছেন, অনবরত সমুদ্রের ঢেউ গায়ে লাগায় কল্পত্রয় ধরিয়া যিনি মধুর সঙ্গীতের সুরে তাঁহার প্রিয়জনকে রাস লীলায় আহ্বান করিয়াছেন, সৃষ্টস্থিতিপ্রলয়কারী সেই আদিদেব যজ্ঞ অর্থাৎ

কৃষ্ণকে

প্রণাম, তাঁহাকেই পুনর্ব্বার প্রণাম।

ওঁ অভীদ্ধতপসোগর্ভশায়িনে
বেণুধরিণে।
আদিদেবায় কৃষ্ণ'য় যজ্ঞায়
বৈ নমো নমঃ॥
ওঁ কৃষ্ণার্পণমস্তু।
পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

চিত্র পরিচয়

১। গৌড়পুর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের মানচিত্র—এই নগরেরই নামান্তর নরেন্দ্রপুর ও রামাবতী। ৪

মন্তব্য (ক) No II নগরের দুর্গের নাম BANGABARI না হইয়া BAGBARI হইবে।

(খ) No III নগরের পাটালচণ্ডীর পূর্ব্ব দিকের অংশের নাম NARENDRAPUR

(গ) ENGLISH BAZAR হইতে যে রাজপথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে তাহার নাম KANSHAT ROAD এবং যে নদী দক্ষিণ দিকে গিয়াছে তাহার নাম MAHANANDA (মহানন্দা)।

২। ভারতবর্ষের ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্র (Geological map of India).

(ক) (১) ইহাতে স্থল ভাগের অধিকাংশই Archaean rock অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গ্রাণাইট পাথর বা ব্রহ্মশিলা। মালদহ জেলায়, জম্বুদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব দিকে, ব্রহ্ম শিলার যে দেশ ছিল তৎসহ জম্বুদ্বীপ, অজনাভ, এবং শাকদ্বীপ একটি কৃষ্ণবর্ণ, এক পা বাঁকান, দ্বিভুজ, বংশীধারী বা শূলধারী নৃমূর্ত্তির মত দেখাইত। উহাতে চারিদিকে সমুদ্রের ঢেউ লাগিয়া উহা হইতে সাধকের মনের অবস্থাভেদে, মধুর সঙ্গীত বা ক্রন্দনের শব্দ বাহির হইত। উহাই ব্রাহ্ম বা প্রথম কল্পে কল-বেণু-বাদন-পর যজ্ঞ বা কৃষ্ণের অথবা রোদনশীল রুদ্রের অর্থাৎ "লোকক্ষয়কৃৎ", "প্রবৃদ্ধ" (মহা) "কালের" মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইত। এই মূর্ত্তির উপরে লোক বাস করিত বলিয়া ইনি "বাসু", দ্যুতি যুক্ত ব্রহ্মশিলা নির্ম্মিত বলিয়া ইনি "দেব" অতএব ইনি "বাসুদেব"। ইঁহার পূজা হইত তাই ইনি "যজ্ঞ" (দেশ)। ইনিই বিরাট্ বা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ। যে পণ্ডিতগণ ("সূরয়ঃ") এই কথা জানেন

তাঁহারা "বিষ্ণুর" (কৃষ্ণের) এই "পরম" "পদ" (রূপ) সর্ব্বদাই ("সদা") অর্থাৎ চক্ষু মেললেই দেখেন ("পশ্যন্তি")। আকারে অতি বৃহৎ এই জন্য ইঁহার এক মস্তকই সহস্র মস্তক (শীর্ষ), দুই বাহুই সহস্র বাহু, দুই পদই সহস্র পদ।

(২) দ্বিতীয় বা পাদ্ম কল্পের প্রথমে এই যজ্ঞ বা কৃষ্ণের মূর্ত্তির নাভিদেশ স্থিত সমুদ্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে (Cuddapah) "কুদাপা" পাহাড় উত্থিত হয়। ইহাই হরির অর্থাৎ কৃষ্ণের নাভি সরোবর হইতে লোক পদ্ম উঠার কথার মূল।

(৩) তৃতীয় বা বরাহ কল্পের প্রথমে মালদহ জেলাস্থিত ঐ মূর্ত্তির মস্তক সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। তাহাতে মালদহ জেলার "পুণ্ড্র" অর্থাৎ খণ্ডিত এই নাম হয়। ইহাই ঐ জেলার নগরদ্বয়ের "পুণ্ড্র-বর্দ্ধন" ও "পুণ্ড্রনগর" (পাণ্ডুয়া) নামের ইতিহাস।

(৪) মস্তকহীন যজ্ঞ বা কৃষ্ণের মূর্ত্তির গঙ্গা ও গোদাবরী নদীর মধ্যের অংশকে পশ্চিম দিক হইতে দেখিলে বরাহ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, উহার দন্তের নিকটে তৃতীয় বা বরাহ কল্পে উত্থিত (Gondawana rock) গণ্ডওয়ানা পাথরের দেশ দেখিতে পাইবেন। ইহাই কৃষ্ণের বরাহ অবতার হইয়া দন্তদ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবী (দেশ) উঠাইবার কথার নিদান।

(৫) মস্তকহীন কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে পূর্ব্ব দিক হইতে দেখিলে নৃসিংহ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইবে। ইনিই নৃসিংহ অবতার।

(খ) (১) প্রাচীন কালের হিমালয়ের পাদদেশের সমুদ্রের নাম "হর", ত্রিপুরা পর্ব্বতের নীচের সমুদ্রের নাম "হরি" এবং রাঢ় দেশের নিকটের সমুদ্রের নাম BRAHMA (ব্রহ্মা) বা সরস্বান্ অর্থাৎ সাবিতা বা ধাতা।

(২) মান (ব) ভূমের লোক, ক্ষীরোদ সমুদ্রের যে অংশে এক্ষণ বঙ্গদেশ আছে, উহা হইতে সূর্য্য উঠিতে দেখিত তাই উহার আর এক নাম দিয়াছিল "সূর্য্য সমুদ্র"—Greek Mythology যাহাকে Water of the Sun বলেন।

(৩) উহাতে সতী নদী (Tethys) পতিত হওয়ায় উহার নাম হয় সতী সরঃ। (রাজ তরঙ্গিণী, প্রথম তরঙ্গ, ২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

(৪) সতী নদীর সম্মুখে, রঙ্গপুর জেলায়, ঐ সমুদ্র মধ্যে মনুষ্যের বসতি হয় তাই উহা বিবস্বান্ (Oceanos).

(৫) ঐ বসতি স্থান—দ্বীপ—ঐসমুদ্রেরই সৃষ্টি তাই উহা "জগৎসবিতা"।

(৬) উহার অংশ বিশেষের নাম হইতে উহার নাম হয় "হর" অতএব ধবল বা ঢোল সমুদ্র : শ্বেতার্ণব (Saturnus) : প্রমথেশ Prometheus), হরি : হরহরি : হরিহর (Erythraean Sea) এবং সবিতা।

(৭) বঙ্গদেশের সমুদ্রের নাম হইতে বৃহত্তর হিমালয়ের পাদদেশে Aegean Sea পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রেরই নাম হয় ক্ষীরোদ (Thetis), হর (Thal, Hor), হরিহর (Erythraean Sea).

(৮) মৎপ্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বা Science of Religion Part I এ পাইবেন - তথাকথিত "সূর্য্যোপাসকগণ" উক্ত "সূর্য্য" সমুদ্রকেই ধাতারূপে সৃষ্টিকারী, হরিরূপে পালনকারী এবং হর রূপে সংহারকারী পরম দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহারই প্রণাম করেন এই বলিয়া :—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

ইহা আকাশস্থ সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাহা বসতি যোগ্য (বিবস্বান্) ও নহে, জগৎ স্রষ্টা (সবিতা) ও নহে, এবং ব্রহ্মণ্ পদ বাচ্যও নহে। হইলে—সন্ধ্যাবন্দনা করিতে বসিয়া প্রথমেই যাহাকে

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বলিয়া ধাতার সৃষ্ট জড় বস্তু বলা হয় তাহাকেই সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করিবার সময় "ধাতা" বা "সবিতা" বলিয়া প্রণাম মন্ত্র পাঠ করা উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া দাঁড়ায়।

৩। জম্বুদ্বীপের মানচিত্র।

মন্তব্য—কোন কোন পুরাণে জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ Fig 1 এর মত দেখান হয়। কিন্তু জম্বুদ্বীপ বৃত্তাকার, Fig 1 বৃত্তাকার নহে, অতএব উহা জম্বুদ্বীপের মানচিত্র হইতে পারে না। Fig 2 তে জম্বুদ্বীপের মানচিত্র দেখান হইয়াছে। (মৎপ্রণীত Notes on the History of Bengal Part I Page 84 দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধিপত্র

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	১১	সূর্য্যেব	সূর্য্যের
।০	৮	বৈরতক	রৈবতক
।৵	১২	doube	double
॥০	৩	রীরপত্নী	বীরপত্নী
॥০	১৩	প্রামাণও	প্রমাণও
॥৶	২৪	Cephatic	cephalic
৸০	৫	agress	agrees
	৬	agress	agrees
	৯	wlll	will
৸৵	২৩	Aryavartha	Aryavartta
৸৵	২৪	Xisnthros	Xisuthros
৸৶	১২	বাবিলেনর	বাবিলনের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৶	৭	বলিলেন	বাবিলনে
১।৶	৬	আঁবারলণ্ড	আয়ারলণ্ড
২৲	১২	দুর্দ্দষণীয়	দুর্দ্দমনীয়
২৵	৫	যযদ্বীপের	যবদ্বীপের
২৷৷৵	৯	কথাতেও	কথাতেও
	২২	Dr hall	Dr Hall
২৷৷৶	১৩	Eats	East
	২২	agglutlnative	agglutinative
২৸৹	৭	থগ্বেদের	ঋগ্বেদের
	৯	থগ্বেদেই	ঋগ্বেদেই
২৸/	৪	Honolula	Honolulu
২৸/	২১	hages	pages
২৸৵	৮	reeognised	recognised
২৸৶	৮	Aucieut	Ancient
৩।৵	১৬	ঘালস্কন্দ	বালস্কন্দ
৩।৹	২২	ইভিহাস	ইতিহাস
৩৵	২০	তৎপয়বর্ত্তী	তৎপরবর্ত্তী
৮	৮	হাঙ্গেরী হইতে আইসার	হাঙ্গেরী হইতে এদেশে আইসার
১৯	ফুটনোট	(১৯ পৃষ্ঠায় আছে)	(১৮ পৃষ্ঠার নীচে যাইবে)
২১	১	ত্রিপস্ত্য	ত্রিপস্ত্য
২২	১০	দ্বিতীয়	প্রথম
২২	১১	৩৫৬০	৩৬০০
২৪	২০	ব্যাকারণের	ব্যাকরণের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১১,১২,১৩	(২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে আছে)	(২৪ পৃষ্ঠার নীচে ফুটনোট হইবে)
২৬	৬	ব্রহ্মাণাদি	ব্রাহ্মণাদি
২৯	২২	পঠের	পাঠের
৩৭	২	ভাবতবর্ষের	ভারতবর্ষের
৪৪	১৩	বোবহয়	বোধ হয়
৪৬	৫	র্ঁাচি	রাঁচি
	২২	সান্মিলনের	সন্মিলনের
৪৮	১৬	দেখিয়াল ইবেন	দেখিয়া লইবেন
৫২	২	এব	এর
৫৭	১৫	আদিতঃ্য	আদিত্যঃ
	১৮	আদিতি	অদিতি
৬১	৬	বির্শ্বের	বিশ্বের
	৯	বহিত	বিহিত
৬২	৮	স্পষ্ট	স্পষ্ট
৬৩	৭	স্মূতিমান্	স্মৃতিমান্
৭৫	৩	অর্থবা	অথর্বা
	১৭	কৃতসংস্কর	কৃতসংকল্প
৮২	৬	যঁাহার	যাঁহার
৯৪	২	ব্রাক্ষণময়	ব্রাহ্মণময়
৯৮	১০	মস্তক যুক্ত	মস্তক যুক্ত
	১২	অনন্ত দেবেণ	অনন্ত দেবেশ
৯৯	১১	কিছু	কিছু